NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ রঙের উৎসব দোলযাত্রায় শান্তিনিকেতন মেতে ওঠে বসন্ত উৎসবে

ভারতে 'ডিজিটাল গ্রেপ্তার' প্রতারণা, একটি সাইবার অপরাধ ৮

কলকাতা ১৩ মার্চ ২০২৫ ২৮ ফাল্গুন ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৭১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 13.3.2025, Vol.18, Issue No. 271 8 Pages, Price 3.00

ধর্মের নামে রাজনীতির অভিযোগে ফের উত্তাল বিধানসভা

মমতাকে তীব্র আক্রমণে শুভেন্দু, নাম-না করে কটাক্ষ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্মের নামে সঙ্কীর্ণ রাজনীতির অভিযোগ শাসক বিরোধী চাপানউতোরে পরপর তিনদিন উত্তাল হয়ে উঠল রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন। তৃতীয় দিনে যুযুধান দুই পক্ষের সেনাপতিদের তুমুল দ্বন্দের সাক্ষী রইল বিধানসভা। মুখ্যমন্ত্রী-বিরোধী দলনেতা তো বটেই নিজ নিজ শিবিরের হয়ে এদিন মাঠে নামেন একাধিক বিধায়ক। এদিন আচমকাই অধিবেশেন আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি বিধায়করা একরকমভাবে তৈরিই হয়ে এসেছিলেন। কালো পোশাকে এদিন বিধানসভা কক্ষে প্রবেশ করেন বিজেপি বিধায়করা। বিধানসভায় বিক্ষোভ দেখাবেন বলে ঠিক করেছিলেন আগেই। আর সেই আবহেই বিধাসভায় উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার বিধানসভার বাইরে শুভেন্দু অধিকারী বিতর্কিত মন্তব্য করেন।

তিনি জানান, ২০২৬ সালে বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে তৃণমূলের বিজয়ী মুসলিম বিধায়কদের ছুড়ে ফেলে দেওয়া হবে। সেই নিয়ে এদিন উত্তাপ ছড়ায় অধিবেশনে। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গেলে শঙ্কর ঘোষ-সহ বিজেপি বিধায়করা তুমুল হইহট্টোগোল শুরু করেন। বক্তব্য থামিয়ে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের বলার সুযোগ দেন। সেই সময়েই চরমে ওঠে বাক-বিতণ্ডা। রোজ রোজ বিধানসভায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি নিয়ে বিজেপি-কে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি, বিজেপি ধর্মীয় কার্ড খেলছে বলেও অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, মানবিকতা সবচেয়ে বড়। ধর্ম দিয়ে কিছু হয় না। মানুষের মতন আচরণ করতে হয়। কোনও ধর্মকে অপমান করা যায় না বলেও বিজেপি-র উদ্দেশে মন্তব্য করেন তিনি ।

এদিন প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হওয়ার পর তৃণমূলের বিধায়করা শুভেন্দুর ওই মন্তব্যের বিরোধিতা করেন। শুভেন্দুর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি ওঠে। মন্ত্রী গোলাম রব্বানি বলেন, 'শুভেন্দু যে মন্তব্য করেছেন, তা দেশের সংবিধানের পরিপন্থী। তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হোক।' গোলামের বক্তৃতা চলাকালীনই বিধানসভার অধিবেশন কক্ষে ঢোকেন। তাঁকে দেখে তীব্র চিৎকার শুরু করে দেন বিজেপি বিধায়করা। এর পর মমতা বক্তৃতা শুরু করলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিজেপি বিধায়করা।

সেই পরিস্থিতিতেই নিজের বক্তৃতা চালিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'যেভাবে একটা ধর্মকে আক্রমণ করা হচ্ছে, যেভাবে মুসলিম ধর্মের নাম করে বিরোধী দলনেতা আক্রমণ করছেন, তা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বিরোধী দলনেতা সাসপেন্ডেড। কিন্তু বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি যে মন্তব্য করছেন, তাও বিরোধী দলনেতার মন্তব্য হিসেবেই ধরতে হবে। কারণ, আমি যখন বাইরে কোনও মন্তব্য করি, সেটা কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেই কটাক্ষ করা হয়। তাহলে বিরোধী দলনেতার মন্তব্যকে কেন ধরা হবে না?'

এতে অতীতে মমতার নেতৃত্বে বিধানসভা ভাঙচুর হয় বলে অভিযোগ করেন বিজেপি-র শঙ্কর ঘোষ। এই ধরনের মন্তব্য বিধানসভায় করা যায় না বলে পাল্টা শঙ্করকে জানান স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বিজেপি-কে আক্রমণ করে যান মমতা। তিনি বলেন, 'আমি নিজে হিন্দু। আমার বাড়িতে কালীপুজো হয়, সব ধরনের পুজো হয়। আপনারা ধর্মীয় কার্ড খেলছেন। মানবিকতা সবচেয়ে বড়। ধর্ম দিয়ে কিছু হয় না। মানুষের মতন আচরণ করতে হয়। কোনও ধর্মকে অপমান করা চলতে পারে না। জালিয়াতি করবেন না ধর্মের নামে।'

নাম না করে শুভেন্দুকে তীব্র আক্রমণ করেন মমতা। নিজে তিন-তিন বার দল বদল করেছেন, ভবিষ্যতে কী করবেন, বিজেপি-র সভাপতি হতে দৌড়াদৌড়ি করছেন বলে কটাক্ষ ছুড়ে দেন। বিজেপি-র কাছ থেকে ধর্ম শিখবেন না, তাদের আমদানি করা ধর্ম শিখতে আগ্রহী নন বলে জানিয়ে দেন। ফিরহাদ হাকিম, হুমায়ুন কবীর, সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীদের মন্তব্যের ব্যাখ্যা কী, পাল্টা প্রশ্ন তোলেন বিজেপি বিধায়করা। এর পাল্টা মমতা বলেন, 'ফিরহাদকে বলা হয়েছে এমন মন্তব্য না করতে। বাকিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ধর্ম বিজেপি-র কাছে শিখব না।' এতে আরও উত্তাল হয়ে ওঠে বিধানসভা। বিধানসভা থেকে ওয়াক আউট করেন বিজেপি বিধায়করা। রাজ্যের তৃণমূল সরকার 'হিন্দু বিরোধী' বলে স্লোগান ওঠে।

অন্য দিকে, বিধানসভার বাইরে শঙ্কর বলেন, 'বিরোধী দলনেতাকে সাসপেন্ড করে নিজের ভোটব্যাঙ্ক, অর্থাৎ সংখ্যালঘুদের তুষ্ট করতে এখানে এসেছেন। ওঁর দলের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ধর্মান্তরণের কথা বলেছিলেন, মিনি পাকিস্তানের কথা বলেছিলেন। ওঁর দলের বিধায়ক হামিদুল ৩০ শতাংশ হিন্দুকে কাটিয়ে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা। ওঁর দলের মন্ত্রী জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে হিন্দুদের ছাপিয়ে যেতে হবে বলেছিলেন। সেই মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারের মর্যাদার কথা মনে পড়েনি। হঠাৎ করে বিরোধী দলনেতার চেয়ারের মর্যাদার কথা মনে পড়েছে। বিরোধী দলনেতার অপরাধ, তিনি তৃণমূলের দুর্নীতির মুখো খুলে ফেলেছেন, পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানাতে বাধা দিচ্ছেন, হিন্দুদের হয়ে কথা বলছেন, তাই বিরোধী দলনেতাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। উনি (মমতা) তুষ্টিকরণের রাজনীতি করছেন। উত্তর দিতে না পেরে বলছেন দলের মন্ত্রীদের বলেছি।'

কুমোরটুলির পর কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে

ফের ট্রলি ব্যাগ থেকে দেহ উদ্ধার, ধৃতদের ৭ দিনের পুলিশি হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবারও ট্রলি ব্যাগের মধ্যে থেকে উদ্ধার হল একটি দেহ। মঙ্গলবার ঘোলা থানার অন্তর্গত কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে একটি গাড়ির মধ্যে থেকে ট্রলি ব্যাগে থেকে এক যুবকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক জনকে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ঘোলা ও নাগেরবাজার থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দমদমের নাগেরবাজার থেকে দু'জন ব্যক্তি একটু অ্যাপ নির্ভর ক্যাব ভাড়া করেন। এরপর, নিমতা দিয়ে মুড়াগাছা সেতু হয়ে ঘোলা মহিষপোতার কাছে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে অন্ধকার জায়গায় গাড়ির চালককে দাঁড় করাতে বলেন ওই দুই ব্যক্তি। ফাঁকা অন্ধকার জায়গায় দাঁড়াতে বলায় ক্যাব চালকের সন্দেহ হয়। তিনি ওই দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তখন ক্যাব চালকের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন দুই ব্যক্তি। সেই সময়ে ঘোলা থানার টহলরত ভ্যান সেখান থেকে যাচ্ছিল। সেই ঝামেলা দেখে পুলিশ তাঁদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে গাড়ির মধ্যে থাকা দুই ব্যক্তির মধ্যে এক জন পালিয়ে যান। অন্য ব্যক্তিকে পুলিশ ধরে ফেলে। তারপর তাঁকে জেরা করাতেই ট্রলি ব্যাগের মধ্যে মৃতদেহের কথা পুলিশকে জানান। এরপর গাড়ি খুলে তল্লাশি চালিয়ে গাড়ির ডিকিতে ওই ট্রলি ব্যাগ দেখতে পায় পুলিশ। ট্রলি ব্যাগ খুলতেই দেখা যায় তার ভিতরে একটি সেলোটেপ লাগানো বস্তা। সেটি খুলতেই দেখা যায় ভিতরে এক ব্যক্তির মৃতদেহ রাখা আছে। মৃতদেহের মুখ সেলোটেপ দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় রয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ঘোলা থানা ও নাগেরবাজার থানার পুলিশ বাহিনী আসে।

ট্রলি ব্যাগের ভিতর থেকে পুলিশ একটি রক্তমাখা প্ল্যাটিক, ছুরি, নাইলনের দাঁড়ি এবং নগদ ৬৫ হাজার থাকা উদ্ধার করেছে। পরবর্তীতে পুলিশ মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেট করে মুক্তারামবাবু স্ট্রিট থেকে কৃষ্ণপাল সিংকে গ্রেপ্তার করেছে। তদন্তে জানা গিয়েছে, মৃত ভাগারাম সিং রাজস্থানের বাসিন্দা। বড়বাজার কাপড়ের ব্যবসা করতেন। থাকতেন উত্তর কলকাতার গিরিশ পার্ক থানার মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে। তদন্তকারীদের দাবি, ধৃতেরা স্বীকার করেছে ব্যবসা সংক্রান্ত টাকা নিয়ে অশান্তির জেরেই এই ঘটনা। তবে ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ আছে কিনা, তা তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছে।

তদন্তে জানা গিয়েছে, ভাগারাম, কৃষ্ণপাল এবং করণ সকলেই রাজস্থানের বাসিন্দা। ব্যবসায়িক কারণে গিরিশ পার্কে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে তাঁরা থাকতেন। কৃষ্ণপাল এবং করণের থেকে চুড়িদারের পিস কিনতেন মৃত ব্যবসায়ী ভাগারাম। পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে, অভিযুক্তদের কাছে আট লক্ষ টাকা দেনা হয়ে গিয়েছিল ভাগারামের। টাকা চেয়ে না পেয়ে গণ্ডগোলের সূত্রপাত। সেই কারণে গিরিশ পার্কের ভাড়া বাড়িতেই ভাগারামকে খুনের ছক কষেন অভিযুক্তরা। পুলিশ সূত্রে খবর, কফিতে বিষ মিশিয়ে তাঁরা ভাগারামকে খাওয়ায়। কফি খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়লে তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। মৃত্যু নিশ্চিত করতে গলার নলি কাটা হয়।

সূত্র বলছে, প্রমাণ লোপাটের জন্য কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে নির্জন এলাকায় খেপলির বিলে দেহ ফেলার পরিকল্পনা করেছিল অভিযুক্তরা। যদিও ক্যাব চালকের তৎপরতায় সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। ক্যাব চালক রাহুল অধিকারী জানান, নাগেরবাজার থেকে তাঁর ক্যাব বুক করা হয়েছিল। গাড়ির ডিকিতে দুজন ভারী একটা ট্রলি ব্যাগ রাখে। কিন্তু ওই ট্রলি ব্যাগ দেখে তাঁর সন্দেহ হয়। সেইসময় মধ্যমগ্রামের কেসটা তাঁর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। ঘোলার খেপলির বিলের কাছাকাছি নির্জন এলাকায় পুলিশের টহলরত একটা ভ্যান দাঁড় করাই। একজন পুলিশকে দেখে পালিয়ে যায়। আরেকজনকে তিনি জাপটে ধরেন। ট্রলিব্যাগ কাণ্ডে ধৃত করণ সিং ও কৃষ্ণপাল সিংকে বুধবার ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হয়। বিচারক ধৃতদের সাতদিন পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

দোল, হোলি ও রমজানের শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার রাজ্যবাসীকে দোল-হোলি-রমজানের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। রঙের উৎসবের আগাম উদযাপন অনুষ্ঠানে ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে মুখ্যমন্ত্রী ও পুরসভার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিরা হাজির হয়েছিলেন। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য শুরু করেন। রঙের উৎসবের প্রাসঙ্গিকতার কথা বলতে গিয়ে বলেন, 'এবছর দোল-হোলি একই দিনে পড়েছে। আবার রমজান মাসও চলছে। একেবারে উৎসবের মরশুম। আমি আবেদন করব, সবাই একসঙ্গে থাকবেন। আপনি দোল করুন, হোলি করুন। কেউ কেউ রোজা রাখবে। মনটা রঙিন রাখুন, সব ধর্মের জন্য, সব মানুষের জন্য। এই সময়টা রঙের। উৎসবে শামিল হলে দেখবেন মনটাও রঙিন হবে, বড় হবে।' সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে তাঁর আরও বক্তব্য, 'আমরা এই বাংলায় সবাই একসঙ্গে থাকি। বাংলা ভালো থাকলে দেশও ভালো থাকবে। দেশের জন্য বাংলা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ঝগড়া চাই না, শান্তি চাই।'

ছাব্বিশে রাজ্যের সব আসনে লড়তে চায় ওয়েইসির দল

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ: ২০২১ বিধানসভায় গোটা সাতেক আসনে প্রার্থী দিয়ে বিশেষ লাভ হয়নি। নিজেরাও জিততে পারেনি। আবার শাসকদলের ভোটব্যাঙ্কেও বিশেষ থাবা বসাতে পারেনি আসাদউদ্দিন ওয়েইসির অল ইন্ডিয়া মজলিস এ ইত্তেহাদুল মুসলমিন অর্থাৎ আইমআইএম। কিন্তু তাতে দমে যেতে নারাজ আসাদউদ্দিন ওয়েইসি।

মরিশাসের সর্বোচ্চ সম্মাননা, 'দ্য গ্র্যান্ড কমান্ডার অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য স্টার অ্যান্ড কি অফ দ্য ইন্ডিয়ান ওশান'-এ সম্মানিত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার, দু'দিনের মরিশাস সফরের প্রথম দিনেই দ্বীপরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী নবীনচন্দ্র রামগুলাম তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মাননায় ভূষিত করেন।

যাদবপুরে আউটপোস্ট করতে চাইছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে পুলিশ প্রবেশে বরাবরই অনিহা ছাত্রদের একাংশের। এমনকী সিসিটিভি বসানো নিয়েও কম জলঘোলা হয়নি। তবে সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে যে ঘটনা ঘটেছে তারপর এবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ আউটপোস্ট হবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কারণ, সেখানে আউটপোস্ট করতে চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে চিঠি পুলিশের। পুলিশ সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেওয়া হয়েছে লালবাজার পুলিশের তরফে। যেখানে বলা হয়েছে তাঁরা পুলিশ আউটপোস্ট করতে চায় সেখানে। এই আউটপোস্ট করলে নজরদারির বিষয়টি আরও বাড়ানো যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এর আগে ওমপ্রকাশ মিশ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছতেই তাঁকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশ পড়ুয়ারা স্লোগান দিয়েছিল। সেই সময় সিভিল পোশাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে প্রবেশ করেছিল পুলিশ। এসএফআই -এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, 'যাঁরা দিনের পর দিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে হুমকি দিচ্ছে, তাঁদের উপর নজরদারি করার কোনও প্রয়োজনীয়তা পুলিশ মনে করছে না। অথচ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এমনকী এই প্রতিষ্ঠানই রাজ্যের শিক্ষার মান ধরে রেখেছে। এখন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতর অশান্তি অব্যাহত রাখবে বলে এই ভাবনা চিন্তা করা হচ্ছে। আসলে এখন বোঝাই যাচ্ছে, সরকার সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে অশান্তি অব্যাহত রাখতে চাইছে।'

ফের বিতর্কে যোগেশ চন্দ্র ল কলেজ

ক্যাম্পাসের ভিতর ছাত্রীদের গায়ে রং-জল, মামলা কোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাংবাদিক থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর রং-জল দেওয়ার অভিযোগ। যোগেশ চন্দ্র ল কলেজের ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের দাপাদাপি নিয়ে এবার জল গড়াল কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত।

কলেজ ক্যাম্পাসে বারবার বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়ে অভিযোগে অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বুধবারও আগাম দোল উৎসব পালনে সেই একই অশান্তির সাক্ষী রইল দক্ষিণ কলকাতার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ। আর এদিনের অশান্তির জেরে ফের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন এক ছাত্র। কলেজের নিরাপত্তা বাড়াতে সিসিটিভির নজরদারি বৃদ্ধি হোক, বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ আটকাতে হাইকোর্ট নির্দেশ দিক, এই আবেদন জানান তিনি। মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি। বৃহস্পতিবার শুনানির সম্ভাবনা।

জানা যাচ্ছে, বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছে কলেজেরই এক ছাত্র। ক্যাম্পাসে কলেজে নিরাপত্তা, সিসিটিভি রাখতে হবে। বহিরাগত অনুপ্রবেশ আটকাতে হাইকোর্ট নির্দেশ দিক। এই মর্মে মামলা

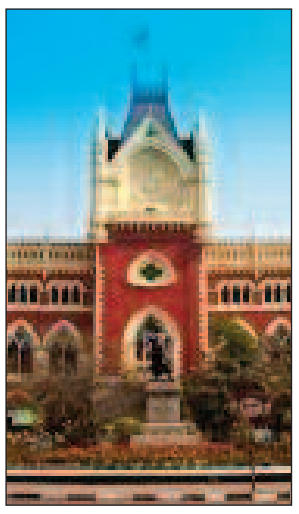

করেছেন তিনি। ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, বহিরাগতরা কলেজের ছাত্রীদের উপর রঙ দিচ্ছে। অথচ পুলিশ কোনও অভিযোগ নিচ্ছে না। আদালতে অভিযোগ মামলাকারীর। মামলার অনুমতি দিয়েছে কোর্ট। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে উঠবে এই মামলা। বৃহস্পতিবার শুনানি।

উল্লেখ্য, আজ যোগেশচন্দ্র ল কলেজে পরিচালন সমিতির বৈঠক ছিল। সেই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন মালা রায়। বৈঠক শেষ করে তিনি যখন বেরিয়ে যায় সেই সময় একাংশ পড়ুয়া তাঁর গাড়ির সামনে বসে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের একটাই বক্তব্য, ক্যাম্পাসের ভিতরে ঢুকছে বহিরাগতরা। সাধারণ পড়ুয়াদের জোর করে তাঁরা রং মাখাচ্ছে। এমনকী সেই খবর করতে গিয়ে মহিলা সাংবাদিকদেরও হেনস্থা করা হয়। তাঁদের গায়ে জল ঢেলে দেওয়া হয়। জোর করে রং মাখিয়ে দেওয়া হয়।

গত মাসে সরস্বতী পুজো করা নিয়েও যোগেশচন্দ্র কলেজের পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। যোগেশচন্দ্র ডে কলেজ ও আইন কলেজের পড়ুয়াদের মধ্যে মতান্তরের জেরে পুজো নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। অভিযোগ ওঠে, বহিরাগতরা ঢুকে কলেজের পুজো আটকাতে চাইছে। এই মামলায় হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল হাইকোর্টকে। এবার দোল উৎসব নিয়েও ফের অশান্তি হল বুধবার। এবারও অভিযোগ সেই বহিরাগতদের বিরুদ্ধে। এদিন কলকাতা দক্ষিণের সাংসদ তথা কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি মালা রায় কলেজে গেলে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ হয়।

মমতাকে লন্ডন যাওয়ার ছাড়পত্র দিল কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লন্ডন সফরে ছাড়পত্র দিল কেন্দ্র। বুধবার ১২ মার্চ নবান্নে বিদেশ মন্ত্রকের অনুমোদন সংক্রান্ত চিঠি পৌঁছেছে। পড়ুয়া ও গবেষকদের সামনে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানিয়েছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। ওই আমন্ত্রণে সাড়াও দিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী-সহ আইন প্রণেতাদের বিদেশ সফরে যাওয়ার জন্য বিদেশ মন্ত্রকের অনুমতি নিতে হয় সেই কারণে মমতার লন্ডন সফরের কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছিল বিদেশ মন্ত্রকের কাছে। এদিন ওই চিঠির জবাবেই বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, মুখ্যমন্ত্রীর লন্ডন সফরে যেতে কোনও বাধা নেই। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিতে আগামী ২১ মার্চ লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দেবেন মমতা। কলকাতা থেকে দুবাই হয়ে পৌঁছবেন ব্রিটেনের রাজধানীতে। ওই সফরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও গবেষকদের সামনে ভাষণ দেওয়ার পাশাপাশি শিল্পপতিদের সঙ্গেও বৈঠক করার কথা রয়েছে তাঁর। মূলত, বাংলায় যাতে ব্রিটিশ শিল্পপতিরা বিনিয়োগ করেন সেই উদ্দেশে লন্ডন যাচ্ছেন তিনি। আটদিনের সফর শেষে ২৯ মার্চ কলকাতায় ফিরবেন মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৫/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩১৭২ নং এফিডেভিট বলে Arnab Bhattacharjee S/o. Amaresh Bhattacharjee ও Arnab Bhattacharjee S/o. A. Bhattacharjee & Arnab Bhattacharya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩১/০১/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫০৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Subhas Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Gopal Chandra Das ও G. Das উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি Sanchita Das D/o. Rancajit Das গত ইং ১১/০৩/২০২৫ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Sanchita Begum নামে পরিচিত হইয়াছি। ১২/০৩/২০২৫ তারিখে S.D.E.M. সদর হুগলী কোর্টে ৬০ নং এফিডেভিট বলে Sanchita Begum ও Sanchita Das D/o. Rancajit Das সাং জগদীশপুর, চামরিল, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১১১৪ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৪৫৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Mantu Kundu ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sushil Kumar Kundu ও S. Kundu উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১১/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৪৫০ নং এফিডেভিট বলে Ratnadeep Kolay S/o. Molay Kolay ও Ratnadip Koley S/o. M. K. Koley সাং হোয়েড়া, মগরা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০৩/২০২৫ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮৭৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Zulfekar Ansari (old name) S/o. Rahman R/o. Survey View Park, Bandel, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Zulfekar Anwar Ansari (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Zulfekar Ansari & Zulfekar Anwar Ansari S/o. Rahman উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার স্ত্রী Sarwari Khatoon.

নাম-পদবী

গত ১০/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৪৪২ নং এফিডেভিট বলে Madan Gopal Chakraborty S/o. Bishwanath Chakraborty ও Dr Madan Gopal Chakraborty S/o. Lt. B. N. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০৩/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২০২৭ নং এফিডেভিট বলে Rupa Mukherjee W/o. Sourav Mukherjee ও Rupa Dhar D/o. Shaktimoy Dhar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Kiran Yadav ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Taraknath Yadav ও T. N. Yadav উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১২/০৩/২০২৫ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ১২৮৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Johora Khatoon (old name) W/o. Aman Sarkar, R/o. Thaipara, Sarai, Pandua, Hooghly-712149, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Johara Sarkar (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Johora Khatoon & Johara Sarkar W/o. Aman Sarkar উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sk Amirul Sarkar.

নাম-পদবী

আমি শুভঙ্কর অধিকারী, পিতা সুশীল অধিকারী, সাং এম.জি.রোড, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, গত ইং ১০.১.২০২৫ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিটবলে আমার পিতা সুশীল অধিকারী এবং সুশীল কুমার অধিকারী একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

CHANGE OF NAME

I, Musarof Sekh S/o-Hasibur Sekh residing at vill-Palsha Po-Gorora Ps-Nabagram Dist-Msd.Do here by declare that I have change my name from Mosarof Sk S/o-Hasibur Sk & date of birth 12/08/2000 to Musarof Sekh S/o-Hasibur Sekh & date of birth 07/03/1996 vide affidavit **dt-28/02/2025** before SDEM(S) Court, Berhampore, Murshidabad.

নাম-পদবী

আমি রতনমনি বিশ্বাস, স্বামী- ঁসুবর্ণ বিশ্বাস, সাং- সন্ধ্যা মেছুয়াপাড়া লেন, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া আমার জমির ১০৭৬১/১৯৭৮নং দলিলে তাং ২১.১১.১৯৭৮, আমার নাম রতন বালা দাস হইয়াছে। ০৭.০৩.২০২৫ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিট বলে রতনমনি বিশ্বাস ও রতন বালা দাস একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

ইন দি কোর্ট অফ লার্নেড ডিস্ট্রিক্ট জজ হুগলী সদর
ম্যাট স্যুট নং ৫০/২০২৩

দরখাস্তকারিণী: **প্রভা রানী চক্রবর্ত্তী**, স্বামী- আশীষ চক্রবর্ত্তী ওরফে দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী, পিতা- শিব নারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রযত্নে অসিত পাইন, সাকিম দাসপাড়া, পোঃ বুড়োশিবতলা, থানা চুঁচুড়া জেলা হুগলী পিন নং-৭১২১০৫
এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে উপরোক্ত দরখাস্তকারিণী শ্রীমতী প্রভা রানী চক্রবর্ত্তী স্বামী স্বামী- আশীষ চক্রবর্ত্তী ওরফে দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী, ঠিকানা- প্রযত্নে অসিত পাইন, সাকিম দাসপাড়া, পোঃ বুড়োশিবতলা, থানা চুঁচুড়া জেলা হুগলী। দরখাস্তকারিণী হুগলী জজ আদালতে শ্রী আশীষ চক্রবর্ত্তী ওরফে দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী, পিতা মৃত হরসিৎ চক্রবর্ত্তী পিতা মৃত সুধাময় চক্রবর্ত্তী সাকিম দেশবন্ধু পল্লী, পোঃ রবীন্দ্রনগর থানা চুঁচুড়া জেলা হুগলী এর বিরুদ্ধে আঃ জেঃ ১৩ হিন্দু ম্যারেজ এ্যাক্ট ১৯৫৫ অনুযায়ী একটি মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন যাহার নম্বর ৫০/২০২৩ হইতেছে।
উক্ত মোকর্দ্দমায় রেসপনডেন্টের কোন আপত্তি থাকিলে জজ আদালতে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মহামান্য জজ আদালতে স্বয়ং অথবা আইনজীবির মারফত হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় উক্ত দরখাস্তকারিণীর অনুকুলে একতরফা আদেশ কার্যকর হইবে। নিবেদন ইতি তারিখঃ
দরখাস্তকারিণীর পক্ষে
অশেষ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য (উকিলবাবু)
আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট জেলা জজ আদালত হুগলী

সংশোধনী

গত ইং ২৭.৯.২০২৪ তারিখের শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের ২ পাতার প্রথম কলামের ১৮, ২৪, ৩০, ৩৬, ৪২, ৪৮ ও ৫৩ নং লাইনের "DSR" লেখাগুলি "ADSR" পড়িতে হইবে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

আমার মক্কেল, ১) **শ্রীমত্যা নমিতা পাল**, ২) **শর্বানী পাল**, ১ নং এর স্বামী ও ২ নং এর পিতা – স্বর্গীয় বিশ্বেশ্বর পাল, উভয়ের সাকিম- ৩৫৫ আমড়াতলা লেন, পোঃ ও থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, প্রদেশ - পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২১০১। গত ইং ১০/০১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস. আর. - চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I - ৩৭৫/২০২৫ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে জেলা-হুগলী, থানা-চুঁচুড়া সামিল, জে. এল. নং ২০, চুঁচুড়া মৌজায় হাল ৯৫০০ নং খতিয়ানভুক্তঃ- সাবেক ২৩০৯ তথা হাল ৪৩৮৯ নং দাগে বাস্তু জমি ০.০১৫ একর ও তদুপরিস্থিত ৬৫১ বর্গফুট গৃহাদী সহ সম্পত্তি, সাকিম - আমড়াতলা লেন, পোঃ ও থানা-চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, প্রদেশ - পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২১০১ নিবাসী **শ্রী গৌতম যাদব**, পিতা- অর্জুন যাদব, মহাশয়কে আমমোক্তার হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছেন।

SANKAR DAS (ADVOCATE)
District Judge's Court,
Chinsurah, Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তানামা পত্র

শিব রতন জুলাসারিয়া পিতা স্বর্গীয় বনোয়ারলাল জুলাসারিয়া সাং ফ্ল্যাট নং ১বি, ২০৩ এ, লেক্ক টাউন, ব্লক এ, ১ম ফ্লোর,পোঃ ও থানা লেক টাউন, কোলকাতা- ৭০০০৮৯, জেলা দক্ষিন ২৪ পরগনা। হাওড়া জেলার সাঁকরাইল ব্লকের অর্ন্তগত, জে.এল নং ৪০, মৌজা পানামাকুয়া, হাল (এল.আর) খতিয়ান নং ৩৭০২ এর অর্ন্তভুক্ত হাল (এল.আর) ১৮৭ দাগের ৪৯ শতক শালি সম্পত্তি গত ইং ১৫.০৭.২০২৩ তারিখে A.R.A-IV KOLKATA অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV নং বহির ১৯০৪-২০২৩ ভল্যুমের ৪৬৮৫৭০ নং পাতা হইতে ৪৬৮৫৯১ নং পাতায় লিপিবদ্ধকৃত ১৯০৪০৯৬৩৫/২০২৩ নং আমমোক্তার দলিল বলে মূল মালিক নাথমাল জাজিলাল এর পক্ষে ১) কিষান কুমার খৈতান পিতা স্বর্গীয় জাজিলাল খৈতান সাং আলিপুর,কোলকাতা ২) মহেন্দ্র খৈতান পিতা স্বর্গীয় নাথমাল খৈতান ৩) দেবেশ খৈতান পিতা কিষান কুমার খৈতান উভয়ের সাং-বৈশালি নগর,জয়পুর,রাজস্থান ৪) রঞ্জনা খৈতান স্বামী কিষান কুমার খৈতান সাং আলিপুর, কোলকাতা ৫) সাহিলজা খৈতান স্বামী মহেন্দ্র খৈতান সাং বৈশালি নগর,জয়পুর,রাজস্থান দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছেন। এমতাবস্থায় নিযুক্ত আমমোক্তার উপরি বর্ণিত দাগে ৪ কাঠা ৮ ছটাক সম্পত্তি শ্রী সতীশ জয়সওয়াল পিতা স্বর্গীয় ভোলানাথ জয়সওয়াল সাং চাঁদমারি রোড,পোঃ-ডি.এস লেন ও থানা সাঁকরাইল,জেলা হাওড়া, উপরি বর্ণিত দাগে ৪ কাঠা সম্পত্তি শ্রী অমিত জয়সওয়াল পিতা স্বর্গীয় ভোলানাথ জয়সওয়াল সাং চাঁদমারি রোড,পোঃ- ডি.এস লেন ও থানা সাঁকরাইল,জেলা হাওড়া এবং উপরিবর্নিত দাগে ১০ কাঠা ০৮ ছটাক পুনম কুমার গুপ্তা পিতা রামা শংকর গুপ্তা সাং হনুমানতলা বানিপুর,সাঁকরাইল,হাওড়া খরিদ করেন। উক্ত দলিল তিনটি দলিলখানি ৩০.০৪.২০২৪ তারিখে D.S.R-2 হাওড়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ভল্যুমে ০৫১৩-২০২৪ নম্বরে পাতা ৭৪২১৩ হইতে ৭৪২৩৬ নং পাতায় লিপিবদ্ধকৃত ০৫১৩০২৩২৪/২০২৪ ও ১ নং বহির ভল্যুমে ০৫১৩-২০২৪ নম্বরে পাতা ৭৪০৯৯ হইতে ৭৪১২২ নং পাতায় লিপিবদ্ধকৃত ০৫১৩০২৩২৩/২০২৪ নং এবং ১ নং বহির ভল্যুমে ০৫১৩-২০২৪ নম্বরে পাতা ৭৪৩২২ হইতে ৭৪৩৪৫ নং পাতায় লিপিবদ্ধকৃত ০৫১৩০২৩২৫/২০২৪ দলিল দ্বারা উক্ত আমমোক্তার বিক্রয় করিয়াছেন। বর্তমানে B.L & L.R.O সাঁকরাইল অফিসে উক্ত সম্পত্তির মিউটেশনের জন্য আবেদন করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সাঁকরাইল B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

ABDUL HALIM LASKAR,
Advocate, Howrah Judges' Court

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী রবীন্দ্রনাথ কর্মকার** পিতা ৺দেবেন্দ্র কর্মকার সাকিম হাঁড়াল, দাদপুর, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয় বিগত ইং ২১/০২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2290/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**শ্রীমত্যা চৈতালী বাগ** স্বামী ৺শ্যামাপদ বাগ সাকিম হাঁড়াল, দাদপুর, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি বিগত ইং ২৪/০২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2398/2025 ও I-2399/2025 নং একুনে দুইটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মুলে **শ্রীমতী রেনুকা মন্ডল** স্বামী ইসরাফিল মন্ডল, সাকিম হাঁড়াল, দাদপুর, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়াকে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।
<u>তপশিল</u> - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা হাঁড়াল, ৭ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ২২৯ নং খতিয়ানে, সাবেক ৪৯২ তথা হাল এল.আর. ৫৬৬ নং দাগে ভিটি জমি ষোল আনায় ৪৩ শতকের মধ্যে ০.৩৩৩৩ অংশে ১৪ শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে।
এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী রেনুকা মন্ডল** স্বামী ইসরাফিল মন্ডল তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- **শ্রীমত্যা চৈতালী বাগ**
আমমোক্তার

COURT NOTICE

(Under Or. 5 R. 20 of CPC)
BEFORE THE DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, HOOGHLY
PUBLICATION NOTICE IN PETITION UNDER CONSUMER PROTECTION ACT, 2019
C.C. NO.-195 OF 2024
1. SRI JAYRAM GUIN
2. SRI SAIKAT GUIN
-VERSUS-
The Authorised Officer,
AADHAR HOUSING FINANCE LTD.
NOTICE TO:- The Authorised Officer, AADHAR HOUSING FINANCE LTD, Room No.231, 2nd Floor, Hemanta Basu Sarani, Dalhousie, Kolkata-700001.
Whereas the above named complainants **SRI JAYRAM GUIN & SRI SAIKAT GUIN** have filed a complaint against the Opposite Party, i.e- The Authorised Officer, **AADHAR HOUSING FINANCE LTD**, Room No.231, 2nd Floor, Hemanta Basu Sarani, Dalhousie, Kolkata-700001.
before this Commission for Gross deficiency in service, Gross Negligence, unfair trade practice.
Notice is issued in the name of the Opposite Party that in case if you have any objection against the claim claimed by the complainant, you can file objection to the same within 30 days from the date of publication of this notice failing which the petition shall be decided in accordance with law. The next date of this instant case has been fixed on 05.06.2025 before this commission at 10:30 am.
Checked & verified by me
Sd/-
Registrar
D.C.D.R.C. Hooghly

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৩ ই মার্চ। ২৮ শে ফাল্গুন। বৃহস্পতিবার। চতুর্দশী তিথি মুহূর্ত ১০/২৪ পর্যন্ত। পরে দোল পূর্ণিমা তিথী। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টত্তরী মঙ্গল ও বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

(আজ হোলিকা দহন উৎসব। ফাল্গুন চতুর্দশী যুক্ত পূর্নিমা তিথি। পূর্নিমা তিথি র নিশি পালন)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শান্তিনিকেতনে হোলি উদযাপনে নিষেধাজ্ঞা
রাজ্যকে তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: শান্তিনিকেতনে সোনা ঝুড়ির হাট দিয়ে হোলি উদযাপনের উপর নিষেধাজ্ঞাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং এটিকে 'ভাগাভাগির রাজনীতি' বলে আখ্যায়িত করেছেন। শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, রাজ্যে প্রথমবারের মতো প্রতিটি থানায় হোলির জন্য বিশেষ সমন্বয় সভা করা হয়েছে। বিশেষত, উত্তর ২৪ পরগনার আমডাঙ্গার এক পুলিশ কর্মকর্তা নাকি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে সাধারণ মানুষ রঙ খেলতে পারবে না, এমনকি হোলি উদযাপন করলে তাদের গ্রেপ্তারও করা হতে পারে। একইভাবে, বীরভূমের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব সকাল ১০টার মধ্যেই শেষ করতে হবে, কারণ এবার হোলির দিনটি শুক্রবারের সঙ্গে মিলে গেছে। বিরোধী নেতা অভিযোগ করেছেন যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের তোষণ নীতিতে বিশ্বাসী এবং হোলির মতো গুরুত্বপূর্ণ উৎসবকে ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। তিনি আরও বলেন, ২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী রাজ্যের মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ২৭, কিন্তু এখন তা বেড়ে ৩৩ু হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় দাবি করেছেন। এমনকি কিছু সংগঠন বলছে যে রাজ্যে তাদের ভোটব্যাংক ৪৭ু পর্যন্ত পৌঁছেছে। শুভেন্দু অধিকারীর মতে, এই পরিবর্তন রাজ্যের সামগ্রিক জনতাত্ত্বিক চিত্রকেও বদলে দিচ্ছে।

এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং একে উৎসব পালনে সরকারি হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখছে। তবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এখনো এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যবাহী বসন্ত উৎসব এবং রাজ্যের অন্যান্য অংশে হোলি উদযাপন নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা আগামী দিনে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়াতে পারে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

ভুয়ো ভোটার ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনের ওপর ভরসা রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের ভোটার তালিকা নিয়ে বিতর্ক ক্রমেই বাড়ছে। ভুয়ো ভোটারের অভিযোগকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চলছে চর্চা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ইস্যুতে কড়া বার্তা দেওয়ার পর থেকেই শাসক দলের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজ শুরু করেছেন। এরই মধ্যে, নেপাল সীমান্ত পরিদর্শনে গিয়ে এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

বুধবার শিলিগুড়ির কাছে খড়িবাড়ি ব্লকের ভারত-নেপাল সীমান্ত সফরে গিয়ে রাজ্যপাল সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। ভোটার তালিকায় অনিয়মের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ভোটের আগে এই ধরনের অভিযোগ প্রায়শই ওঠে। তবে, সঠিক পদ্ধতির মাধ্যমে এর সমাধান হওয়া উচিত। নির্বাচন কমিশনই একমাত্র সংস্থা যারা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, এবং আমি নিশ্চিত তারা যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।' যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা প্রসঙ্গে মতামত এছাড়াও, রাজ্যপাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক অচলাবস্থা নিয়ে কথা বলেন। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুলিশের উপস্থিতি এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসনের বিষয়টি বজায় রাখতে হবে। প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষকে নিয়ম মেনে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে, কোথাও নিয়ম ভঙ্গ হলে, আচার্য হিসেবে আমি অবশ্যই পদক্ষেপ করব। তবে এখনই সেই পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।' শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়েও তিনি ইতিবাচক মন্তব্য করেন। ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি শিক্ষাব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চলেছে। এটি ভারতীয় সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হাওড়ায় রেলের ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশন সম্প্রতি অত্যাধুনিক ইনডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্স চালু করেছে, যা রেল মিউজিয়ামের পেছনে অবস্থিত। মাত্র নয় মাসে নির্মাণ সম্পন্ন হওয়া এই বিশ্বমানের ক্রীড়া অবকাঠামো ভারতীয় রেলের ক্রীড়ানুরাগী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন।

কমপ্লেক্সটি ৬৩৬০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত, যার মধ্যে ইনডোর স্পেস ৮০০ বর্গমিটার। এটি বিভিন্ন ইনডোর গেমের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। হাওড়া বিভাগের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার সঞ্জীব কুমার এই প্রকল্পের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, 'এই স্পোর্টস কমপ্লেক্স হাওড়া ডিভিশনের ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে। ভারতীয় রেল বরাবরই চমৎকার ক্রীড়াবিদদের জন্ম দিয়েছে, যারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্য এনেছেন। এই কমপ্লেক্স সেই ধারাকে আরও শক্তিশালী করবে।'

এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল, অত্যাধুনিক পলিকার্বোনেট ছাদ ও গাঢ় সবুজ প্রোফাইল শিট, যা স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে। টিন্টেড ব্লু টাফেন্ড গ্লাস দ্বারা নির্মিত দরজা ও জানালা, যা আধুনিকতার ছোঁয়া যোগ করেছে। স্টেইনলেস স্টিল রেলিং ও টাফেন্ড গ্লাস, যা নিরাপত্তা ও নান্দনিকতার সমন্বয় ঘটায়। উন্নত ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে অ্যালুমিনিয়াম লুভারস ও পারফোরেটেড শিট ওয়ালস। মর্যাদাপূর্ণ প্রবেশদ্বার, যেখানে এমএস পারগোলা, ওপেনেবল গেট ও উন্নতমানের আরসিসি কলাম ব্যবহৃত হয়েছে। এই স্পোর্টস কমপ্লেক্সে একাধিক ইনডোর গেমের সুবিধা রাখা হয়েছে, যার মধ্যে থাকছে টেবিল টেনিস (ভূতল), জিমনেসিয়াম (প্রথম তলা), বিলিয়ার্ড ও ক্যারম, দাবা, বাস্কেটবল প্রশিক্ষণ এলাকা, বিশেষভাবে ডিজাইন করা ব্যাডমিন্টন কোর্ট, উন্নত ফ্লোরিং, যা কিনা আধুনিক আলোসজ্জায় সজ্জিত। এই নতুন ইনডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্স পূর্ব রেলের ক্রীড়াঙ্গনে এক নতুন যুগের সূচনা করবে। এটি ক্রীড়াবিদদের পেশাদার প্রশিক্ষণ এবং ক্রীড়া সংস্কৃতি বিকাশের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ভারতীয় রেলের ক্রীড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী, এটি দেশের ক্রীড়া জগতে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

মালদা, মুর্শিদাবাদের ভাঙ্গনরোধে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘাটালের পর এবার মালদা, মুর্শিদাবাদের ভাঙ্গনরোধে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করতে চলেছে রাজ্য সরকার। বুধবার বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া একথা জানিয়েছেন। বিধানসভায় নদী ভাঙন নিয়ে বিজেপি বিধায়ক গোপাল সাহার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিনি জানান নদী বাঁধ ভাঙনে বিভিন্ন জেলার হাজার মানুষ জমি, বাড়ি, স্কুল হারাচ্ছেন। তা সত্বেও এই খাতে কেন্দ্র সরকার রাজ্যকে টাকা দিচ্ছে না। সেচমন্ত্রী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মালদহ, মুর্শিদাবাদে নদী বাঁধে বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছেন। শীঘ্রই তার রূপায়ণ শুরু হবে। কেন্দ্রীয় সরকার যাতে রাজ্যকে নদী ভাঙনে মোকাবিলায় টাকা বরাদ্দ করে সেব্যাপারে সেচমন্ত্রী বিজেপি বিধায়কদের উদ্দেশে আবেদন জানান। গঙ্গার ভাঙন বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার ছবি। সেখানে রাতারাতি কয়েক ঘন্টার মধ্যে ভাঙনের শিকার হয়ে সর্বহারা হন শয়ে শয়ে মানুষ। মালদা জেলার মানিকচক, কালিয়াচক-২, কালিয়াচক-৩ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা, সামসেরগঞ্জ, সুতি-১, সুতি-২, রঘুনাথগঞ্জ-২, লালগোলা, ভগবানগোলা-১, ভগবানগোলা-২, রানীনগর-২ ও জলঙ্গি ব্লকগুলি ভাঙন কবলিত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। গঙ্গা আর পদ্মা এই দুয়ের দাপটে সেই সব ব্লকে কয়েক লক্ষ মানুষ তাঁদের ভিটেমাটি, জমি, বাগান হারিয়ে রাস্তার ভিখারিতে পরিণত হয়েছে। সেই ভাঙন ঠেকাতে না কেন্দ্র সরকার কিছু করেছে, না ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন প্রদান বা ক্ষতিপূরণ প্রদানের কাজে কিছু করেছে।

পতিত জমিকে চাষযোগ্য করে তোলার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে কৃষিজমির পরিমাণ বাড়াতে রাজ্য সরকার পতিত জমিকে চাষযোগ্য করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। বুধবার বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে বিধায়ক দিনেন রায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় একথা জানিয়েছেন। তিনি জানান রাজ্যে বর্তমানে চাষ যোগ্য জমির পরিমান ৫৫.৮৮ লক্ষ হেক্টর। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামাঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে আরও জমির প্রয়োজন। সেকারণে পতিত জমিকে চাষযোগ্য করার লক্ষে এগিয়ে যাচ্ছে সরকার। কৃষিমন্ত্রী বলেন, ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝেছিলেন লোকসংখ্যা বাড়বে কিন্তু জমির পরিমান বাড়বে না। তাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ফলন বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত ৩৯ হাজার একর পতিত জমিকে চাষযোগ্য জমিতে পরিনত করা হয়েছে বলে কৃষিমন্ত্রী জানান। অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে কৃষিমন্ত্রী জানান, ২০৩০ এর মধ্যে বা তার আগেই আলু বীজ উৎপাদনে রাজ্য স্বনির্ভর হয়ে উঠবে।

দোলযাত্রায় হাওড়া বিভাগে ৬৫টি ইএমইউ লোকাল ট্রেন বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: দোলযাত্রার দিনে সকালে যাত্রীসংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম থাকায় ১৪ মার্চ শুক্রবার হাওড়া বিভাগের ৬৫টি ইএমইউ লোকাল ট্রেন বাতিল করা হবে। পূর্ব রেলের তরফে বুধবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে।

কোন কোন রুটে ট্রেন বাতিল থাকছে? হাওড়া-বর্ধমান (মেইন লাইন), হাওড়া-বর্ধমান (কর্ড লাইন), হাওড়া-ব্যান্ডেল (মেইন লাইন), হাওড়া-শেওড়াফুলি, হাওড়া-তারকেশ্বর, নৈহাটি-ব্যান্ডেল, হাওড়া- শ্রীরামপুর, বর্ধমান-কাটোয়া, ট্রেন বাতিল প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের বক্তব্য জানাতে গিয়ে পূর্ব রেলের এক কর্মকর্তা বলেন, 'দোলযাত্রার দিন সকালে যাত্রী সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম থাকে। সেই কারণে কিছু ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে অন্যান্য সময়ের পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে।' যদিও এর পাশাপাশি পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে যাত্রীদের অনুরোধ করা হয়েছে ভ্রমণের আগে ট্রেনের সময়সূচি পরীক্ষা করে নেওয়ার জন্য। পূর্ব রেলের ওয়েবসাইট বা রেল অনুসন্ধান নম্বরে যোগাযোগ করেও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে।

বসন্ত উৎসবে ভেষজ আবির তৈরি করল শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বসন্তের আগমনে প্রাকৃতিক উপায়ে আবির তৈরি করে বসন্ত উৎসব উদযাপন করল বাড়মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। বিদ্যালয়ের নিউট্রিশন ও ভেষজ উদ্যান থেকে রঙিন ফুল সংগ্রহ করে, কচি পাতা তুলে, এবং বিভিন্ন রঙের সবজি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ ভেষজ উপায়ে আবির প্রস্তুত করল। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও এ উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজদূত সামন্ত জানান, বাজারের কেমিক্যালযুক্ত আবিরের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব এবং ত্বকের জন্য নিরাপদ ভেষজ আবির ব্যবহারের সচেতনতা বাড়াতেই এ আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'বাজারের আবিরে পারদ, লেড অক্সাইড, কপার সালফেটসহ ক্ষতিকারক রাসায়নিক থাকে, যা আমাদের ত্বক ও স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। তাই আমরা শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে প্রাকৃতিক উপায়ে আবির তৈরির উদ্যোগ নিয়েছি, যা ত্বকের কোনও ক্ষতি করবে না এবং পরিবেশবান্ধবও হবে।' বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের একসঙ্গে আবির তৈরির এই উদ্যোগে সবাই ভীষণ উচ্ছ্বসিত ছিল। বসন্তের রঙে রঙিন হয়ে উঠেছিল পুরো বিদ্যালয় চত্বর, আর শিক্ষার্থীদের মুখে ফুটে উঠেছিল আনন্দের হাসি।

দেউচা পাঁচামিতে ৪ হাজার ১১৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার বাজেট বরাদ্দ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেউচা পাঁচামি খনি থেকে কয়লা পাওয়া গেলে রাজ্যে বিদ্যুতের সমস্যা চিরতরে মিটে যাবে। পাশাপাশি ইউনিট পিছু দামও কমবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বিদ্যুৎ দফতরের আগামী অর্থ বর্ষের ৪ হাজার ১১৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার বাজেট বরাদ্দ পেশ করে তিনি জানান ইতিমধ্যেই এরাজ্যে বিদ্যুতের দাম বিজেপি শাসিত সব ডবল ইঞ্জিন রাজ্যের তুলনায় কম। পরিসংখ্যান পেশ করে অরূপ বলেন, 'বিদ্যুতের দামে আমরা ১৭ তম। ডবল ইঞ্জিন সরকারের থেকেও আমরা কম, বামপন্থীদের কেরলের থেকেও কম। কয়লার দাম বাড়লেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক পয়সা বৃদ্ধি করেননি। কেবল কুৎসা করে যাচ্ছে বিরোধীরা। মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্য, মানুষের উপর বোঝা না চাপানো। দেউচা পাচামিতে উৎপাদন শুরু হলে আরও দাম কমবে বিদ্যুতের।'

এদিকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুতের লো ভোল্টেজের সমস্যা মেটাতে বিদ্যুৎ দপ্তর বদ্ধপরিকর বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী। এজন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে বলে বিদ্যুৎমন্ত্রী জানিয়েছেন। তিনি বলেনন ইতিমধ্যে রাজ্যে বিভিন্ন জেলা মিলিয়ে মোট ৯৩৬ টি সাব স্টেশন রয়েছে। আরো ৫০ টি সাব স্টেশনের কাজ চলছে। যেগুলি তৈরির কাজ শেষ হলে লো ভোল্টেজের সমস্যা অনেকটাই মিটে যাবে। একই সঙ্গে তিনি পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বিদ্যুৎ সরবরাহ ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের দাবি জানান। তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক শ্যামল মন্ডলের দেওয়া প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে অরুপ বাবু বলেন, ঝড়খালিতে নতুন সাব স্টেশন তৈরির জন্য জমি চিহ্নিত করণের কাজ চলছে। জমি পেলেই কাজ শুরু করা হবে। বিধায়ক অপূর্ব সরকারের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান, কৃষিকাজে সেচের কাজের জন্য ৫০ কোটি টাকা খরচ করা হবে। বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন বিদ্যুৎ চালিত গাড়ির চার্জের জন্য সারা রাজ্য জুড়ে সাতশো ৬৩ টি ইভি চার্জিং স্টেশন তৈরি হয়েছে। আগামী অর্থ বর্ষে আরো ১৮৮ টি ইভি চার্জিং স্টেশনের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ বকেয়া রয়েছে বলেও বিদ্যুৎ মন্ত্রী অভিযোগ করেন। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের বকেয়া অর্থ না পেলেও বিদ্যুৎ উন্নয়নের কাজ থমকে যাবে না, আগামী দিনে এই রাজ্য দেশের অন্যান্য রাজ্যে বিদ্যুৎ দেবে। বাজেট বরাদ্দের উপর আলোচনায় তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক সমীর কুমার জানা ও ডক্টর মুকুটমনি অধিকারী অংশ নেন। শেষে বিরোধী শূন্য বিধান সভায় ধ্বনি ভোটের মাধ্যমে বাজেট প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ১৩ মার্চ ২০২৫, ২৮ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার

কলেজে স্নাতকস্তরে প্রচুর আসন খালি
রাজ্যকেই দুষল পশ্চিমবঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদ

অশোক সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গের কলেজে স্নাতকস্তরে ভর্তিতে ফাঁকা আসন নিয়ে শিক্ষাবিদরা শঙ্কিত। স্নাতক স্তরে ভর্তির পর এ বছরেও প্রচুর আসন খালি পড়ে রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু স্বীকার করেছেন, এ ব্যাপারে এই মুহূর্তেই স্নাতক স্তরের খালি সিটের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার লক্ষ। এই অবস্থার জন্য রাজ্যকেই দায়ী করল পশ্চিমবঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদ। তাদের মতে, মুস্কিল আসানে পর্যাপ্ত আগ্রহ নেই রাজ্যের। ফলে এই রাজ্যের ভাবমূর্তি আরও মার খাবে বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদদের একাংশ। পশ্চিমবঙ্গে কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়ায় কৃতিত্ব দাবি করে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, '৭ লক্ষ ভর্তি হয়েছে। বেশ কিছুটা ফাঁকা রয়েছে। অন্যান্য শাখায় যাচ্ছে। অনলাইনে ভর্তি হওয়ার পর ভর্তি প্রক্রিয়ার পরিসংখ্যান হাতে পেয়ে যাচ্ছি।'

গত কয়েক বছরে অনলাইনে ভর্তির পরিসংখ্যান দেখে বোঝা যাচ্ছে, কলেজে প্রথাগত শিক্ষায় আগ্রহ দেখাচ্ছে না নতুন প্রজন্মের একটা বড় অংশ। বরং তারা অনেক বেশি আগ্রহী বৃত্তিমূলক বা কারিগরী শিক্ষায়। চাকরিমুখী উচ্চশিক্ষায় উৎসাহী পড়ুয়াদের ঢলের পাশাপাশি হু হু করে কমছে কলেজে সাধারণ বিষয়ে স্নাতক পড়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের ভিড়। শিক্ষামন্ত্রীর দেওয়ার হিসেব অনুসারে, প্রায় সাড়ে চার লক্ষ আসন স্নাতক স্তরে খালি পড়ে রয়েছে। রাজ্যে এই মুহূর্তে স্নাতক স্তরে মোট আসন সংখ্যা রয়েছে ৯ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭৮৭। কেন্দ্রীয়ভাবে যে ভর্তি প্রক্রিয়া নেওয়া হয়েছিল, তাতে দেখা যাচ্ছে যে ৪ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬৪টি আসনে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হয়েছে। পরবর্তীকালে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে আরও বেশ কিছু ভর্তি হলেও রাজ্যে এই মুহূর্তেই স্নাতক স্তরের খালি সিটের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার লক্ষ। এই পরিস্থিতির জন্য রাজ্যকেই দায়ী করেছেন পশ্চিমবঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি পূর্ণচন্দ্র মাইতি। এই প্রতিবেদককে তিনি বুধবার বলেন, 'বেসরকারি এবং সংখ্যালঘু কলেজগুলোয় ভর্তি শুরু হয় অন্তত দু'মাস আগে। পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে সরকারি কলেজগুলোয় অনলাইন পোর্টালে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয় দেরিতে। এই দেরির জন্য অনেক আবেদনকারী ভিন রাজ্যের কলেজগুলোয় চলে যাচ্ছে।' পূর্ণবাবুর মতে, পশ্চিমবঙ্গে স্নাতকদের মূল অংশের লক্ষ্য শিক্ষকতা। প্রায় এক দশক ধরে এসএসসি-র নিয়োগ হচ্ছেনা। আশাহত পড়ুয়ারা তাই স্নাতক স্তরে ভর্তি হতে চাইছেন না। চাহিদা বেড়েছে পলিটেকনিকের মতো বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। পূর্ণবাবু বলেন, 'তৃতীয়ত এ রাজ্যে যে নয়া শিক্ষানীতি রূপায়িত করা হচ্ছে, সর্বভারতীয় চালচিত্রের সঙ্গে তার পার্থক্য রয়েছে। এ রাজ্যে জাতীয় শিক্ষানীতির পরিমার্জিত নিয়ম ভিনরাজ্যে মানছে না। ফলে পড়ুয়াদের একটা বড় অংশ পশ্চিমবঙ্গের কলেজে ভর্তি হয়ে হাত পোড়াতে রাজি নয়।' ছাত্র সংগঠন ডিএসও-ও এই পরিস্থিতির জন্য সরকারকেই দায়ী করছে। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়ের মতে, 'স্নাতকে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু করা, শিক্ষার ব্যাপক ব্যয় বৃদ্ধি এবং শিক্ষান্তে কর্মসংস্থানের কোনও ব্যবস্থা না থাকা, এগুলোই স্নাতক স্তরে আসন অর্ধেকেরও বেশি ফাঁকা থাকার প্রকৃত কারণ বলে আমরা মনে করি।'

এই অবস্থায় বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর-পর্বে তৃণমূল কংগ্রেসের বজবজের বিধায়ক অশোক দেব তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্রে একটি কলেজ তৈরির জন্য মঙ্গলবার মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'চলতি শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের কলেজগুলিতে অর্ধেক আসন ফাঁকা। ফলে, পরিকাঠামো ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগের আগে তো তা বিবেচনা করতেই হবে।' এই অবস্থায় বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর-পর্বে তৃণমূল কংগ্রেসের বজবজের বিধায়ক অশোক দেব তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্রে একটি কলেজ তৈরির জন্য মঙ্গলবার মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'চলতি শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের কলেজগুলিতে অর্ধেক আসন ফাঁকা। ফলে, পরিকাঠামো ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগের আগে তো তা বিবেচনা করতেই হবে।'

শুভেন্দু ভবানীপুর থেকে দাঁড়াতে চাইলে সাদরে গ্রহণ করা হবে, জানালেন সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনের এখনও প্রায় এক বছর বাকি। ইতিমধ্যেই সব দলেই শুরু হয়ে গিয়েছে প্রস্তুতি। বিভিন্ন কর্মসূচিতে মিলছে সেই ইঙ্গিত। রাজ্যের হাই প্রোফাইল আসনগুলিতে কারা লড়বেন তা নিয়ে কিন্তু জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। কারণ রাজনৈতিক দিক থেকে এই এক বছর সময়টা কিছুই নয়। আর এই চর্চায় উঠে এসেছে হাইভোল্টেজ ভবানীপুর কেন্দ্রের নাম। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে এই আসন থেকে লড়াই করে জিতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের কথায় মিলল বড় ইঙ্গিত।

এদিকে বুধবার সকালে বিধানসভায় তুমুল বিক্ষোভের ছবি দেখা যায়। বিধানসভার বাইরে বসে বিক্ষোভ দেখান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই সময় সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি বলেন, 'আপনাকে ভবানীপুরে হারাব। আরও ৫ বছর হারার যন্ত্রণা বয়ে বেড়াতে হবে। যেভাবে নন্দীগ্রামে হারার যন্ত্রণায় চিৎকার করছেন।' এদিন শুভেন্দুর এই মন্তব্যকে ঘিরেই প্রশ্ন উঠেছে, ভবানীপুর থেকে শুভেন্দু লড়বেন কি না তা নিয়ে। এই বিষয়ে সুকান্ত মজুমদার জানান, 'শুভেন্দুবাবু যদি ভবানীপুরে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ার প্রস্তাব দেন, তাহলে আমরা সেটা সাদরে গ্রহণ করব।' পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, 'আমারও বিশ্বাস, ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারী মমতার বিরুদ্ধে লড়াই করলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরাজিত হবেন।' এই মন্তব্য ঘিরেই তৈরি হয়েছে জল্পনা। তবে, শুভেন্দু তাঁর কোনও বক্তব্যেই স্পষ্ট করে বলেননি যে তিনি ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে কোথা থেকে লড়বেন। বিজেপি দলের তরফেও এমন কোনও বক্তব্য সামনে আসেনি। সম্প্রতি ভবানীপুরে বিভিন্ন কর্মসূচিতে শুভেন্দুকে দেখা গিয়েছে। তা থেকেই জল্পনা বেড়েছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি হলদিয়ার বিধায়ক তাপসী মণ্ডল বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পরও শুভেন্দু বলেন, 'ওটা আমার জায়গা। ওকে আবার হারাব।' ফলে, শুভেন্দু কোথা থেকে লড়বেন, তা স্পষ্ট নয়। গত বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম থেকে লড়ে বিধায়ক হন শুভেন্দু। সেই কেন্দ্রে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধারে বিরিয়ানি না দেওয়ায় মারধর দোকানের মালিককে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধারে বিরিয়ানি না দেওয়ায় মাথা ফাটানো হল দোকানের মালিকের। সঙ্গে ভাঙচুরও চালানো হয় দোকানে। এমনই ঘটনার সাক্ষী থাকল খোদ কলকাতা। ঘটনাস্থল নিউটাউনের শাপুরজি। এরপরই রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ব্যবসায়ীকে। ইতিমধ্যেই টেকনোসিটি থানায় অভিযোগ জানান আক্রান্ত ব্যবসায়ী।

সূত্রে খবর, নিউটাউন শাপুরজি এলাকায় একটা ছোট বিরায়ানির দোকান রয়েছেন পাথরঘাটার বাসিন্দা রূপম বিশ্বাসের। রূপমের দাবি, প্রায়শই দোকানে এসে 'দাদাগিরি' দেখাতো অজয় সর্দার নামে ওই যুবক। প্রায়ই বিরিয়ানি নিয়ে টাকা দিত না। তোলাবাজির চেষ্টা করতো। এদিকে ঘটনার সময় তিনি দোকানে ছিলেন না। পাশেই বাড়িতে খেতে গিয়েছিলেন। তাঁর দোকানে দুই কর্মচারি রয়েছে তাঁদের কাছ থেকেই টাকা না দিয়ে ১০ প্লেট বিরিয়ানি চায় অভিযুক্ত যুবক। তা দিতে অস্বীকার করাতেই দোকানে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। বাড়ি থেকে ফিরে ঘটনা দেখে প্রতিবাদ করাতেই তাঁর উপর চড়াও হয় অজয়। হাসপাতাল থেকে ফিরেই সোজা থানার দ্বারস্থ হন আক্রান্ত ব্যবসায়ী। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এর পাশাপাশি আক্রান্ত ব্যবসায়ী রূপম বিশ্বাস এও জানান, 'অজয় সর্দারের নামের ছেলেটা প্রায়ই আমার দোকানে এসে হুজ্জুতি করে। প্রায় তোলাবাজির মতো করে টাকা না দিয়ে বিরায়ানি নিয়ে চলে যায়। সব সময়ই প্রায় মদ খেয়ে থাকে। এদিন দোকানে এসে বলে ১০ প্লেট বিরিয়ানি দিতে হবে। আমি টাকা দিতে বলি তাতেই রেগে যায়। দোকানে ভাঙচুর চালায়। আমি কথা বলতে গেলে উইকেট দিয়ে আমার মাথায় মারে। তাতেই আমার মাথা ফেটে যায়। পুলিশকে জানিয়েছি।'

বচসার জেরে দুর্ঘটনা সল্টলেকে, মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: সল্টলেকে প্রাইভেট গাড়ির ধাক্কায় বাইক আরোহীর মৃত্যু। মৃত যুবকের নাম আইয়াজ হোসেন। আইয়াজ কাশীপুরের বাসিন্দা বলে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ সূত্রে খবর। ইতিমধ্যেই গাড়ির চালককে গ্রেফতার করেছে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার সূত্রপাত সল্টলেকের জিডি আইল্যান্ড থেকে এফই ব্লকে। প্রথমে ওই প্রাইভেট চার চাকা গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগে বাইকের,তারপরই কথা কাটাকাটি শুরু হয়। ওই বাইক আরোহী ক্ষমা চায় বলেও জানা গেছে। এরপর বাইক নিয়ে খাল ধার ধরে ১২ নম্বর ট্যাঙ্কের দিকে যাচ্ছিলেন তিনি। ঠিক সেই সময় ওই চার চাকা গাড়িটি, বাইকটিকে অনুসরণ করে। বাইক চালক দেখতে পেয়ে বাইকটিকে দ্রুত গতিতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তারপর রাস্তা খারাপ হওয়ার জন্য বাইক থেকে পড়ে যান। অভিযোগ, পিছনে বাইকটিকে ধাওয়া করা চার চাকার গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিষে দেয় তাঁকে। এরপরই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান এলাকাবাসী। তাঁরা এসে চার চাকার গাড়ির চালক এফই ব্লকের বাসিন্দা পীযূষ আগরওয়ালকে ঘিরে ধরে মারধর করেন। অন্যদিকে বাইক আরোহী আইআজ হোসেনকে নিয়ে যাওয়া হয় বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে।

পরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে নীলরতন সরকার মেডিকেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় বাইক চালক আইয়াজের। এরপরেই বিধান নগর দক্ষিণ থানার পুলিশ অভিযুক্ত গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করে। তাঁর বিরুদ্ধে ১০৬ (১) অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করে। গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। অভিযুক্ত গাড়ির চালককে বিধাননগর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

নির্মল ঘোষ আর পার্থ ভৌমিকের লড়াইয়ে বলি হলেন মলয়: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পানিহাটি পুরসভার পুরপ্রধান মলয় রায়কে মঙ্গলবার ফোনে পদত্যাগ দেওয়ার নির্দেশ দেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন বলে মলয় রায়কে ফোনে সেকথাই জানান ফিরহাদ হাকিম। রাতেই ফিরহাদের চেতলার বাড়িতে গিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন মলয় রায়। প্রসঙ্গত, পানিহাটির ফুসফুস অমরাবতী মাঠ দখল করে প্রমোটিংয়ের অভিযোগ ঘিরেই বিতর্কের সূত্রপাত। খেলার মাঠ বাঁচানোর দাবিতে সরব হয়েছিলেন স্থানীয়রা। তার জেরেই মলয় রায়ের এই পদত্যাগ বলে সূত্রের খবর। পানিহাটির পুরপ্রধানের পদ থেকে মলয় রায়কে সরানো নিয়ে এবার মুখ খুললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। বুধবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়র তিনি দাবি করেন, নির্মল ঘোষ আর পার্থ ভৌমিকের লড়াইয়ের বলি হলেন মলয় রায়। তাঁর অভিযোগ, 'পানিহাটিতে স্ত্রী ও মেয়ের নামে জমিজমা কিনে রেখেছেন পার্থ ভৌমিক। ওখানে গিয়ে এখন পার্থ ভৌমিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছেন।' অর্জুনের যুক্তি, 'নৈহাটিতে পুকুর ভরাট প্রায় শেষ পর্যায়ে। তার মধ্যে আবার ভাগ বসাচ্ছে সনৎ দে এবং অশোক চ্যাটার্জি।' তাঁর সংযোজন, বাম জমানা থেকে জিতে আসছেন মলয় দা। পানিহাটিতে ওনার জনপ্রিয়তাও আছে। কিন্তু নির্মল ঘোষ আর পার্থ ভৌমিকের লড়াইয়ের জেরে ওনাকে সরে যেতে হল। তাঁর কটাক্ষ, তৃণমূলের নির্মল ঘোষ, পার্থ ভৌমিক, মদন মিত্র এঁরা সবাই সমান। সৌগত রায় অল্পেতেই খুশি। ওনার বেশি চাহিদা নেই। বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের দাবি, 'অভয়ার দেহ পোড়ানোর ক্ষেত্রে যিনি খুব তৎপরতা দেখিয়েছিলেন। সেই কাউন্সিলরকে পুরস্কার হিসেবে পুরপ্রধানের পদ দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে।' এদিন তিনি জোরের সঙ্গে দাবি করেন, 'বাংলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে নেই। পুলিশ, গুন্ডা আর ছিচকে চোর মিলেমিশে লুটপাট চালাচ্ছে। ২০২৬ সালে ওরা আর লুটপাট চালাতে পারবে না। ২০২৬ সালে তৃণমূল বিদায় নেবে।'

ভুয়ো কল সেন্টারের জালিয়াতির টাকা বেসরকারি স্কুলে বিনিয়োগ, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভুয়ো কল সেন্টারের জালিয়াতির টাকা বেসরকারি স্কুলে বিনিয়োগের অভিযোগ। আর এই ঘটনায় বিধাননগর ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার পুলিশের হাতে এসেছে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য। বিধাননগর ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানা সূত্রে খবর, তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, সল্টলেক সেক্টর ফাইভে কল সেন্টার চালিয়ে বিদেশি নাগরিকদের থেকে আত্মসাৎ করা টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে ওড়িশার বেসরকারি স্কুলে। এই অভিযোগে ওড়িশা থেকে রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের আধিকারিকেরা গ্রেপ্তার করল ভুয়ো কল সেন্টারের ডিরেক্টরকে। ধৃতের নাম দিলীপ শর্মা।

পাশাপাশি রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, ওড়িশার খণ্ডগিরি থেকে গ্রেফতার করে ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় নিয়ে আসা হচ্ছে ধৃত দিলীপ শর্মাকে। প্রসঙ্গত, ভুয়ো কল সেন্টার চালানোর অভিযোগে বিধাননগরের ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানায় মামলা হয়েছিল দিলীপ ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে।

বিধাননগরের এই কল সেন্টার খোলার পর শুধু ভারতীয়রাই নন, বিদেশের নাগরিকদেরও তারা প্রতারণা করত বলে জেনেছে পুলিশ। ভুয়ো কল সেন্টারের আড়ালে বিদেশি নাগরিকদের ফোন করে নিজেদের বিভিন্ন নামী সংস্থার আধিকারিক বলে পরিচয় দিত প্রতারকরা। তারপর তাদের কথার জালে ফাঁসিয়ে নানা কারণে টাকা চাইত।

এই মামলার ক্ষেত্রে সিআইডি জানতে পেরেছে, ধৃত ব্যক্তি দিলীপ শর্মা তাঁর স্ত্রীয়ের নামে খণ্ডগিরিতে একটি স্কুল খুলেছিলেন। ভুয়ো কল সেন্টারের জালিয়াতির টাকা স্কুলে বিনিয়োগ করতেন তিনি। কল সেন্টারে ৫০ কোটি টাকার ওপর দুর্নীতি হয়েছে বলে সিআইডি জানতে পেরেছে। এই টাকার পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছেন রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের আধিকারিকেরা।

চার্জ গঠনের আগে নয়া আর্জি সন্দীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন: একটি মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেও আর এক মামলায় নাম থাকায় এখনও জেলে বন্দি আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। কিছুদিনের মধ্যেই সেই মামলায় চার্জ গঠন হওয়ার কথা। চার্জ গঠন পিছনোর জন্য এর আগে মামলা করেছেন সন্দীপ ঘোষ। বুধবার সন্দীপ ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের আগেই আদালতে ফের নতুন আবেদন জানালেন তিনি।

আদালত সূত্রে খবর, ধর্ষণ ও হত্যা মামলার পর এবার অপর মামলা থেকেও অব্যাহতি চান সন্দীপ ঘোষ। আরজি কর আর্থিক দুর্নীতি মামলায় বর্তমানে জেলে রয়েছেন তিনি। তার থেকেই অব্যাহতি চাইলেন এবার। বুধবার আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালতে সন্দীপের আইনজীবী মারফত মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন জমা পড়ে। আদালত সূত্রে এ খবরও মিলছে যে একই মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন সন্দীপ ঘনিষ্ঠ সুমন হাজরা, বিপ্লব সিং ও আশরাফ আলিও।

এদিকে সিবিআই সূত্রে খবর, আগামী ২৫ মার্চ সন্দীপদের এই আবেদনে আপত্তি জানিয়ে সওয়াল করবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এই সংস্থার আইনজীবীরা। প্রসঙ্গত, আরজি করে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ উঠেছিল সন্দীপের বিরুদ্ধে।

গত বছরের ডিসেম্বরে সেই মামলা থেকে অব্যাহতি পান তিনি। জামিন পান আর এক অভিযুক্ত, টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলও। তবে আরজি করে যে আর্থিক দুর্নীতির হদিশ পায় সিবিআই, তার ভিত্তিতেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল প্রাক্তন অধ্যক্ষকে।

যাদবপুর নিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৩ মার্চ পর্যন্ত যাদবপুরে যে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নিষেধাজ্ঞাই এবার তুলে নিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। আদালতের বক্তব্য, রায়ের ওই অংশ কার্যকর হয়েছে। এখন আর আদালত এই দায়িত্ব নিজে নিতে চায় না। এখন থেকে কোনও সংগঠন কিছু করতে চাইলে প্রশাসনকে জানাতে হবে। প্রশাসন আবেদন শুনে বিবেচনা করবে অনুমতির ব্যাপারে।

উল্লেখ্য, এর আগে সুলেখা মোড় থেকে মিছিল করতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল বিজেপি। সেই মিছিলে অংশ নেওয়ার কথা ছিল খোদ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। কিন্তু আদালত সেই

মিছিলের রুট বদলের পক্ষেই সওয়াল করে। আর এই প্রসঙ্গেই শুভেন্দুর আইনজীবীদের প্রশ্ন ছিল তৃণমূল থেকে বামেরা কর্মসূচির অনুমতি পেলে তাঁদের কেন দেওয়া হবে না তা নিয়েই। যদিও শেষ পর্যন্ত ওই মিছিলের রুটই বদলে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। মিছিল করতে হয় নবীনা সিনেমা হলের সামনে থেকে যাদবপুর থানা পর্যন্ত। একইসঙ্গে কলকাতা হাইকোর্ট ১৩ মার্চ পর্যন্ত সমস্ত মিটিং-মিছিলেই নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সেই নির্দেশই এদিন প্রত্যাহার করলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। প্রসঙ্গত, যাদবপুরকাণ্ডে চাপানউতোর চলছেই। কলকাতা হাইকোর্টেও জমা হচ্ছে একের পর এক মামলা। মামলা চলছে নিম্ন আদালতেও। অন্যদিকে আন্দোলনকারী একাধিক পড়ুয়ার নামে যেমন এফআইআর দায়ের হয়েছে তেমনই কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরেই আহত ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়ের অভিযোগের ভিত্তিতেও মামলা দায়ের হয় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর নামেও। অন্যদিকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা মিটলেই আবার যাদবপুর ইস্যুতে বড় কর্মসূচির কথা জানিয়েছে বিজেপি।

সরকারি জায়গায় বামেদের কার্যালয় ভাঙল উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইছাপুর অঞ্চলের নিকাশি ব্যবস্থার অন্যতম বড় মাধ্যম বিধানপল্লীর ওপর দিয়ে বয়ে চলা একটি বড় কাঁচা নিকাশি নালা। উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার অধীনস্থ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জল ওই কাঁচা নিকাশি নালার মধ্য দিয়ে ইছাপুর খালে গিয়ে পড়ে। যদিও ওই নিকাশি নালার ওপর ছিল সিপিএমের একটি দলীয় কার্যালয়। সম্প্রতি উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভা ওই নিকাশি নালাটিকে পাকা করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে পুরসভার তরফে নাকি সমস্ত দোকানপাট ও সিপিএমের কার্যালয় সরিয়ে ফেলতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তাতে কর্ণপাত করেনি স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্ব। বুধবার উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার তরফে জেসিবি মেশিন দিয়ে নিকাশি নালার ওপর অবস্থিত সিপিএমের দলীয় কার্যালয় ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। যদিও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ঘটনাস্থলে নোয়াপাড়া থানার পুলিশ মোতায়ন ছিল। দলীয় কার্যালয় ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ায় বেজায় চটেছেন স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্ব। সিপিএম নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভা জোর করে তাদের পার্টি অফিস ভেঙে দিয়েছে। অথচ উত্তর ব্যারাকপুরে এই রকম জায়গার ওপর তৃণমূল এবং বিজেপির পার্টি অফিস রয়েছে। অথচ সেগুলো ভাঙা হচ্ছে না। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন।

মেদিনীপুরের ঘটনায় হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার প্রতিবাদে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল এআইডিএসও। এরপরই এআইডিএসও নেত্রীদের আটক করে মেদিনীপুর থানার লকআপে মারধরের অভিযোগ ওঠে। এরপর এই ঘটনার জল গড়ায় হাইকোর্টে। এআইডিএসও নেত্রী সুশ্রীতা সোরেনের সেই মামলায় এবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে রাজ্য।

আদালত সূত্রে খবর, বুধবার এই মামলার শুনানি ছিল বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে। শুনানিতে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ রাজ্যের কাছে জানতে চান, রাত দু'টোর সময় কীভাবে একজন মহিলাকে থানা থেকে চলে যেতে বলা হয়েছিল তা নিয়ে। এ ব্যাপারে রাজ্যের কাছে এই প্রক্রিয়ার কোনও নথি রয়েছে কি না তাও জানতে চান বিচারপতি। উত্তরে রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয়, সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া শেষ করার পর তাদের ছাড়া হয়েছে। এরপরই বিচারপতি জানান, সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া যেতো সোখানে রাত ২টো কোনও যুক্তিসঙ্গত সময় নয়।

এই প্রসঙ্গে বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, 'অনেক সময় রাজনৈতিক বিক্ষোভের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রতিরোধমূলক আটক আমরা দেখতে পাই। কিন্তু যে সময় থানা থেকে ছাড়া হয়েছে, সেটা কোনও যুক্তিসঙ্গত সময় নয়।' এরপরই রাজ্যের তরফে সওয়াল করা হয়, আঘাত অনেক গুরুতর বলে দাবি করা হচ্ছে। কিন্তু ওষুধ দেখুন। দুটি মেডিক্যাল কলেজ থেকেই সাধারণ ব্যথা প্রশমন করার ওষুধ এবং এন্টাসিড দেওয়া হয়েছে। পুড়ে যাওয়ার কোনও উল্লেখ মেডিক্যাল রিপোর্টে নেই। রাজ্যের তরফে আরও জানানো হয়, থানার ভেতর যে অত্যাচারের অভিযোগ করা হচ্ছে, তার স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ মেডিক্যাল রিপোর্টে নেই। এর পাশাপাশি রাজ্যের তরফ থেকে এও জানানো হয়, যে পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে সম্প্রদায়কে অসম্মান করার অভিযোগ আনা হচ্ছে তিনিও প্রায় সমগোত্রীয় একটি সম্প্রদায়ভুক্ত। রাজ্যের তরফে আদালতে এটাও বলা হয়, 'যদি প্রাথমিক তথ্যপ্রমাণ এবং অনুসন্ধান ছাড়া এই ধরনের অভিযোগকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহলে এটাই নতুন প্রবণতা হয়ে দাঁড়াবে, কাউকে পুলিশ আটক করলেই সে থানা থেকে বেরিয়ে এসে অভিযোগ করবে যে আমাকে মারা হয়েছে।'

উল্লেখ্য, হাইকোর্টে মামলা দায়ের করার আগেই এআইডিএসও-র নিগৃহীত নেত্রীদের তরফে অভিযোগ করা হয়েছিল, তাঁরা দুটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ঘুরলেও তাঁদের কোনও ইনজুরি রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছিল না। রাজ্যও এই বিষয়টি এদিন আদালতের হাতিয়ার করে। নিগৃহীতা চার নেত্রীর তরফে অভিযোগ করা হয়েছিল, লক আপে তাঁদের হাতে গরম মোম ফেলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আদালত সূত্রে খবর, রাজ্যের আরও সওয়াল করা বাকি রয়েছে। বিচারপতি এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে ১৯ মার্চ। সেদিন ফের সওয়াল করার সুযোগ পাবে রাজ্য।

দোলযাত্রার এবার বাজার কাঁপাচ্ছে ত্রিশূল পিচকারি

রাজীব মুখোপাধ্যায়

দোলযাত্রা মানেই রঙের উৎসব, আর সেই রঙের ছোঁয়ায় সেজে উঠেছে কলকাতার বাজারগুলো। বিশেষ করে শোভাবাজার, শ্যামবাজার ও বাগবাজারের বাজারে অবির, রঙ, পিচকারি ও মুখোশের দোকানগুলিতে উপচে পড়া ভিড়। বিক্রেতারা বলছেন, এবারের চাহিদা অন্যান্য বছরের তুলনায় আরও বেশি, বিশেষত ভালো মানের আবির ও উজ্জ্বল রঙের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে।

আবির না রঙ! কোনটার চাহিদা বেশি ঘুরে দেখলো একদিন। বাজার ঘুরে দেখা গেল, দোলযাত্রায় আবির ও রঙ, দুটিরই চাহিদা তুঙ্গে। তবে সস্তা আবিরের তুলনায় ভালো মানের আবির বেশি বিকোচ্ছে। আবার উজ্জ্বল রঙের ক্ষেত্রে লালের চাহিদা এখনও শীর্ষে, তবে সবুজ ও গেরুয়া আবিরের বিক্রি তুলনামূলক বেশি। শোভাবাজারের এক দোকানি প্রসেনজিৎ দত্ত বলেন, 'লাল আবিরের চাহিদা একটু কমেছে, তবে গেরুয়া ও সবুজ বেশি বিকোচ্ছে। ভালো মানের আবিরের চাহিদাও বেড়েছে।' অন্যদিকে, শ্যামবাজারের রঙ বিক্রেতা সঞ্জীব নস্কর জানান, 'উজ্জ্বল লাল রঙের চাহিদা সবসময়ই বেশি থাকে, এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।'

দামের হালহকিকত রঙ, আবির ও মুখোশের বাজারদর।

আবির (প্রতি কেজি) ১০০-১৫০ টাকা
ভালো মানের আবির ৪৫০-৬০০ টাকা
রঙ (প্রতি কেজি) ২৫০-৪৫০ টাকা
উন্নতমানের রঙ ৮০০-১০০০ টাকা
মুখোশ (প্রতি ডজন) ২৪০-৬০০ টাকা
পিচকারি (ত্রিশূল বা বড় বন্দুক) ১৫০-৫০০ টাকা
ছোট পিচকারি ৫০-১২০ টাকা

বাজারে ছড়িয়েছে ত্রিশূল পিচকারি ও রঙিন বেলুন। এবারের দোলের বাজারে

সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ছে ত্রিশূল পিচকারি। বড়দের পাশাপাশি ছোটদের মাঝেও এটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাজারে এসেছে বাঘ, শিম্পাঞ্জি, বিড়াল-সহ নানা আকৃতির মুখোশ ও টুপি। বাগবাজারের খেলনা বিক্রেতা সুরজিৎ পাল বললেন, 'এবার ত্রিশূল পিচকারির বিক্রি রেকর্ড গড়তে চলেছে। পাশাপাশি, রঙিন বেলুন ও বিভিন্ন আকৃতির মুখোশও বেশ জনপ্রিয়।' বড়বাজারে কেনাকাটার ধুম পড়েছে হুজুকে বাঙালির। বড়বাজার কলকাতার প্রধান পাইকারি বাজার, যেখানে দোলের আগে রঙ, পিচকারি ও মুখোশ কেনার হিড়িক পড়ে। সাধারণত খুচরো দোকানদাররা এখান থেকে মাল কিনে নেন, তবে এবার অনেক সাধারণ ক্রেতাও বাড়ির জন্য সরাসরি বড়বাজারে আসছেন। বড়বাজারের ব্যবসায়ী রাকেশ জৈন বলেন, 'এই সময়টাতে আমরা প্রচুর পাইকারি বিক্রি করি। তবে এবার খুচরো ক্রেতাদের ভিড়ও চোখে পড়ার মতো।' কলকাতার বাজারগুলোতে এখন শুধুই উৎসবের আমেজ। রঙ, আবির, পিচকারি ও মুখোশের কেনাকাটায় মেতে উঠেছে শহরবাসী। দাম কিছুটা বেশি হলেও উৎসবের আনন্দে কেউ কার্পণ্য করছেন না। দোলযাত্রার আগেই জমজমাট বাজার, অপেক্ষা শুধু রঙিন উৎসবের আসার দিন।

সম্পাদকীয়

গাড়ি কারখানার বিশাল জমিতে অন্য শিল্পের কথা ভাবা যেতেই পারে

আমাদের রাজ্যে নতুন শিল্পস্থাপনের আগমন বার্তা তথা শিল্পপতিদের লগ্নির প্রতিশ্রুতির খবরাখবর উৎসাহজনক, যা অবশ্যই দেশের কাছে সদর্থক বার্তা প্রেরণ করবে। কিন্তু রাজ্যবাসীর প্রশ্ন থেকেই যাবে যে, বন্ধ কলকারখানাগুলির উৎপাদন পুনরায় শুরুর জন্য কী ধরনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে এবং তা ফলপ্রসূ হয়নি কেন! এ ক্ষেত্রে একটি গাড়ি তৈরির কারখানার রাজ্য পরিবর্তন এখনও একটি বিতর্কিত বিষয়। ‘হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেড’ স্থাপিত হয় ১৯৪৮ সালে হুগলি জেলার উত্তরপাড়ায়, বিড়লা পরিবারের উদ্যোগে ও ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায়। সেখানে ঐতিহ্যবাহী সব গাড়ির উৎপাদন হত। গাড়ির ব্যবসা বেশ রমরমিয়ে চলছিল। গাড়ি ব্যবহারকারীরা যথেষ্ট বিত্তশালী এবং সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং গাড়িটি তাঁদের ঐশ্বর্যের প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হত। কারখানার শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থাও বেশ ভাল ছিল। কিছু দিন কর্মসূত্রে হুগলি জেলা প্রশাসনে ছিলাম। লোকমুখে শোনা যেত বাজার-হাটেও অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতা হেতু গাড়ি কারখানার কর্মচারীদের দোকানিরা যথেষ্ট সমীহ করতেন। তার পর তো বেশ কিছু দিন টালবাহানার পরে ২০১৪ সালে চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় কারখানাটি। বিভিন্ন সময় রাজ্য সরকারের শ্রম বিভাগ, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে ত্রিস্তরীয় বৈঠকের সহায়তায় কারখানার উৎপাদন শুরু করাতে প্রয়াসী হয়েছিল, কিন্তু যত দূর শুনেছি মূলধনের অভাবে এবং মালিক পক্ষের অনীহাতে তা সম্ভব হয়নি। তবে আমাদের রাজ্যের শিল্পোদ্যোগ বিশ্বের দরবারে সমাদৃত হচ্ছে। গাড়ি কারখানার বিশাল জমিতে অন্য শিল্পের কথা ভাবা যেতেই পারে। তবে এ বিষয়ে ভারত সরকারের সদর্থক ভূমিকাও বিবেচ্য। অনেকগুলি উদাহরণ পেয়েছি বটে, কিন্তু শিল্পের পুনরুদ্ধার কোনও নির্দিষ্ট নিয়মে চলে না, ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তিত হয়।

শব্দবাণ-২১৮

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. অনাদৃত ৩. উচ্চপদস্থ কর্মচারী ৫. লাক্ষা ৭. গড়খাই ৮. তপ্ত বা গরম করা ১০.নতুন যুগ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অল্প,কম ২. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ৩.অর্পণ, স্থাপন ৪. উলটোমুখে পড়া ৬. জেলে, ধীবর ৯. স্ত্রীলোকের উত্তরীয়।

সমাধান: শব্দবাণ-২১৭

পাশাপাশি: ১.অভিধান ৩. আখেরি ৪. গামছা ৬. ললনা ৯. পাহাড় ১০. রংরুট।

উপর-নীচ: ১. অরিষ্ট ২. নরম ৩. আখগুল ৫. ছাড়ছোড় ৭. লহর ৮. কপাট।

জন্মদিন

আজকের দিন

মহম্মদ সিরাজ

১৯৬১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ডেরেক ও ব্রায়েনের জন্মদিন।*
১৯৮০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বরুণ গান্ধির জন্মদিন।*
১৯৯৪ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মহম্মদ সিরাজের জন্মদিন।*

গুরুচাঁদই জাতির জনক, মহাত্মা গান্ধী নয়

হরিপ্রসাদ সরকার

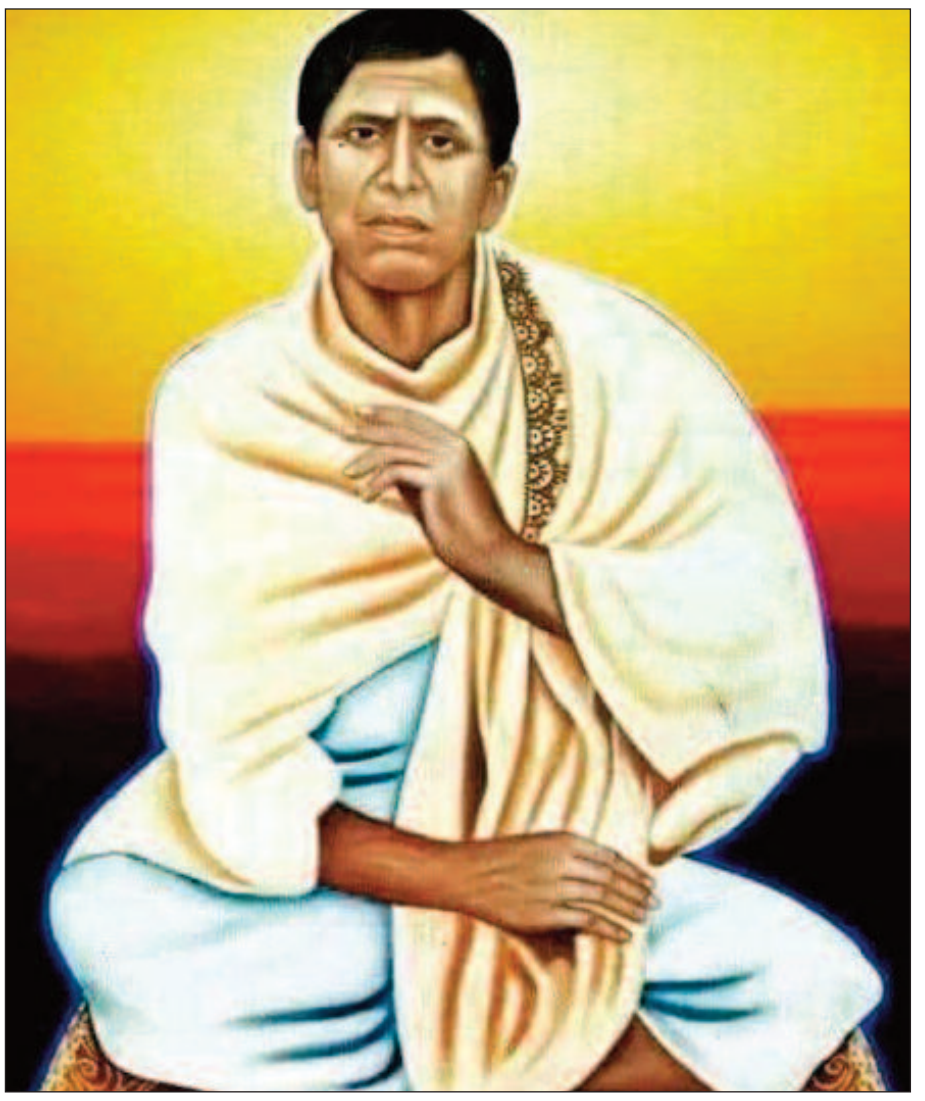

গুরুচাঁদ ঠাকুর পরলোক ও স্বর্গলোকে বিশ্বাসী ছিলেননা। তিনি ছিলেন পূর্ণ বাস্তববাদী লৌহমানব। তিনি দেখেছিলেন - অর্থ না থাকা মানুষের জীবন কেমনভাবে অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই গৃহবাসীদের সৎভাবে অর্থ উপার্জনের দিশা দেখিয়ে গেছেন। গার্জেনদের নিজের সন্তানকে লেখাপড়া শেখাতে বলেছেন। যেহেতু জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে, চিন্তাচেতনার বিকাশের স্ফূরণ ঘটাতে এবং শিল্প , সভ্যতা, সংস্কৃতির উন্নয়ণ আনতে গেলে বিদ্যার্জন সবার আগে দরকার। তাই গার্হস্থ্য জীবনের সাথে কৃষিকাজের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে বলে গেছেন। পিতা হরিচাদের অনুগামীদের সংসার ত্যাগ না করে, মন্দিরে, তীর্থে গিয়ে কল্পিত ঈশ্বরের আরাধনা করে সময় নষ্ট না করে জীবন্ত মানুষের সেবা করতে বলে গেছেন। সারা ভারতের আর্থ সামাজিক ও ধর্মীয় পরিমন্ডলের মহাসংকট থেকে মানুষকে বেরিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে গেছেন। যেহেতু এইসময় একজন মানুষকে ধর্মের নামে অবিচার, নিষ্ঠুরতা, ক্ষমতার অপব্যবহার আর শোষিত হতে দেখে তিনি অসহনীয় যন্ত্রণাবোধ করতেন।

যখন তিনি এও দেখেছিলেন- একদল মানুষ সম্পদ উৎপাদন করেও দরিদ্রই থেকে যায়। আরেকদল মানুষ কিছুই করেনা। তাঁরা কোন না কোনভাবে গরিবের ধন আত্মসাৎ করে। গরিব গরিবই থেকে যায়। ধনী হন আরো ধনী। তাঁরা সংখ্যায় কম হলেও, তাঁরাই অর্থের জোরে, বুদ্ধির জোরে, বিদ্যার জোরে নানা কৌশলে দরিদ্র শ্রমজীবীদের দাসত্ব শৃঙ্খলে বেঁধে রাখে। তাই শৈশব থেকেই শোষণ, পীড়ন থেকে দরিদ্রদের উদ্ধার করে তাঁদের মুখে হাসি ফোটাতে সংকল্প করলেন। তিনি আরও দেখেছিলেন- ভারতবর্ষে অর্থের চেয়ে জাতি বিভাজনের ভিত্তিতে সমাজ বেশি বিভক্ত। একজন ব্রাহ্মণ দরিদ্র ও অশিক্ষিত হলেও সমাজে সে অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু একজন শূদ্র ধনী হলেও, প্রতিভাবান হলেও সমাজে তার স্থান সবার নীচে।

হরিচাঁদ ঠাকুর মন্দিরে যেতে মানা করেছন এই কারণে যে, সেখানে যাকে পুজা করা হয়, চোখের জলে দুঃখের কথা জানানো হয়, তিনি শুনলেও, দেখলেও উত্তর দেন না। কারণ পাথরের প্রাণ নেই। কিন্তু মানুষের কাছে দুঃখের কথা বললে মানুষই সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করবে, এটা যাতে বুঝতে না পারে, তারজন্য শূদ্রদের শিক্ষার অধিকার দেওয়া হয়নি। মানুষই মৃত্যুর পরে তাঁর কর্মগুণে মোহিত হয়ে ভগবান হয়, এটা স্পষ্ট না বলে বিনোদন কাহিনী লেখা হয়েছে শাস্ত্রগ্রন্থে। কিন্তু যাকে ভগবান বলা হয়, সে মানুষই। মানুষের অভাব-কষ্ট মানুষেরই সৃষ্টি। তাই হাজার হাজার বছর ধরে দরিদ্রের উপর ধনীর, দুর্বলের উপর সবলের, শূদ্রের উপর ব্রাহ্মণের সামাজিক পীড়ন, শোষনের জগদ্দল পাহাড় সরাতে তিনি প্রয়াসী হলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে দায়ী করলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সংগঠন গড়ে তুললেন। তিনি ঘোষণা করলেন- কল্পিত ঈশ্বরে আমার কোন বিশ্বাস নাই। পিতা মাতা আমায় সৃষ্টি করেছেন। আমার ভাবনায় মানুষই ঈশ্বর। মানুষই পালনকারী। মানুষই রক্ষাকারী। মানুষই শয়তান-শত্রু-বিনাশকারী। মানুষই কল্যাণকারী। মানুষ নিজের জীবনকে অন্যের জীবনের সাথে যুক্ত না করলে এই সমাজ সুন্দর থেকে সুন্দরতম হয়ে ওঠেনা। তাহলে আমার শষ্যশ্যামলা সোনার বাংলা উন্নয়ণে পিছিয়ে পড়বে। তা আমি হতে দেবোনা। গরিবদের শ্রমে, সংখ্যালঘু মানুষ শিক্ষার সুযোগ পায় আর নিচজাতির লোকেরা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। এটা চলতে পারেনা। এটাকে পাপ মনে করি। আমি মনে করি- নিজের নিজের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়ো। একজন চাষী একজন লেখকের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানুষের পেশা তার মাপকাঠি না হয়ে চরিত্রই হোক একমাত্র মাপকাঠি। মানুষের মহত্বের পরিচয় হোক চরিত্রের গুণে, ব্যবহারে। বৃত্তিতে নয়। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি নৈতিক চরিত্রে অত্যন্ত নিচ হতে পারেন। আবার যেকোন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিকে উপাসনার দেশে পাঠানো যায়। তাই বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের মিলন ঘটাতে হবে। বিজ্ঞান মানুষকে শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ দেয়। মানবতার ধর্ম তাকে নৈতিক ও শান্তির রাজ্যে পৌঁছে দেয়।

কিন্তু গোবরেও পদ্মফুল ফোটে এদেশের ব্রাহ্মণরা ভাবতেই পারেননা। উদাহরণ স্বরূপ মোহনদাস করমচাদ গান্ধী। গরিব ও নীচবর্ণীয়রা কখনো প্রতিভা নিয়ে জন্মাতে পারে , এই ধারনা পোষণ করতেননা। ভাবতে অবাক লাগে- ব্রহ্মচর্যের সাধক হিসাবে তিনি পরিচিত না হয়ে দেশবরেণ্যরূপে সুখ্যাতি পেয়েছেন। তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ছত্রভঙ্গ করতেই গঠনমূলক কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। জাত-বর্ণ নামক সামাজিক অনৈক্য সৃষ্টিকারী দুষ্টক্ষতে আক্রান্ত সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার অতন্দ্র প্রহরী ছিলেন। শূদ্রসহ অপরাপর নির্যাতীত শ্রেণীকে শিক্ষার আলোকবৃত্ত থেকে সরিয়ে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ভাবনাসাগরে ডুবিয়ে রাখতে চেয়েছেন। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল- শিক্ষাদীক্ষাসহ সমস্ত উপকরণটা উপরতলার শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত থাকুক। তিনি এও চেয়েছিলেন , শূদ্র ও নির্যাতীত শ্রেণীর জন্য থাকবে শাস্ত্রগ্রন্থে লেখা নির্দেশিত পথ ও সেবা করার অধিকার। তিনি ছিলেন- অস্পৃশ্য বা হরিজনদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখার অদ্ভুত চক্রান্তের নায়ক। তাঁর চিন্তাভাবনা উপরতলার মানুষগুলোর দৌলতে প্রচারের আলোয় সমৃদ্ধ হয়েছে। তাই তাঁর নামের আগে অমহাত্মাদ বা তজাতির জনকদ লেখা হয়। কিন্তু সরকারিভাবে গান্ধীজিকে এই উপাধি দেওয়ার কোন নথি নেই। তা সত্ত্বেও গান্ধীজির পরিচিতি জাতির জনক হিসাবেই। এখন প্রশ্ন হল- এই পরিচিতি তাকে কে দিয়েছে? এটা জানতে গিয়ে পি. এম. ও আবিষ্কার করে- সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪৪ সালের ৬ জুলাই সিঙ্গাপুর রেডিও থেকে দেওয়া একটি ভাষণে গান্ধীকে প্রথমবারের জন্য জাতির জনক উল্লেখ করেন। এরপর ২৮ এপ্রিল ১৯৪৭ একটি সম্মেলনে সরোজিনী নাইডুও তাঁকে জাতির জনক বলে অভিহিত করেন। সেই থেকেই অনুগামীদের সহযোগিতায় জাতির জনক নামে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। তাই সুনাম ও কালিমা ভরা উজ্জ্বল চরিত্রের মানুষটিকে জাতির জনক বলা হয়।

তিনি স্বদেশের জন্য কিছু করলেও খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন। তস্বরাজদ দলের জন্য ভারতীয় মুসলিমদের হয়ে খলিফার সমর্থনে তখিলাফৎ আন্দোলনদ পরিচালনা করে ভারত বিভাজনে পূর্ণতা ঘটিয়েছেন। তিনি অহিংসার নামে ধর্মে ধর্মে হিংসার বীজ বপন করে গেছেন। তাই স্বাধীন ভারতবর্ষে দেশপ্রেম বলি প্রদত্ত হয়ে নোংরা রাজনীতিতে বাসা বাঁধছে। ভারতমাতার চোখে বইছে অশ্রুধারা। বিদেশীরা আড়ালে ব্যঙ্গহাসি হাসছে। মনে হয়- তঅহিংসাদ নামক শব্দটি বারবার প্রয়োগ করে নানা সম্প্রদায়কে ইতিহাস বিমুখ নপুংসক জাতিতে পরিণত করেছেন। তবু তিনি ভারতশ্রেষ্ঠ এক ঐতিহাসিক পুরুষ।

কিন্তু আমাদের মহান ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কাজের উদ্দেশ্য ও পরিণতি এক নয়। এঁদের কার্যধারা লক্ষ্য করে ডঃ বি. আর. আম্বেদকর বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, অমহাত্মারা জাতির পক্ষে অভিশাপদ। তাঁর হরিজন আন্দোলন পুনা চুক্তির ফল নয়। দেশব্যাপী উৎসাহের ফল। কেননা অধিকাংশ কংগ্রেসী যাদের জেলে যাওয়া , ব্রিটিশ পুলিশের ঠেঙানি খাওয়া ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার ভয় ছিল- তাঁরাই নিরাপদ ক্ষেত্র হিসাবে তহরিজন আন্দোলনদ-কে বুকে আঁকড়ে ধরে তাঁর জয়গান শুরু করেছিল। চতুর্দশ অনশনের সময় দেশবাসী ভাবল- গান্ধীজি তাঁর অলৌকিক শক্তি ও কাজের দ্বারা অস্পৃশ্যতা দূর করবেন ও স্বরাজ আনবেন। কিন্তু আজও অস্পৃশ্যতা দূর হলোনা। যেহেতু তিনি ছিলেন তখনকার সমাজব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সমর্থক ও সংরক্ষক। যুগকে তিনি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি বরং মধ্যযুগেই ফেরার চেষ্টায় ছিলেন।

রাহুল সাংস্কৃত্যায়ণ গান্ধীবাদী আদর্শের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন- ‘গান্ধীবাদী আদর্শের প্রতিটি বক্তব্য আমাদের মত কোটি কোটি মানুষের কাছে মারাত্মক ক্ষতিকর। ‘হরিজন উদ্ধার’ নিছক ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কী? অবশ্য এরফলে উচ্চবর্ণের কিছু লোকের জীবিকার ভালোই ব্যবস্থা হয়েছে। চরকা-খাদি ব্যাপারে তিনি আরও লিখেছেন- ‘মল মালিকরা ভালোভাবেই জানে তাদের উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর সঙ্গে চরকা-তাঁতের উৎপাদন কোন দিক থেকেই প্রতিযোগিতা করতে পারেনা। তাই তাঁরা মুক্ত হস্তে খাদি খয়রাতি দিয়েছিলেন। চরকা-খাদি এই ব্যাপারগুলো হল শোষণমুখী সমাজব্যবস্থার সত্যকার শত্রু তথা সাম্যবাদের পথে একটা বড় বাধা। কত লোক যে ভুল বুঝে বসে আছে- সাম্যবাদ এবং কলকারখানার ওপর শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠার চেয়ে খাদি উদ্যোগ ভালো। এ ভ্রান্তি যাতে সহজে নষ্ঠ না হয়, সেজন্য মিল মালিকরা সব খাদিভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। অর্থাৎ জাতব্যবস্থা ভারতবাসীকে একেবারে কাঙাল ও নির্বীজ করে দিয়েছে।

এই সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিধানকে বর্জন করে সারা বিশ্বের দলিতশ্রেণীর মনে যিনি শিক্ষার আলোকবর্তিকা জ্বেলে দিলেন তিনি হলেন ১৮৪৬ সালের ১৩ মার্চ ওড়াকান্দীতে জাত গুরুচাঁদ ঠাকুর। তিনি একমাত্র ডঃ সি. এস. মিডের সহায়তায় নিজের গ্রামসহ আশেপাশের গ্রামে আঠারোশো পাঠশালা, বিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয় নির্মাণ করে বাংলার শিক্ষানদীতে বান নিয়ে আসেন। মানবপ্রেমের জন্য ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর পঞ্চম জর্জের কাছ থেকে তিনি মেডেল উপহার পান। ১৯১২ সালে বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল ‘নমঃশূদ্র জাতির জনক’ উপাধিতে ভূষিত করেন। তথাপি সেদিনের ভারতবাসীরা গুরুচাঁদের অবদানকে সম্মাননা না জানিয়ে এমন নেতাকে তফাদার অফ্ নেশনদ নামে প্রচার করলেন। এর কারণ তিনি অচ্ছুৎ কুলে জন্মগ্রহণ করেছেন। এটাকে ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রান্ত ছাড়া আর কী বলা যায়?

তাই আমার মনে হয়, সেদিন লর্ড কারমাইকেল বুঝেছিলেন- মতুয়াবাদের প্রবর্তক হরিচাঁদ ঠাকুরের পুত্র গুরুচাঁদ বঞ্চিত, নিপীড়িত, শোষিত মানুষের প্রগতিশীলতাকে ত্বরান্বিত করে অগ্রদূতের প্রধান ভূমিকা পালন করবে। তাঁর ভাবনা আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে বললে বাড়িয়ে বলা হয়না। তাই ভারতরত্ন ডঃ বি.আর. আম্বেদকর বরিশালের যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের সহযোগিতায় আইনসভায় বিজয়ী হওয়ায় সংবিধান রচনার সুযোগ পান। তিনি নীচবর্ণীয়দের সংরক্ষণের আওতায় এনে অনুন্নত অবহেলিত, বঞ্চিতদের জাতির মানুষদের শিক্ষিত হবার অধিকার দিয়ে গেছেন বলেই আজ তাঁরা শিক্ষায় উন্নতির শীর্ষে এগিয়ে চলেছে।

পরাধীন ভারতে গুরুচাঁদ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন না করে নিজের উদ্যোগে বহু চিকিৎসালয়, বিদ্যামন্দির, রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। শূদ্রজাতিকে শিক্ষিত করতে গিয়ে অন্যান্য বর্ণের মানুষও পড়ার সুযোগ পেয়েছে। তাঁর জন্ম নমঃশূদ্র বংশে হলেও তিনি সব জাতির কল্যাণ সাধন করেছেন। তিনি সুদীর্ঘ বছর ধরে বিরামহীন আন্দোলন করে তচন্ডালদ নামে পরিচিতদের ব্রিটিশ শাসকের সহায়তায় তনমঃশূদ্রদ পরিচিতি দিয়েছেন ১৯১১ সালে। এর কিছুদিন পরে জেলখানার মলমূত্র পরিষ্কার করার জন্য নিম্নবর্ণের মানুষদের জবরদস্তি আইনানুগ বন্ধ করতে সক্ষম হন। আর এই সময় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মহাশয় হীন-কুটিল বুদ্ধির দ্বারা তথাকথিত অন্ত্যজদের তহরিজনদ নাম দিলেন। যা ১৯৩২ সালের আগে কোন অভিধানে পাওয়া যায়না। হরিজন শব্দটির মূল অর্থ জারজ সন্তান। নরসি মেহতাই হলেন তহরিজনদ শব্দের আবিষ্কারক। তিনিই দেবদাসীর গর্ভজাত সন্তানকে জারজ (স্কথস্ঠত্রন্থ) না বলে তহরিজনদ বলে একটু সুরুচির পরিচয় দিলেন। কিন্তু ভারতের এক পঞ্চমাংশ মানুষ মেথর বা ভাঙ্গীরাও নামটি পছন্দ করেনি। উপরন্তু সরকারি পর্যায়ের নথিতে হরিজন শব্দটি বাতিল বলে ঘোষিত হয়েছে। অথচ গান্ধীজি বুঝিয়েছেন- তহরিজনদ হল ঈশ্বরের জন বা ঈশ্বরের সন্তান।

এটা কোন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই গান্ধীজির দেওয়া হরিজন শব্দটা মেনে নিতে পারেননি। তবে পেরেছিল স্বার্থান্বেষী কিছু গান্ধী পেটুয়া। যাদের উপরে উঠতে গেলে, নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে গেলে দেশদ্রোহিতার কাজ করা থেকেও পিছপা হয়নি একমাত্র তাঁরাই। এই কাজে সাহায্য করেছিল কুচক্রী ব্রাহ্মণদের উর্বর মস্তিষ্কের কুটিল বুদ্ধি আর বেনিয়াদের কালো টাকা। কারণ গান্ধীজি বেনিয়াদের শিখিয়েছিলেন- রাজনীতিতে অর্থ লাগালে অধিক লাভ করা যায়। এই দুইয়ের প্রভাবেই কংগ্রেস পরিণত হয়, দেশের এক মহাশক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে। এবং প্রচার করেন তাঁরাই অস্পৃশ্য সমাজের বন্ধু আর গান্ধীকে সাজানো হয়- মানবপ্রেমিক মহাত্মায়। তাই কংগ্রেস আজ অস্তাচলে। আমাদের মনে রাখতে হবে- মিঃ গান্ধী মহান দেশপ্রেমিক হয়েও , ঈশ্বরে অটল বিশ্বাসী হয়েও বুলেটের গুলিতে নিহত হয়েছেন। এতদিন যাঁরা গান্ধীকে জাতির জনক বলে জেনে আসছেন- এই সত্য জানার পরে তাঁরাই একদিন রাজর্ষী গুরুচাঁদকে তজাতির জনকদ উপাধিতে শ্রদ্ধালু চিত্তে স্মরণ করবে।

কারণ তিনি নমঃশূদ্র হয়েও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনে এগিয়ে এসে ১৯১০ সালে কয়েকশো যুবককে বিবাহ দিয়েছিলেন। তাঁর আন্দোলনের ফলেই দলিতশ্রেণী শিক্ষার অধিকার অর্জন করেছে। ১৯০৭ সালে ১০ আগস্ট চৌদ্দজন শিক্ষিত বেকার যুবককে নিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে ডেপুটেশন দিয়ে পরের বছর দলিতশ্রেণীর জন্য সরকারি চাকুরিতে স্থায়ীভাবে অধিকার আদায় করেন। নারীদের শিক্ষিত করতে বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এছাড়া ডাঃ সি. এস. মিডের স্ত্রী মিসেস টাকের উদ্যোগে এবং মিস টমশনের সহায়তায় ওড়াকান্দীতে বিধবা আশ্রম, নারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলেন।

শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব

ডাঃ শামসুল হক

বসন্ত মানেই মনের প্রফুল্লতা ।এই ঋতুর ই শুভ্র প্রভাতে কোকিলের কুহু কুহু ধ্বনি এবং সেইসঙ্গে ছোটবড় আরও অনেক পাখির কিচিরমিচির আওয়াজ অতি আচম্বিতেই সকলের মনের দুয়ারে হাজির করে পরম পরিতৃপ্তির আস্বাদনও। আর সেইসবই মিলেমিশে একাকার হয়ে ভরিয়ে তোলে মনকেও। সেইসময়ই আবার মৌমাছি এবং প্রজাপতির দল মধু সংগ্রহের আশায় যখন এক ফুল থেকে নেচে বেড়ায় অন্য ফুলে, তখন ও সেই দৃশ্য দেখে ভরে ওঠে সমগ্ মনপ্রানই ।

অত এব বসন্ত মানেই তো মনের কোণে জমে থাকা একরাশ আবেগের অবাধ অনুপ্রবেশ । বসন্ত মানেই শীত ঘুম এবং তারই সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নানান ধরণের জড়তা থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন রূপে রূপান্তরিত হ ওয়ার আনন্দও। বছরের এই শেষ ঋতুর টানে আবার উৎসব মুখরিত হয়ে ওঠে সর্বত্রই । বাড়তি পাওনা হিসেবে তখন মেলে মানসিক উৎসাহ এবং উদ্দীপনাও।

শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব নির্দিষ্ট কোন ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। সেই উৎসবকে প্রকৃতির ই একটা বিশেষ আয়োজন হিসেবে পালন করা হয়। স্থানীয় অঞ্চলের মানুষজন তো বটেই দূর দূরান্ত থেকেও অনেকে হাজির হন সেই প্রাঙ্গণে । আর সকলকে সেখানে একত্রিত করে মেলে ভালবাসার বন্ধন তৈরি করার উপায়ও। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৭ সালে সেই উৎসবের সূচনা করেন । তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র এগারো বছর।

তবে সেইসময় দোলের দিনই এই উৎসব পালিত হয়নি। শুরুর সময় থেকেই বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন তিথিতেই শান্তিনিকেতনের মাটিতে পালিত হয়েছে সেই উৎসব। তবে হয়েছে বসন্ত কালেই । তখন এই বসন্তের গান গাইতে গাইতেই সকলে মিলে পরিভ্রমণ করতেন পুরো আশ্রম চত্বরটাই। আর সেটা ছিল সেই সময়ের রেওয়াজও। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপস্থিতিই যে শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসবের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছিল বহুগুণ সেটা স্বীকার করেন সকলেই। বলাই বাহুল্য উৎসবের তিনি একটা নতুন মাত্রাও যোগ করেছিলেন। আর তারই ফলস্বরূপ সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ ও হয়েছিলেন।

তাই শুধুমাত্র আমাদের রাজ্যই নয়, দেশের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামেই সেই উৎসব বিশেষভাবে পরিচিতি লাভও করেছিল।

সব স্থানেই ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন পালিত হয় সেই উৎসব। অনেক স্থানে আয়োজন করা হয় ছোট বড় অনেক মেলারও। চতুর্দিকের বহু মানুষই যোগ দেন সেই উৎসবে। অনেক জায়গায় আবার আয়োজন করা হয় নানান ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও।

শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব শুরু হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে। কবিগুরু নিজে সেই উৎসবকে শ্রীময় এবং ঐতিহ্যবাহী করে তোলার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন। তাই বলা যেতে পারে শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব ই হল সবচেয়ে বড় আয়োজন। ১৯২৩ সালে চালু হয় এই উৎসবের। ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন আশ্রম সম্মিলনীর নিজস্ব অধিবেশনে উৎসবের প্রস্তুতি গ্ হণ করা হয় এবং তারপর থেকে নিয়মিতভাবেই তা পালিত হয়েও আসছে। তখন মান্যতা দেওয়া হয়েছিল ১৯০৭ সালে কিশোর শমীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ ভাবনাকেও। কারণ সেই বছরই এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়েই তাঁকে চিরবিদায় নিতে হয়েছিল।

পরবর্তী কালে কবিগুরুর বিদেশে যাত্রা সহ অন্যান্য আরও অনেক কর্মসূচির কথা চিন্তা করেই উৎসব উদযাপনের দিন একটু অদলবদলও করতে হয়েছিল। আর তাতে কখনও কোন সমস্যাও দেখা দেয়নি। উৎসাহী মানুষজন তখন উৎসবের আকর্ষণে মুখিয়ে তো থাকতেনই। কিন্তু তার থেকেও তাঁদের বড় প্রাপ্তি ছিল কবিগুরুর সান্নিধ্য লাভের আশাও ।

শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণ কমপ্লেক্সে আছে একটা যাদুঘর। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও কর্ম জগতের যাবতীয় নিদর্শন সমূহ সংরক্ষিত আছে সেখানে। আছে তাঁর অজস্র পাণ্ডুলিপি, চিত্রকলা, তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র ইত্যাদি। আর সেইসব দ্রব্য সামগ্রী বসন্ত উৎসবের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ও বিশেষভাবে আলোকপাত করে। তাই বসন্ত উৎসব ছাড়াও যদি অন্য কোন সময় কেউ শান্তিনিকেতন পরিভ্রমণ করেন তাহলে উত্তরায়ণের যাদুঘরে পা রাখলেও আনন্দ পাবেন।

পুলিশ ক্যাম্পে হামলা, তিনকর্মীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগে ধৃত ৭

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: -পুলিশ ক্যাম্পে হামলা চালিয়ে তিন পুলিশকর্মীকে বেধড়ক মারধরের ঘটনায় সাত হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে বাঁকুড়ার সোনামুখী থানার অন্তর্গত উত্তরবেশিয়া পুলিশ ক্যাম্পে হামলা চালিয়ে উপস্থিত তিন পুলিশকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ ওঠে স্থানীয় কাপালিমানা গ্রামের বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় ধৃতদের আজ বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করেছে সোনামুখী থানার পুলিশ। হামলাকারীদের মারে গুরুতর জখম তিন পুলিশ কর্মী এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন সোনামুখী ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। ওই পুলিশ ক্যাম্পে গ্রামবাসীরা কেন হামলা চালাল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার সোনামুখী থানার উত্তরবেশিয়া গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে একটি পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে। সেই পুলিশ ক্যাম্পে মঙ্গলবার গভীর রাতে পার্শ্ববর্তী কাপালিমানা গ্রামের জনা ৫০ -৬০ জন গ্রামবাসী আচমকা হামলা চালায়। সেই সময় ক্যাম্পে ছিলেন পুলিশকর্মী বিমান সরকার, রঞ্জিত চৌধুরী ও জয়ন্ত কুমার খাঁ। হামলাকারী গ্রামবাসীরা ৩ পুলিশকর্মীকেই বেধড়ক মারধর করে। ঘটনায় ৩ পুলিশকর্মী গুরুতর জখম হন। তড়িঘড়ি তাঁদের সোনামুখী ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

মঙ্গলবার রাতেই আহত পুলিশ কর্মী বিমান সরকার সোনামুখী থানায় ১৯ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ সাত জনকে গ্রেপ্তার করে। বুধবার ধৃতদের বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক সাতজনকেই ১৪ দিন জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে বুদবুদের সুকডাল মোড়ের কাছে। মৃতের নাম সোমনাথ ঘোষ, বয়স আনুমানিক ২৮ বছর। মৃতের বাড়ি গলসির শিল্লা এলাকায় বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সোমনাথবাবু এদিন বুদবুদ গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বুদবুদের সুকডাল মোড়ে রাস্তার ধারে যে হাইমাস লাইট লাগানো ছিল। সেটি দীর্ঘদিন ধরে বিকল থাকায়।সেটি মেরামতের জন্য বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠেছিলেন বিদ্যুৎবাবু। জানা গিয়েছে, ওই বিদ্যুতের খুঁটিতে দু'টি ট্রান্সফর্মারের কানেকশন যুক্ত ছিল দু'দিকে। ফলে একদিকে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করা হলেও অন্যদিকের বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ না করার কারণে। সেই বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে আসায় ওপর থেকে ছিটকে নীচে পরে গিয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে পুলিশকে খবর দিলে। বুদবুদ থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। যদিও এই বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কারোর কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি একটি ঠিকা সংস্থার অধীনে কাজ করতেন।

ঋষি অরবিন্দ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

ঠিকানা- গ্রাম-খালিয়া, ডাকঘর-চামরাইল, জেলা-হাওড়া
নিবন্ধিত সংখ্যা-৩৫, হাওড়া (১৯.০৬.১৯৮৯)
প্রতিনিধি নির্বাচন-২০২৫ (নির্ঘন্ট)

ক্রমিক নং.	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়
১.	মনোনয়ন পত্র বিলি	১৮.০৩.২০২৫ এবং ১৯.০৩.২০২৫	নিবন্ধিত কার্যালয়	১১.৩০ মি. থেকে ২.০০ মি.
২.	মনোনয়ন পত্র পেশ	২১.০৩.২০২৫ এবং ২২.০৩.২০২৫	ঐ	১১.৩০ মি. থেকে ২.০০ মি.
৩.	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	২৪.০৩.২০২৫	ঐ	১২.৩০ মি. থেকে শেষ না হওয়া পর্যন্ত
৪.	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	২৪.০৩.২০২৫	ঐ	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার পর
৫.	মনোনয়ন পত্র ও প্রার্থী-পদ প্রত্যাহার	২৫.০৩.২০২৫	ঐ	দুপুর ৩.০০ টা পর্যন্ত
৬.	প্রত্যাহার শেষে বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ	২৫.০৩.২০২৫	ঐ	দুপুর ৩.০০ টার পর
৭	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বন্টন	-	-	-
৮	ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় এবং স্থান	১৩.০৪.২০২৫	নির্বাচন কেন্দ্র, স্থান- কোনা উচ্চ বিদ্যালয় খালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় চামরাইল বালিকা বিদ্যালয় জগদীশপুর উচ্চ বিদ্যালয়	সকাল ১০.০০ টা থেকে দুপুর ৩.০০ টা পর্যন্ত
৯	ভোট গণনা	১৩.০৪.২০২৫		ভোট গ্রহণের অব্যবহিত পর
১০	ফল ঘোষণা	১৩.০৪.২০২৫		ভোট গণনার অব্যবহিত পর

(সকল সদস্য/ সদস্যাদের অবগত করা হচ্ছে, প্রতিনিধি নির্বাচন-২০২৫ এর বিশদ বিবরণের জন্য সমিতির নিবন্ধিত কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।)

অনুমত্যানুসারে
মহঃ আনিস
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
ঋষি অরবিন্দ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লি.

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — এলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৮.১০.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স লিভিং স্টাইল (ঋণগ্রহীতা) (স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতী আগমনি ঘোষ) রেজি. অফিস :** ডি৪-২৩২/১, নিউ সন্তোষপুর স্টেশন রোড, পো. বিধাননগর, থানা - রবীন্দ্রনগর, কলকাতা - ৭০০০১৮ **আরও ঠিকানা** - ৮৪২ই, উপেন ব্যানার্জি লেন, পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা - ৭০০০৬০ **আরও ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ৩এ, প্রেমিসেস নং ৮এ, ডায়মন্ড হারবার রোড, থানা - বেহালা (বর্তমানে ঠাকুরপুকুর) জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৬৩, **শ্রীমতী আগমনি ঘোষ (স্বত্বাধিকারী : মেসার্স লিভিং স্টাইল / বন্ধকদাতা)** ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং ৩এ, প্রেমিসেস নং ৮এ, ডায়মন্ড হারবার রোড, থানা - বেহালা (বর্তমানে ঠাকুরপুকুর) জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৬৩, **এবং আরও ঠিকানা** - ৮৪২ই, উপেন ব্যানার্জি লেন, পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা - ৭০০০৬০ লোন অ্যাকাউন্ট **খিদিরপুর শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৪,২১,৮৫৩.৩৮ টাকা** (চোদ্দ লাখ একুশ হাজার আটশ তিপান্ন টাকা এবং আটত্রিশ পয়সা) **১৭.১০.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত, নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৬ মার্চ ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক খিদিরপুর শাখার ১৪,২১,৮৫৩.৩৮ টাকা** (চোদ্দ লাখ একুশ হাজার আটশ তিপান্ন টাকা এবং আটত্রিশ পয়সা) **১৭.১০.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সংশ্লিষ্ট তল স্পেস/ ফ্ল্যাট নং ৩এ, পরিমাণ ১০৭০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি চতুর্থ তলে ব্লক সি, ভবন অবস্থিত মৌজা : পশ্চিম বড়িশা, আরএস দাগ নং ৩৮১২, ৩৮১৩, এবং ৩৮১১, আরএস খতিয়ান নং ২৯০৮ এবং ২৯১০, প্রেমিসেস নং ৮এ, ডায়মন্ড হারবার রোড, থানা : বেহালা, (বর্তমানে ঠাকুরপুকুর), জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৬৩, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৫, বরো-১৪, **সম্পত্তি আগমনী ঘোষের নামে,** উল্লেখ্য দলিল নং ০০৫৬৩/২০১০।

তারিখ : ০৬.০৩.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

কঠোর নিয়ম লাগু পাম্পগুলিতে

কঠোর নিয়ম লাগু পাম্পগুলিতে

বাইক দুর্ঘটনায় রাশ টানতে নো হেলমেট নো পেট্রোল নীতি আরোপ জেলা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোতুলপুর: দিনদিন বাইক দুর্ঘটনার সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে বাঁকুড়া জেলায়। কিছুতেই রাশ টানা যাচ্ছে না দুর্ঘটনায় বাইক আরোহীদের মৃত্যুর সংখ্যাতেও। এর অন্যতম কারণ হেলমেটবিহীন ভাবে বাইক চালানোর প্রবণতা। জরিমানা করেও সেই প্রবণতা ঠেকানো যাচ্ছে না। এবার বাইক আরোহীদের হেলমেট বাধ্যতামূলক করতে বাঁকুড়া জেলার পেট্রোল পাম্পগুলিতে নো হেলমেট নো পেট্রোল নীতি চালু করল জেলা পুলিশ। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কোতুলপুরে কঠোরভ াবে সেই নিয়ম লাগু করল পেট্রোল পাম্পগুলি।

সাম্প্রতিক কালে বাঁকুড়া জেলায় ঘটে যাওয়া বেশ কিছু বাইক দুর্ঘটনার কারন খতিয়ে দেখতে গিয়ে দেখা যায় প্রতিটি দুর্ঘটনার পিছনে রয়েছে বাইকের বেপরোয়া গতি, স্টান্টবাজি, মদ্যপ অবস্থায় বাইক চালানো সহ বেশ কিছু প্রবণতা। আর বাইক দুর্ঘটনায় আরোহীর মৃত্যুর অন্যতম কারন হল হেলমেট বিহীনভাবে বাইক চালানোর প্রবণতা। গ্রামীণ সড়কগুলিতে তো বটেই এমনকি রাজ্য সড়ক ও জাতীয় সড়কেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হেলমেটবিহীন ভাবে বাইক নিয়ে আকছার যাতায়াত করতে দেখা যাচ্ছে বাইক আরোহীদের। মোটা অঙ্কের জরিমানাও সেই প্রবণতা রুখতে পারছে না।

এই পরিস্থিতিতে এবার ভিন্নভাবে পদক্ষেপ করা শুরু করল বাঁকুড়া জেলা পুলিশ। বিভিন্ন পেট্রোল পাম্প কর্তৃপক্ষর সঙ্গে বৈঠক করে পাম্পগুলি থেকে হেলমেটবিহীন বাইক আরোহীদের যাতে পেট্রোল না দেওয়া হয় তার অনুরোধ জানিয়েছে জেলা পুলিশ। কোতুলপুর থানা এলাকায় ইতিমধ্যেই সেই নির্দেশ কার্যকর করেছে পেট্রোল পাম্পগুলি। হেলমেট বিহীন বাইক আরোহীদের পেট্রোল না দিয়ে সটান ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে পাম্প থেকে। পাম্প মালিকদের দাবি, এর ফলে হেলমেটবিহীন বাইক চলাচল কিছুটা হলেও রোখা সম্ভব হবে। হেলমেট ছাড়া পেট্রোল নিতে এসে অনেককে ফিরে যেতে হলেও, পুলিশ ও পেট্রোল পাম্পগুলির এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বাইক আরোহীরা।

ওষুধের দোকানে ক্যাশবাক্সের টাকা নিয়ে চম্পট যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: একজন ক্রেতা আসেন। বিভিন্ন ধরনের ওষুধ দেখে চলে যান। হিন্দমোটর বিবি স্ট্রিটে ওষুধের দোকান মনোজ মুখোপাধ্যায়ের। বুধবার সকালে তাঁর বাবা বিপ্লব মুখোপাধ্যায় দোকান খোলেন। দোকান ঝাঁট দেওয়ার সময় বাইরে বেরিয়ে বৃদ্ধ দেখেন, দোকানের সামনে খুলে রাখা তাঁর একপাটি জুতো গায়েব।

ঠিক সেই সময়ে এক যুবক এসে তাঁকে বলেন, 'কুকুরে জুতো নিয়ে গিয়েছে।' যুবকের কথা মেনে বৃদ্ধ জুতো খুঁজতে যান দোকান ফাঁকা রেখে। যুবকটি তাঁর পিছু নেয়। ফাঁকা দোকানে ঠিক সেই সময়ে ঢুকে পড়ে আগের সেই ব্যক্তি। দোকানে ঢুকে ক্যাশ বাক্স থেকে নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় সে। দোকানে ফিরে এসে মাথায় হাত বৃদ্ধের। সিসিটিভি ফুটেজ চেক করতেই প্রকাশ্যে আসে চুরির গ্যাংয়ের কেরামতি।

দোকান মালিক মনোজ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'একটা গ্যাং এই কেপমারি করছে। সকালে বাবা দোকান খুলতে আসেন। ওষুধ কেনার অছিলায় ক্যাশ বাক্স কোথায় সেটা দেখে যায় একজন। আরেক জন এসে জুতো সরিয়ে নেয়। আরেক জন এসে বলে কুকুরে জুতো নিয়ে গিয়েছে। তারপর বাবা দোকান ফাঁকা রেখে জুতো খুঁজতে যেতেই চুরি করে নেওয়া হয়।' ওষুধের দোকানের ক্যাশ বাক্সে প্রায় হাজার দশেক টাকা ছিল বলে জানান দোকান মালিক।

খবর দেওয়া হয় হিন্দমোটর থানায়। পুলিশ এসে বিষয়টি খতিয়ে দেখে। পুলিশ জানিয়েছে, সিসিটিভি দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। শীঘ্রই অভিযুক্তদের ধরা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

চিকিৎসকের ভুলে জটিল রোগে আক্রান্ত নাবালক!

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: আদর্শ দে (১০) খান্দরা পঞ্চায়েতের নীলকণ্ঠ তলা এলাকার বাসিন্দা। মা-বাবার একমাত্র সন্তান আদর্শ। বাবা বিশ্বজিৎ দে কাপড়ের দোকানের কর্মী। ছোটবেলায় পড়ে যাওয়ার কারণে আদর্শের বা কানে আঘাত লাগে। চার বছর বয়সে রানিগঞ্জে এক চিকিৎসকের পরামর্শে কানে অস্ত্রোপচার হয় আদর্শের। কিন্তু অভিযোগ, অস্ত্রোপচারের সময় চিকিৎসকের ভুলে আদর্শের কানের একটি শিরা কেটে যায়। দীর্ঘদিন রক্তক্ষরণ হয়। সেখান থেকেই আদর্শের কানে সমস্যার শুরু। ক্রমশ তা জটিল আকার নেই। সর্বদা কানের ওপরের অংশ ফুলে থাকে, মাথায় হয় অসহ্য যন্ত্রণা। শারীরিক বৃদ্ধিতেও প্রভাব পড়ে। বিভিন্ন হাসপাতালে একাধিকবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।

সম্প্রতি ভেলোরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানান, আগামী একমাসের মধ্যে কানে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন। না হলে জীবন বিপন্ন হতে পারে আদর্শের। মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়া অথবা কোমায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে প্রবল। অস্ত্রোপচারে জন্য প্রয়োজন পাঁচ লক্ষ টাকা। যা শুনে এখন মাথায় হাত আদর্শের বাবা-মায়ের। কাপড়ের দোকানে কাজ করে যা সামান্য আয় হয় সেই আয়ে সংসারও ভালো ভাবে চলে না, চিকিৎসার খরচ জোগাড় হবে কোথা থেকে! এই ভাবনাতেই এখন দিশেহারা আদর্শের বাবা-মা। নিরুপায় হয়ে ছেলের চিকিৎসার অর্থ জোগাড় করতে সমাজ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। সমাজমাধ্যমে বাবা-মা আর্জি জানিয়েছেন, 'দয়া করে অর্থ সাহায্য করে আমার একমাত্র ছেলের জীবন বাঁচান আপনারা।'

তৃণমূলের পতাকা হাতে কাজ বন্ধ, বিক্ষোভই দলের মধ্যে বিড়ম্বনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বুধবার পাণ্ডবেশ্বরের জোয়ালভাঙা বেসরকারি খোলামুখ (নাগরাকোন্দা বি) খনিতে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দা ও তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ । বন্ধ করে দেওয়া হয় খনির সমস্ত কাজ। একাধিক দাবিতে এই দিনের বিক্ষোভ বলে জানান বিক্ষোভকারীরা। মুক্তি বাউরি, তাপস মণ্ডলরা বলেন, খোলামুখ খনি তৈরির জন্য জমিদাতারা চাকরি পেলেও ভাগচাষি, ক্ষেত মজুররা বঞ্চিত হয়েছে। খনির কাজে স্থানীয়দের নিয়োগ না করে অন্যান্য রাজ্য থেকে শ্রমিক এনে এখানে কাজ করানো হচ্ছে। স্থানীয়দের কাজে নিয়োগ করার দাবিতেই আন্দোলন বলে জানান তাঁরা। অন্যদিকে বিক্ষোভকারীরা নিজেদের তৃণমূল সমর্থক বলে দাবি করার পাশাপাশি দলের পতাকা ব্যবহার করাই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। শাসক দলের নেতা প্রদীপ মন্ডল বলেন স্থানীয়দের সমস্যা দাবি দেওয়ার সমাধান করার জন্য বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১০ জনের একটি কমিটি করে দিয়েছেন। এদিনের বিক্ষোভ বা দলীয় পতাকা ব্যবহার করা বিষয়ে দলীয় নেতৃত্ব বা কমিটির সদস্যদের কেউ কিছু জানায়নি। ব্যক্তি স্বার্থে দলীয় পতাকা ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে দলের ভাব মূর্তির ক্ষতি হবে। বিষয়টি বিধায়ককে জানানো হবে বলে জানান প্রদীপবাবু।

রঙের পসরায় বিকিকিনি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সামনেই দোল ও পরের দিন হোলি উৎসবে মেতে উঠবেন সকলে। সেই কারণে পানাগড় বাজারের বিভিন্ন প্রান্তে আবির ও রঙের পসরা নিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীদের কথায়, এবছর রঙের চাহিদা ভালোই আছে। বাজারে অন্যান্য রঙের তুলনায় হলুদ, লাল ও সবুজ আবিরের ভালো চাহিদা রয়েছে। তবে আগেকার দিনে ক্যামিক্যালযুক্ত আবির বা রং মানুষের পছন্দ থাকলেও, বর্তমানে ভেষজ আবির ও রঙের চাহিদা বেশি। হোলির দিন অনেকেই আবার পর চুল, মুখোশ পরে রং খেলতে পছন্দ করেন। তাই রং ও আবিরের পাশাপাশি বিভিন্ন রকম সাজ সজ্জার জিনিসও বিক্রি বেড়েছে এবছর। যদিও হোলির সময় রাজনৈতিক নেতা কর্মীরা রং খেললেও যারা তাদের পছন্দের মতো রং মাখতে ও অপরকেও সেই রং মাখাতেও পছন্দ করেন। যার কারণে বাজারে ৩টে রং যেমন লাল, সবুজ ও হলুদ রঙের আবির বেশি পরিমাণে বিক্রি হচ্ছে এবার।

SBI — এসবিআই এসএমই সেন্টার, বালিগঞ্জ (১৫৭৪৩)

৪র্থ ফ্লোর, ৫০ এ, গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা- ৭০০০১৯
ই-মেইল: sbi.15743@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এ/সি নং. ৩০৪৫৭৩২৫৪৯৩

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে **১১.১২.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **মেসার্স সোনা ওয়ার্ল্ড, বি৩- ৯৯/এ/নিউ, মধ্য বাংলা রোড, পঞ্চাননতলা, বাটানগর, মহেশতলা, কলকাতা-৭০০১৪০ এবং শ্রীমতি মধুমিতা অধিকারী, সোনা ওয়ার্ল্ডের স্বত্বাধিকারী প্রয়াত শ্রী মহাদেব অধিকারীর গ্যারান্টার ও আইনি উত্তরাধিকারী, বাংলা পঞ্চনতলা, বাটানগর, পোস্ট- বাটানগর, থানা মহেশতলা, কলকাতা-৭০০১৪০** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **১৩,১৮,৭৯০.৫২ টাকা (তেরো লক্ষ আঠারো হাজার সাতশো নব্বই টাকা বাহান্ন পয়সা মাত্র) ১০.১২.২০২৪ অনুযায়ী** এবং তদুপরি আরও সুদ, খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক চার্জ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল ।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/ আইনি উত্তরধিকারীগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১২ মার্চ, ২০২৫** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/ আইনি উত্তরধিকারীগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **১৩,১৮,৭৯০.৫২ টাকা (তেরো লক্ষ আঠারো হাজার সাতশো নব্বই টাকা বাহান্ন পয়সা মাত্র) ১০.১২.২০২৪ অনুযায়ী** এবং তদুপরি আরও সুদ, খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক চার্জ, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি নং ১

বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৯, পৃষ্ঠা ৭০৮৫ থেকে ৭০৯৭, বিক্রয় দলিল নং ০৩৪২৩ -২০০৮ সালের, সম্পত্তি প্রয়াত মহাদেব অধিকারীর নামে, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর বেহালা। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ **৮ ছটাক ২০ বর্গফুট** এবং তদস্থিত কক্ষ পরিমাণ **৮০ বর্গফুট** (ঢাকা এরিয়া), মৌজা: বাঙ্গলা গ্রাম, পরগনা : বালিয়া, তৌজি নং ৩৪৩, জেএল নং ৪১, আরএস নং ৫৪, খতিয়ান নং ১৫৬, এলআর খতিয়ান নং ৪৩৪, দাগ নং ৫৭১, এলআর দাগ নং ৪৫৪, ওয়ার্ড নং ২৬, মহেশতলা পুরসভা অধীন, থানা : মহেশতলা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি :- উত্তরে:** সাধারণ নিকাশি এবং পরবর্তীতে জয়দেব অধিকারী এবং গোপাল মন্ডলের জমি এবং ভবন; **দক্ষিণে:** শঙ্কর অধিকারীর জমি এবং ভবন; **পূর্বে:** সাধারণ নিকাশি এবং মিলন সরকারের সম্পত্তি; **পশ্চিমে:** ৩ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।

সম্পত্তি নং ২

বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ২০, পৃষ্ঠা ১৭ থেকে ৪১, পার্টিশন দলিল নং ০৭৬০৮ -২০০৮ সালের, সম্পত্তি প্রয়াত মহাদেব অধিকারীর নামে রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর বেহালা। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ **৯ ছটাক ২৭ বর্গফুট** এবং তদস্থিত কক্ষ পরিমাণ **১৩৩ বর্গফুট** (বিল্ড আপ এরিয়া) মোট এরিয়া **৩ কাঠা ৫ ছটাক, ১৭ বর্গফুট** থেকে, মৌজা : বাঙ্গলা গ্রাম, পরগনা : বালিয়া, তৌজি নং ৩৪৩, জেএল নং ৪১, আরএস নং ৫৪, খতিয়ান নং ১৫৬, এলআর খতিয়ান নং ৪৩৪, দাগ নং ৫৭১, এলআর দাগ নং ৪৫৪, ওয়ার্ড নং ২৬, মহেশতলা পুরসভা অধীন, থানা : মহেশতলা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
চৌহদ্দি :- উত্তরে: প্লট নং ২ এবং ৬, **দক্ষিণে :** প্লট নং ৩; **পূর্বে :** গোপাল মন্ডলের সম্পত্তি; **পশ্চিমে :** প্লট নং ২ এবং ৫।

তারিখ : ১২.০৩.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK — আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০১৭
ফোন নং : ০৩৩-৬৬৫৫৭৭৬৬/৮৩৯ ওয়েবসাইট : www.idbibank.in
CIN : L65190MH2004GOI148838

সারফেসি আইন অধীনে জামিনদত্ত স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ, বন্ধকদাতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত **২৯.০৩.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে

ক) ঋণগ্রহীতা খ) জামিনদাতা/স্বত্বাধিকারীর নাম এবং ঠিকানা	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি) গ) ডাক বাড়ানোর পরিমাণ ঘ) নিলামের তারিখ	মন্তব্য
শ্রী সমীর প্রামাণিক-এর আইনি উত্তরাধিকারী বি/২/১, রামগড় কলোনি, ওয়ার্ড নং ৯৯, থানা : যাদবপুর, কলকাতা : ৭০০০৪৭। **শ্রীমতি শ্যামলী প্রামাণিক (সহ ঋণগ্রহীতা)** বি/২/১, রামগড় কলোনি, ওয়ার্ড নং ৯৯, থানা : যাদবপুর, কলকাতা : ৭০০০৪৭।	ক) ৩০.০৫.২০২২ খ) ০৮.০৯.২০২২ গ) ৪১,১৫,৫২২.০০ টাকা (একচল্লিশ লাখ পনের হাজার পাঁচশ বাইশ টাকা)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট (মোজাইক মেঝে), নং এফ১, পরিমাণ আনুমানিক ১২১৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি, একতলায় ১০ বছরের পুরানো ভবন, ৩ বেড রুম, ১ লিভিং রুম, ১ কিচেন,১ টয়লেট, ১ ডব্লুসি এবং ১ বারান্দা, এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ পুরসভা প্রেমিসেস নং ৮৭/১২/৬৪বি/১, রাজা এস সি মল্লিক রোড, আরও পরিচিত বি/২/১, রামগড় কলোনি, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯৯ অধীন, থানা : যাদবপুর, কলকাতা ৭০০০৪৭, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, প্রেমিসেস স্থিত ফ্ল্যাটের **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৮৭/১২/৬৪বি/১, রাজা এস সি মল্লিক রোড; **দক্ষিণে :** ই পি নং ২৮৪; **পূর্বে :** ই পি নং ২৮৩ এবং ২৮৩এ; **পশ্চিমে :** ১০ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক।	ক) ৩৯.৮৭ লাখ টাকা খ) ৩.৯৮ লাখ টাকা গ) ১০,০০০ টাকা ঘ) ২৯.০৩.২০২৫	স্বত্ব

টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত নিয়ম এবং শর্তাদির সংক্ষিপ্ত :
১. বিক্রয় ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম ওয়েবসাইট https://baanknet.com সম্পাদিত হবে।
২. টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে কলকাতা জোনাল অফিস, ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা ৭০০০১৭থেকে যেকোনও কাজের দিন (সকাল ১০ টা থেকে সন্ধে ৬টার মধ্যে) এবং ওয়েবসাইট www.idbibank.in এবং https://baanknet.com ডাউনলোড করা যাবে ২৮ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত।
৩. উক্ত সম্পত্তিতে জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী কোনও দখলদারি নেই।
৪. ২০০২ সালের সারফেসি আইন সংশোধনী মতে অনুযায়ী রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাগণের উদ্দেশ্যেও প্রকাশিত।
৫. আরও বিস্তারিত এবং সাধারণ নিয়ম এবং শর্তাদি সম্পর্কে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট [www.idbibank.in] এবং উল্লিখিত শাখার আধিকারিকগণ এর সঙ্গে যোগাযোগ এবং টেন্ডার নথি দেখতে পারেন।
৬. অনুমোদিত অফিসার কোনও কারণ না দেখিয়েই যোকোনও বা সকল টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন বা নিলাম প্রক্রিয়া বাতিল করতে পারেন।

তারিখ : ১৩.০৩.২০২৫, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক

L&T Finance

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে, এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনানাস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **"যেখানে যেমন ভিত্তিতে" এবং "যেখানে যেমন অবস্থায় আছে"** এমন অবস্থায় **"পাবলিক অকশন"** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর (গুলি)	শারীরিক দখল নেওয়া	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	সর্বমোট বকেয়া আছে 04.07.2021 অনুসারে	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
1. মেসার্স সানরাইজ ইরেক্টর্স প্রাইভেট লিমিটেড 2. মহম্মদ সুলতান 3. নাজরা সুলতান	সমস্ত খণ্ড ও অংশের সম্পত্তির ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং 3এ, 3য় তলায় থাকা (পশ্চিম দিকে মুখ) প্রায় 1240 বর্গফুট পরিমাপযুক্ত, প্রায় 4 কাঠা, 2 ছটাক এবং 27 বর্গফুট পরিমাপের জমিতে বা তার ওপর গড়া ও নির্মিত, মিউনিসিপ্যাল পরিসর নং 14/1কে, কবিতীর্থ সরণী, ওয়াটগঞ্জ থানার অন্তর্গত, কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সীমার মধ্যেই, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 75 অধীনস্থ, কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ – 700 023	KOLHL17 000586	06.01.2025	টাঃ9,02,720/-	টাঃ 69,92,549.57/-	টাঃ 90,27,200/-	আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহ সমস্ত কাজের দিন সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা 30 পর্যন্ত	18.04.2025 থেকে বেলা 12টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত

চতুর্সীমা:

পূর্ব	14এফ কবিতীর্থ সরণী
পশ্চিম	পরিসর নং 15 কবিতীর্থ সরণী
উত্তর	মহঃ ইউনিসের সম্পত্তি
দক্ষিণ	30 ফুট চওড়া কবিতীর্থ সরণী

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/ - এ SARFAESI আইনের বধীনের অধ নে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোডে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন ভিত্তিতে" এবং "যেখানে যেমন অবস্থায় আছে"** এমন অবস্থায় ।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র **17/04/2025**-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. "এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড"-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা **18/04/2025**-তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল **19/04/2025**, যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শন বা অধিক বিবরণের জন্যে, সম্ভাব্য দরদাতাগণ যোগাযোগ করতে পারেন অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে, অর্থাৎ **নাম – সঞ্জয় বিশ্বাস, এল & টি ফিন্যান্স লিমিটেড, 15তম তল, পিএস সৃজন টেক পার্ক, প্লট নং 52, ব্লক ডিএন, সল্টলেক, সেক্টর-V, কোলকাতা 700091 পশ্চিমবঙ্গ এবং সন্তোষ তিওয়ারি, এল & টি ফিন্যান্স লিঃ, কার্যালয় : 6ষ্ঠ তল, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের নিকটে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই – 400098,** যোগাযোগের নং 68076666. ই-অকশনের যেকোন পর্যায়ে, অনুমোদিত আধিকারিক বিড/অফার গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান/কিছুটা পরিবর্তন/বাতিল বা ই-অকশন স্থগিত করতে পারেন উহার কোনও কারণ আরোপ করা ছাড়াই এবং কোনও আগাম বিজ্ঞপ্তি দেওয়া ছাড়াই।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিশ্চিত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

তারিখ: 13.03.2025
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

স্কুলের সামনে ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করার অভিযোগে গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: স্কুলের সামনে ছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির অভিযোগের এক যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিত্যানন্দপুর এলাকায়। মঙ্গলবারের এই ঘটনার পর জেলা পুলিশের সোশ্যাল পেজে অভিযুক্ত যুবকের ছবি দিয়ে বিষয়টি প্রকাশ্যে এনেছে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছে তদন্তকারী পুলিশকর্তারা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম সুমিত দাস। তার বাড়ি পুরাতন মালদার নিত্যানন্দপুর এলাকায়। এদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ সাহাপুর গার্লস হাইস্কুলের সামনেই একাংশ ছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে একটি পরিত্যক্ত বাড়ির ছাদ থেকে ওই যুবক অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করছিল বলে অভিযোগ। এমনকী নানাভাবে স্কুলছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করার চেষ্টা চালায় অভিযুক্ত ওই যুবক বলে অভিযোগ। ওই যুবকের এমন অশ্লীল আচরণে উপস্থিত একাংশ ছাত্রীরা রীতিমতো ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। বেশ কিছু ছাত্রীরা চিৎকার, চেঁচামেচির পাশাপাশি কান্নাকাটিও শুরু করে দেয়। সেই সময় ওই স্কুলের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল পুলিশের পিঙ্ক মোবাইল টিমের গাড়ি। পুলিশের নজরে বিষয়টি আসলে অভিযুক্ত যুবককে ধাওয়া করে ধরে ফেলে।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই পিঙ্ক মোবাইল টিমের টহলদারির দায়িত্বে ছিলেন এসআই ভানুমতী সিংহ। তিনিই প্রথমে ওই স্কুল ছাত্রীদের বিষয়টি জানতে পারেন। এরপরই অভিযান চালিয়ে ওই যুবককে প্রথমে আটক করলেও পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো এদিন সাহাপুর গার্লস হাইস্কুলের আসছিলেন ছাত্রীরা। সেই সময় স্কুলের পাশের একটি পরিত্যক্ত বাড়ির ছাদ থেকেই আচমকায় ওই যুবক কুরুচিকর মন্তব্যের পাশাপাশি অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে বলে অভিযোগ। বিষয়টি কিছু ছাত্রী দেখতে পেয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এরপরই পুলিশি অভিযানে ধরা পড়ে যায় ওই যুবক।

সাহাপুর গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ঝর্ণা ঝা জানিয়েছেন, এদিন সকাল ১০টা ১০ মিনিটে নাগাদ স্কুল চত্বরর বাইরে এমন ঘটনা ঘটেছে। যদিও ওই স্কুলের একাংশে এখনো সীমানা পাঁচিল নেই। ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে এক যুবক অশ্লীল আচরণ করছিল বলে জানতে পারি। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই যুবককে আটক করে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় সুমিত দাসের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এদিকে ছাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পিঙ্ক মোবাইলের এই দ্রুত পদক্ষেপ অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা।

নেপাল সীমান্ত পরিদর্শনে রাজ্যপাল, ভারতের নিরাপত্তা নিয়ে আশ্বস্ত বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নেপাল সীমান্ত পরিদর্শনে গিয়ে ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তার ওপর ভরসা রাখার আহ্বান জানালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বুধবার সীমান্ত পরিদর্শনের পর তিনি বলেন, 'ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী সর্বোচ্চ দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে, ফলে দেশ ১০১ শতাংশ নিরাপদ।'

সীমান্ত পরিদর্শন ও স্থানীয়দের সঙ্গে মতবিনিময় এই দিন শিলিগুড়ির কাছের খড়িবাড়ি ব্লকের পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত এলাকা ঘুরে দেখেন রাজ্যপাল। তিনি মেচি নদী সংলগ্ন এলাকাও পরিদর্শন করেন এবং সেখানে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে খোঁজখবর নেন এবং আশ্বস্ত করেন যে সরকার তাঁদের কল্যাণে কাজ করে চলেছে।

এরপর পানিট্যাঙ্কি বর্ডার আউটপোস্টে গিয়ে এসএসবি (সশস্ত্র সীমা বল)-র আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে সীমান্ত নিরাপত্তা এবং স্থানীয় উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা হয়। সীমান্ত নিরাপত্তায় এসএসবি-র ভূমিকা নিয়ে দরজা ভাষাতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যপাল বলেন, 'নেপাল সীমান্তে এসএসবি প্রশংসনীয় কাজ করছে। সীমান্তে নিরাপত্তা বজায় রাখার পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও সুসম্পর্ক গড়ে তুলছে। ভারত-নেপালের ঐতিহাসিক বন্ধুত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' সীমান্তবাসীদের উন্নয়নে কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়েও প্রশংসা করেন রাজ্যপাল।

সীমান্ত এলাকায় উন্নয়ন প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসব প্রকল্প সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়ক হচ্ছে এবং জাতীয় নিরাপত্তাকে আরও মজবুত করছে।'

উল্লেখ্য, দু'দিনের উত্তরবঙ্গ সফরের অংশ হিসেবে মঙ্গলবার রাজ্যপাল ভারত-ভূটান সীমান্তে টোটোপাড়া পরিদর্শন করেন। সেখান থেকে ফিরে বুধবার তিনি ভারত-নেপাল সীমান্তে যান এবং পরিদর্শন শেষে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন।

রাজ্যপালের এই সফর সীমান্ত নিরাপত্তা এবং স্থানীয় উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার বার্তা বহন করে। ভারত-নেপাল সম্পর্ক এবং সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করতে কেন্দ্র ও রাজ্য প্রশাসনের সমন্বিত প্রচেষ্টার কথাও তিনি তুলে ধরেন।

বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বিনামূল্যে ফেরি পারাপার খানাকুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সাধারণ মানুষের স্বার্থে বিনামূল্যে পঞ্চায়েতের উদ্যোগে চালু হল ফেরি পারাপার। খানাকুলের নতিবপুর দুই নম্বর পঞ্চায়েতের দৌলতচক খোঁরার ঘাটে এই পরিষেবা চালু হয়। জানা গেছে, মুণ্ডেশ্বরী নদীর এই খোঁরার ঘাটে ফেরি পারাপারের দাবি ছিল বহু দিনের। এলাকার মানুষের দাবি, তাদের নদীর ওপারে যেতে হলে প্রায় আট কিলোমিটার ঘুরে কংক্রিটের ব্রিজ পেরিয়ে চাষের কাজ সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে যেতে হত। এর ফলে একদিকে যেমন বহু সময় নষ্ট হত তেমনি চাষের জমিতে কাজ করে ক্লান্ত শরীরে আট কিলোমিটার ঘুরে বাড়ি ফিরে আসতে কষ্ট হত। এই জন্য স্থানীয় মানুষ তথা চাষিরা পঞ্চায়েতে ও স্থানীয় বিধায়ক সুশান্ত ঘোষকে জানান। এরপর বিধায়ক স্থানীয় পঞ্চায়েতকে নির্দেশ দেন ওই ঘাটে নৌকো চলাচলের ব্যবস্থা করতে। সেই মতো স্থানীয় পঞ্চায়েত খোঁরার ঘাটে নৌকো চলাচলের ব্যবস্থা করে। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের বন্যায় ওই ঘাটে অস্থায়ী কাঠের সেতু ভেঙে যায়। ফলে দৌলতচক, পলাশপাই এক নম্বর অঞ্চল সহ বিস্তৃর্ণ এলাকা মানুষ সমস্যায় পড়েন। মুচিঘাট ও হরিশচক ঘুরে চাষিদের ও স্থানীয় সাধারণ মানুষকে নদীর

ওপারে কাজে যেতে হচ্ছিল। এই রকম পরিস্থিতিতে নৌকো চলাচল শুরু হওয়ায় খুশি চাষি মহল। মূলত, এই ফেরি পারাপার চালু হওয়ায় সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে চাষিরা। তারা নদীবাঁধ সংলগ্ন এলাকায় রবি ফসল থেকে শুরু করে বোরো ধান চাষ করে। মুণ্ডেশ্বরী নদীর দুই পারে ওই এলাকার মানুষকে চাষের কাজে যাতায়াত করতে হয়। এই বিষয়ে ওই এলাকার চাষি অতনু দোলুই বলেন, ফেরি পারাপার চালু হওয়ায় চাষিরা খুবই উপকৃত হল। বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতের উদ্যোগে আপাতত একটি নৌকো চলাচল করবে। এতে করে আমাদের আর আট কিলোমিটার ঘুরে বাড়ি আসতে অথবা জমিতে কাজ করতে যেতে হবে না। এখন আলু তোলার কাজ হচ্ছে। বহু চাষের শ্রমিক নদীর দুই পারে যাতায়াত করছে। অপরদিকে খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, আমরা সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করছি। বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত সমাজের সকল স্তরের মানুষের পাশে আছে। মূলত চাষিদের কথা ভেবেই এই নৌকো সার্ভিস চালু করা হয়। চাষিরাই দেখাশোনা করবে। সবমিলিয়ে দৌলতচক এলাকায় এই ফেরি পারাপার চালু হওয়ায় খুশি হাওয়া চাষি মহলে।

নাবালিকাকে অপহরণের চেষ্টা, আটক ২ ফেরিওয়ালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে বুধবার দুপুরে খড়ার পুরসভা এলাকার এক নাবালিকাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে দুই ফেরিওয়ালাকে আটক করেছে পুলিশ। নাবালিকার পরিবার সূত্রে জানা যায়, পরিবারের কেউ বাড়িতে ছিলেন না। সেই সুযোগ নিয়েই দুই ফেরিওয়ালা বাড়িতে ঢুকে নাবালিকাকে একা পেয়ে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। নাবালিকা মেয়েটি ভয়ে চিৎকার শুরু করে। তার চিৎকার শুনে পাড়া-প্রতিবেশীরা জড়ো হতে শুরু করে। পাড়ার লোকজনদের দেখে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে দুই ফেরিওয়ালা। কিন্তু পাড়ার লোকজন তাদের দৌড়ে ধরে ফেলেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে দুই ফেরিওয়ালাকে আটক করে ঘাটাল থানায় নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। করেছে ঘাটাল থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে খড়ার পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিশ্ব ক্রেতা অধিকার দিবস পালন সিউড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: বর্তমান জীবন শৈলীর সঙ্গে তাল রেখে পরিবর্তন ঘটছে ক্রেতার ভাবনায়। বিশ্ব ক্রেতা অধিকার দিবসের প্রাক্কালে সিউড়ি লিজ ক্লাবে উপভোক্তা দপ্তরের উদ্যোগে এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রেরণা সিউড়ি বীরভূমের ব্যবস্থাপনায় বুধবার অনুষ্ঠিত হল ক্রেতার অধিকার শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন করেন বীরভূম জেলা পরিষদের খাদ্য-কর্মাধ্যক্ষ অরুণ চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক উন্নয়ন বিশ্বজিৎ মোদক, বীরভূম জেলা ফুড সেফটি ইন্সপেক্টিং অফিসার প্রসেনজিৎ বটব্যাল, খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক আয়েশা খাতুন, বীরভূম আঞ্চলিক শাখার উপভোক্তা ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন কেন্দ্রের উপঅধিকত্তা মুকুন্দলাল মণ্ডল। বিশ্ব ক্রেতা সুরক্ষা দিবসে ক্রেতার অধিকার ও দিবসের তাৎপর্য বিষয়ে আলোচনা করেন ক্রেতা সুরক্ষা আধিকারিক বিধুভূষণ সাহা। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রেরণা সিউড়ি বীরভূমের সম্পাদক মৃণালজিৎ গোস্বামী স্বাগত ভাষণে ক্রেতার অধিকার বিষয়ে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপভোক্তা দপ্তরের সহযোগিতায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রেরণা কাজ করে চলেছে।

ছেলেধরা সন্দেহে মহিলাকে হেনস্থার অভিযোগ, ২ যাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হরিপাল লোকালে ছেলে ধরা সন্দেহে এক মহিলাকে হেনস্থার ঘটনা। এর জন্য মানুষের অসহিষ্ণুতাকেই দায়ী করছেন সমাজবিজ্ঞানীরা। ছেলেধরা সন্দেহে আইন হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা রুখতে অনেক দিন থেকেই প্রচার চালাচ্ছে পুলিশ।

একমাসের অসুস্থ বোনপোকে কলকাতায় ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাবেন বলে অফিস টাইমে সিঙ্গুর থেকে কোনও রকমে ভিড়ে ঠাসা ডাউন হরিপাল-হাওড়া লোকালে উঠেছিলেন সিঙ্গুর সাতমন্দির তলার বাসিন্দা পূর্ণিমা দাস। কিন্তু সেই ট্রেনে উঠতে পারেনি শিশুটির বাবা-মা। তাতেই কিছুটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলেন পূর্ণিমা। উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি তাঁদের ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও ঠিক সেই সময় তাঁর মোবাইল ফোনটি বন্ধ হয়ে যায়। তাতে তিনি আরও ঘাবড়ে যান। সেই সময় তাঁকে দেখে ছেলেধরা বলে সন্দেহ করে নেন কয়েকজন যাত্রী। এরপরই পুলিশের মতো জেরা শুরু করে দেন ওই সব যাত্রীরা। এতে মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন পূর্ণিমা।

সেই সুযোগে যাত্রীদের মধ্যেই কেউ বা কারা তার ছবি মোবাইল ফোনে ক্যামেরাবন্দি করে সমাজ মাধ্যম ছড়িয়ে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে সেটা ভাইরাল হয়ে যায়। শেওড়াফুলিতে ট্রেনটি থামতেই হট্টগোল শুনে জিআরপির লোকেরা কামরায় উঠে মহিলাকে ও শিশুকে কোনও মতে উদ্ধার করে। পরবর্তী ট্রেনে শিশুর বাবা-মা এসে শেওড়াফুলি স্টেশনে জিআরপির সঙ্গে যোগাযোগ করে। সব ঘটনা জানার পর জিআরপির সহযোগিতায় শিশু ও তাঁর পরিবারের লোকেরা কলকাতার দিকে রওনা দেয়।

যাঁরা ওই মহিলার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন তাদের একজন সিঙ্গুর থানার দিয়ারার বাসিন্দা সুমন সাঁতরা। পুলিশের কাছ থেকে আসল সত্যটা জানার পরও তিনি নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন। বলেন, 'আমি ওই ট্রেনের কামরায় ছিলাম না। আমার বাড়ি সিঙ্গুরের দিয়াড়াতে। আমি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ছবিটা পেয়েছিলাম। আমি সেটাকেই পোস্ট করেছিলাম। শেওড়াফুলি জিআরপি আমাকে ফোন করে আসল ঘটনা জানিয়েছে। সবটা শুনে আমার খুব খারাপ লেগেছে। আমি খুবই লজ্জিত। আর কখনও কোনও খবরের সত্যতা যাচাই না করে পোস্ট করব না। এটা জানার পরই আমার অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট ডিলিট করে দিয়েছি।'

জিআরপি সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রেনের কামরায় পূর্ণিমাকে হেনস্থা করার ঘটনায় দুই মহিলা যাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তারাও নিজেদের ভুল স্বীকার করেছে। আবেগ ও উত্তেজনার বশে তারা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে জানিয়েছে। সমাজকর্মী সমীর সাহার ব্যাখ্যা, 'যত দিন যাচ্ছে মানুষের অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। কোনও কিছু গভীরে গিয়ে ভাবার অবকাশ নেই কারও। শুধু নিজে ভাল থাকব, এই মানসিকতা থেকে মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা বাড়ছে। ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে তার চাহিদাগুলো না মিটলে সে ক্ষিপ্ত এবং অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। এটা এক ধরনের সংক্রামক সামাজিক ব্যাধি।'

লালবাঁধের জলে মেধাবী পরীক্ষার্থীর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: বাঁকুড়া জেলা বিষ্ণুপুর পুরসভার উচ্চ মাধ্যমিকের মেধাবী পরীক্ষার্থী সৌমেন ঘোষ। মঙ্গলবার দুপুর থেকে নিখোঁজ থাকার পর রাতে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয় বিষ্ণুপুরের লালবাঁধের জলে।

জানা যায়, মঙ্গলবার উচ্চমাধ্যমিকের কেমিস্ট্রি পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরেছিল সৌমেন ঘোষ তারপর বিকেল তিনটে নাগাদ জেরক্স করার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় সৌমেন। দীর্ঘ সময় বাড়ি ফিরে না আসলে বাড়ির লোক এবং আত্মীয়রা খোঁজাখুঁজি শুরু করে তার। অসহায় হয়ে পরিবার দ্বারস্থ হয় বিষ্ণুপুর থানায়। বেশ কয়েক ঘণ্টা হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজি করার পর জানা যায় বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যবাহী লালবাঁধের পাড়ে সৌমেনের সাইকেল এবং প্যান্ট জামা পড়ে রয়েছে। তখনই সন্দেহ হয় প্রতিবেশীদের। গভীর রাতেই বিষ্ণুপুরের বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তরের কর্মীরা বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে তারপর জলের তলা থেকে সৌমেনের নিথর দেহ উদ্ধার হয়। এরপর মৃতদেহ নিজেদের হেপাজতে নেয় বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে। সঠিক কারণ খোঁজার চেষ্টা করছে পুলিশ। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

ঝাঁটা কোদাল হাতে সাফাইয়ে পুর চেয়ারম্যানরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: বুধবার সকাল সকাল হাতে ঝাড়ু নিয়ে ডেঙ্গু বিজয় অভিযানে নামলেন চন্দ্রকোনা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রতিমা পাত্র। ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করলেন পুরসভা চত্বর। প্রতিদিনই সাফাই করা হলেও বুধবার জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের নির্দেশ মতো বিশেষ ডেঙ্গু বিজয় অভিযান হয়। পুরসভার অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে ঝাড়ু হাতে অভিযানে যোগ দেন চেয়ারম্যান প্রতিমা পাত্র। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য সম্প্রতি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে চন্দ্রকোনা পুরসভা। এদিনের বিশেষ কর্মসূচিতে চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতাল, বিডি অফিস সহ একাধিক এলাকা সাফাই করা হয়। সাফাই অভিযানের নেতৃত্ব দেন চেয়ারম্যান। উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রকোনা ২ ব্লকের বিডিও উৎপল পাইক, বিএমওএইচ স্বপ্ননীল মিস্ত্রি সহ পুরসভার অন্যান্য কাউন্সিলররা।

এদিন রামজীবনপুর পুরসভাও ডেঙ্গু বিজয় অভিযান কর্মসূচিতে বিশেষ প্রচার চালিয়েছে। চেয়ারম্যান কল্যাণ তিওয়ারিকে কোদাল হাতে সাফাই করতে দেখা গেছে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর রামজীবনপুর পুরসভাকেও সাফাই অভিযানের জন্য পুরস্কৃত করেছে। বুধবারের বিশেষ কর্মসূচিতে চেয়ারম্যান উপস্থিত থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র, বাসস্ট্যান্ড সহ একাধিক জায়গা সাফাই করিয়েছেন।

দোল ও হোলি উপলক্ষে কাঁকসা থানায় সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আসন্ন দোল ও হোলি উৎসবকে সামনে রেখে বুধবার সকালে কাঁকসা থানায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল, কাঁকসা থানার আইসি, কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নব কুমার সামন্ত,জেলা পরিষদের সদস্য সমীর বিশ্বাস, কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের সভাপতি রাজেশ কোনার, বিশিষ্ট সমাজসেবী পল্লব ব্যানার্জি সহ বিভিন্ন ক্লাব ও পানাগড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা পানাগড় বাজারের মসজিদের ইমাম ও এলাকার বিশিষ্টজনেরা। জানা গিয়েছে দোল উৎসবের পাশাপাশি হোলি উৎসবটাও পানাগড়ে মহা ধুমধামে পালিত হয়। তাই এলাকায় যাতে এই দুই দিন কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে পুলিশের কড়া নজরদারি রাখা হবে।জাতীয় সড়কে বা রাজ্য সড়কগুলিতে যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্যও পুলিশ নজরদারি রাখবে। একই সঙ্গে এই দু'দিন সাধারণ মানুষ যাতে ক্যামিক্যাল জাতীয় রং ব্যবহার না করে ভেষজ রং ও আবির ব্যবহার করে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করে সেই আবেদন করা হয়। এছাড়াও দোল ও হোলির দিনে ডিজে বক্স বাজানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন।

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে কাকাকে খুনের অভিযোগ, গ্রেপ্তার বউদি ও ভাইপো

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে কাকাকে ইট এবং হাতুড়ি দিয়ে মেরে খুন, বউদি ও ভাইপো গ্রেপ্তার। ইট এবং হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে এক ব্যক্তিকে খুনের অভিযোগ উঠল বউদি ও ভাইপোর বিরুদ্ধে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ব্যক্তির নাম হানেফ মণ্ডল। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ থানার চাঁদা জামতলা এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছে দুই পরিবারের মধ্যে। বুধবার সকালে জমি নিয়ে মৃত হানেফ মণ্ডলের সঙ্গে ঝামেলা শুরু হয় তার দাদার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। পরিবারের সদস্যদের দাবি এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইয়ানুর মণ্ডল ও তার মা আজিফা মণ্ডল হানেফ মণ্ডলকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং তার উপরে চড়াও হয়। মাটিতে ফেলে তাকে ইট ও হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে তারা। তাদের মারে হানেফ মাটিতে লুটিয়ে পরলে খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে ডাক্তার হানেফকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে বনগাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে হানেফের পরিবার। অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি করেছে তারা। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত ইয়ানুর মণ্ডল এবং তার মা আজিফা মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে বনগাঁ থানার পুলিশ।

ভূতুড়ে ভোটার খুঁজতে বাড়ি বাড়ি তৃণমূল কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভোটার তালিকায় ভুয়ো নাম অন্তর্ভুক্তির অভিযোগের পর নবান্নের কড়া বার্তা পেয়েই একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে পূর্ব বর্ধমান জেলা নেতৃত্ব। মহারাষ্ট্র ও দিল্লির সাম্প্রতিক নির্বাচনে ভোটার সংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি নিয়ে বিরোধীরা তথ্য-সহ অভিযোগ তুলেছে। এমনকি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জিও এই নিয়ে সরব হয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, প্রকৃত ভোটারদের বাদ দিয়ে বহিরাগতদের নাম জুড়ে দেওয়া হচ্ছে ভোটার তালিকায়।

এই অভিযোগকে ঘিরে তৈরি হয়েছে তীব্র চাঞ্চল্য। নবান্নের নির্দেশের পর পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন ব্লকে ভোটার তালিকা যাচাই করার কাজ শুরু হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে জামালপুর ব্লকেও তৎপর হয়েছে প্রশাসন। বিশেষ করে জামালপুর ব্লকের জামালপুর এক গ্রাম পঞ্চায়েতে ভোটার তালিকা পুনঃতদন্তে মাঠে নেমেছেন বর্ধমান জেলার যুবর সভাপতি তথা উপপ্রধান সাহাবুদ্দিন মণ্ডল ওরফে পঞ্জাব।

জানা গিয়েছে, জামালপুর ব্লকের ১৩৯, ১৪৩ ও ১৪৪ নম্বর বুথের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকার স্ক্রুটিনি শুরু করেছেন সাহাবুদ্দিন মণ্ডল। ভোটারদের নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য তথ্য পুনরায় যাচাই করা হচ্ছে। ভুয়ো নামের সন্ধান পেতে একাধিক দল মিলে এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় সূত্রের খবর অনুযায়ী, এই অভিযান চলছে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। একদিকে যেমন প্রকৃত ভোটারদের তালিকায় রাখা হচ্ছে, তেমনই সন্দেহজনক নামগুলিকে আলাদা করে নথিভুক্ত করা হচ্ছে। সঠিক তথ্য যাচাইয়ের জন্য ভোটারদের বাড়িতে গিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে তালিকার নির্ভুলতা।

বিরোধীদের দাবি, ভুয়ো ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কাণ্ড ঘটানো হচ্ছে। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, কোনো রকম অসঙ্গতি পেলেই তা সংশোধন করা হবে। এই প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ এবং নির্ভুল করার জন্য প্রশাসন কাজ করে চলেছে। জামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সাহাবুদ্দিন মণ্ডল জানান, 'নবান্নের নির্দেশের পর আমরা সতর্ক হয়েছি। আমরা চাই প্রতিটি ভোটার সঠিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকুক। কোনো ভুলের সুযোগ দেওয়া হবে না।'

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে এলাকার রাজনৈতিক মহলেও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিরোধীরা বিষয়টি নিয়ে সরব হলেও, প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এখন দেখার বিষয়, এই পুনরায় যাচাইয়ের প্রক্রিয়া কতটা কার্যকর হয় এবং ভুয়ো ভোটারদের নাম সরাতে কতটা সফল হয় প্রশাসন।

দু'টি মন্দিরে চুরির অভিযোগে মুদ্রা, টাকা, প্রতিমার চেন সহ গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ৯/১০.০৩.২৫ তারিখে রাতে কোন্নগর বাটা মোড়ের দু'টি মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটে। সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির এবং শনি মন্দিরের প্রণামী বাক্স ভেঙে দুষ্কৃতীরা সেখান থেকে পুরানো মুদ্রা এবং কিছু নগদ টাকা নিয়ে যায়। ভোরে উত্তরপাড়া থানায় নাকা চলাকালীন, নবগ্রামের সৌমেন চৌধুরী (২৮) নামে একজন সন্দেহভাজনকে একটি ব্যাকপ্যাক বহন করে সাইকেলে চলাফেরা করতে দেখা যায়। তল্লাশির সময়, তার ব্যাকপ্যাকের ভিতরে একটি তালা ভাঙার সরঞ্জাম পাওয়া যায়। আরও জিজ্ঞাসাবাদে, সে স্বীকার করে যে সে ওপরের দুটি মন্দিরে চুরি করেছে। তার কাছ থেকে কিছু মুদ্রা, নগদ টাকা এবং একটি প্রতিমার চেইনও উদ্ধার করা হয়েছে।

হিলিতে দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: হিলিতে দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব বিধানসভাতে। বিধানসভার পাশাপাশি রাজ্যের দমকল মন্ত্রীর সঙ্গে ও এই বিষয়ে কথা হয়েছে বলেই জানালেন বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অশোক কুমার লাহিড়ি। এদিন একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে পুরো বিষয়টি সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন তিনি। জানা গিয়েছে, হিলি ব্লকের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি রয়েছে দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলার। এর ফলে সেখানে আগুন নেভানো সহ বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগের মোকাবিলা করতে সুবিধা হবে। প্রযুক্তির প্রয়োগ ও কেন্দ্রীয় ভাবে নজরদারির আওতায় দমকল ব্যবস্থাপনাকে গড়ে তোলার দাবি এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের। প্রশাসনের পাশাপাশি ব্লকের বাসিন্দারা দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব জানিয়েছিলেন বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়কের কাছে।

এবার সেই দাবি বিধানসভার পাশাপাশি রাজ্যের দমকল মন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেছেন বলেই জানান বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অশোক কুমার লাহিড়ি। তিনি বলেন, 'হিলিতে দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব বিধানসভায় তুলে ধরার পাশাপাশি রাজ্যের দমকল মন্ত্রীকে জানিয়েছিলাম। হিলিতে দমকল কেন্দ্র করে তোলার বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে হিলিতে দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলার বিষয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

নুরজাহানের তৈরি আবিরে সাজবে গুড়িয়া, অনীতারা

মনোজ চক্রবর্তী

উলুবেড়িয়া: আর দু'দিন পরেই দোল উৎসব। ফাগুনের ফাগে রেঙে উঠবে সকলে। কিন্তু আক্ষরিক অর্থ যার আলো-সেই নুরজাহানের জীবনে স্বাভাবিক আলো আসেনি। জীবন স্রোতের ঘূর্ণিপাকে আজ তাঁর ঠাঁই হাওড়ার জয়পুর থানার পারবাকসীতে অবস্থিত সরকার পোষিত একটি হোমে।

আর কদিন পরেই দোল। বলাই বাহুল্য বসন্তের এই দিনে সেজে ওঠে প্রকৃতি থেকে মানুষের মন। চারিদিকে আবির খেলা চলে। আর এই আবির এবার তৈরি হচ্ছে হাওড়া সরকার পোষিত ওই হোমে। নেতৃত্বে

নুরজাহান। প্রকৃতি থেকে অপরাজিতা, জবা, বক ফুলগুলি সংগ্রহ করে তা শুকিয়ে তাকে ডাস্ট করে পাউডারের সঙ্গে মিশিয়ে ভেষজ আবির তৈরি করেছে নুরজাহানরা। না কোনও বিপণনের জন্য নয়, বরং নিজেদের তৈরি প্রাকৃতিক আবির নিজেরাই মেখে রঙিন হবে এখানকার দেড় শতাধিক কিশোরী। যাদের শেষ ঠিকানা এই হোম। ভবিষ্যত জীবনে বসন্ত আসবে কিনা, তা সময় বলবে। কিন্তু বসন্ত উৎসবে সামিল হতে নূরজাহানের তৈরি আবিরেই রেঙে উঠবে গুড়িয়া, প্রিয়ারা। প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক তন্ময় সাউ জানিয়েছেন, 'এই উদ্যোগ কয়েক বছর আগে নেওয়া হয়। আবাসিক থেকে শুরু করে কর্মীরা নিশ্চিত থাকেন এই আবির মেখে। আমরা খুশি এই দৃষ্টান্ত রাখতে পেরে।'

রোহিত ২০২৭ বিশ্বকাপে খেলতে চান, বললেন পন্টিং

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের অধিনায়কত্ব পেয়েছেন ২০২১ সালে। এ চার বছরে জিতেছেন আইসিসি ইভেন্টের দুটি বড় শিরোপা। গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও এবার চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। এর মধ্যে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি শুরুর আগেই গুঞ্জন উঠেছিল, এই টুর্নামেন্ট খেলেই হয়তো ওয়ানডে ছেড়ে দিতে পারেন রোহিত। রোহিতের বয়স তো আর কম হলো না! এপ্রিলে ৩৮-এ পা দিতে যাচ্ছেন ভারত অধিনায়ক।

সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে রোহিত যেভাবে এ সংস্করণ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন, চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও তেমন কিছু দেখা যেতে পারে, এ ভাবনাও ছিল অনেকের। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ফাইনাল জয়ের পর রোহিত সে সম্ভাবনা উড়িয়ে সংবাদ সম্মেলনে শেষ দিকে বলে গেছেন, 'আমি এ সংস্করণ (ওয়ানডে) থেকে অবসর নিচ্ছি না। আর কোনো গুঞ্জন যেন না হয়, তা নিশ্চিতের জন্য বলছি।'

অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক রিকি পন্টিং রোহিতের এ বিবৃতির অন্তর্নিহিত বার্তাটা ধরার চেষ্টা করেছেন। আইসিসি রিভিউয়ে সঞ্চালক ক্রিস্টাল আর্নল্ডকে পন্টিং এ নিয়ে নিজের ভাবনাটা বলেছেন। তাঁর মতে, রোহিতের এ ঘোষণার পেছনে নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য আছে। আর সে লক্ষ্যটা হলো ২০২৭ বিশ্বকাপে খেলা।

তিনবার বিশ্বকাপজয়ী অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি বলেছেন, 'ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ে চলে এলে সবাই আপনার অবসরের জন্য অপেক্ষা করে। আমি জানি না কেন, যখন আপনি খেলতে পারছেন, সে যেমন খেলল (ফাইনাল), আমার মনে হয় সে চিরতরে এমন প্রশ্ন ওঠা বন্ধ করতে বলেছে, না, আমি এখনো ভালো খেলছি। আমি এই দলে খেলতে ভালোবাসি। এই দলকে নেতৃত্ব দিতে ভালোবাসি।'

পন্টিং এরপর বলেছেন, 'আমার মনে হয় সে যেটা বলেছে, তার অর্থ হলো, অবশ্যই সে আগামী (২০২৭) বিশ্বকাপে খেলার কথা ভাবছে।'

সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ২০২৩ সালে ভারতে হয়েছে। সেবার রোহিতের নেতৃত্বে ফাইনালে উঠে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারে ভারত। পন্টিংয়ের বিশ্বাস, ২০২৩ বিশ্বকাপে সেই অসমাপ্ত কাজই ২০২৭ বিশ্বকাপে শেষ করতে চান রোহিত, 'আমার মনে হয়, সর্বশেষ বিশ্বকাপে হার এবং নেতৃত্বে সে,ই ছিল, বিষয়টি তার মাথায় কাজ করেছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পাশাপাশি বিশ্বকাপ জয়ের জন্য সে আরেকবার চেষ্টা করবে। আর চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ফাইনালে সে যেমন খেলেছে, তেমন খেলতে দেখলে কেউই বলবে না তার সময় ফুরিয়েছে।'

২০২৭ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ায়।

বেঙ্গল ক্রিকেট কোচেস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে কোচ তৈরির দায়িত্বে সন্দীপ পাটিল

বেঙ্গল ক্রিকেট কোচেস অ্যাসোসিয়েশন ও শ্রাচী স্পোর্টস গ্রুপের সহায়তার বাংলার কোচেদের লেভেল ওয়ান কোর্সে কোচেদের সঙ্গে মধ্যমণি সন্দীপ পাটিল।

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলার প্রতিভাবান ক্রিকেটার খুঁজে বের করতে ভাল জহুরী দরকার। এমনটাই মনে করেন বেহালা ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের প্রধান কোচ বিশ্বজিৎ মুখার্জী। তাই তাঁর উদ্যোগেই সম্প্রতি বাংলায় কোচিং শেখিয়ে গেলেন প্রাক্তন এনসিএ ডিরেক্টর ও প্রাক্তন প্রধান নির্বাচক ও প্রাক্তন জাতীয় দলের খেলোয়াড় সন্দীপ পাটিল। এছাড়াও ছিলেন এনসিএ'র প্রাক্তন ব্যাটিং প্রধান দীনেশ নানাবতী ও প্রাক্তন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটার গৌতম সোম। সম্প্রতি বেঙ্গল ক্রিকেট কোচেস অ্যাসোসিয়েশন ও শ্রাচী স্পোর্টস গ্রুপের সহায়তার বাংলার কোচেদের লেভেল ওয়ান কোর্স করানো হল। পাঁচদিনের এই লেভেল ওয়ান কোর্স করান সন্দীপ পাটিলরা। মোট ২৬ জন কোচকে এই লেভেল ওয়ান কোর্স করানো হয়। বিশ্বজিৎ মুখার্জী জানান. ভবিষ্যতেও এভাবে আরও কোচিং কোর্স করানো হবে। বেঙ্গল ক্রিকেট কোচেস অ্যাসোসিয়েশনের মূল উদ্দেশ্যই হল, লেভেল ওয়ান গ্রেডের কোচ যাতে বাংলা আরও বেশি পায়। তার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কোচিংয়ে আগ্রহীদের নিয়ে বিবেকানন্দ পার্কে করা হয়েছিল একদিনের কোচিং ওয়ার্কশপ। যার মূল কোর্স করালেন সন্দীপ পাটিলরা।

ইডেনে শুরু নাইটদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্ব
অনুশীলনের আগে উইকেট পুজো অধিনায়ক রাহানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বারের মতো এ বারেও ইডেনে উইকেট পুজো করে মরসুম শুরু করলেন অজিঙ্ক রাহানেরা। ২২ মার্চ থেকে শুরু আইপিএল। তার আগে বুধবার থেকে শুরু হল কলকাতা নাইট রাইডার্সের চূড়ান্ত অনুশীলন পর্ব। তার আগে উইকেট পুজো করলেন অধিনায়ক রাহানে। সঙ্গী কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত।

গত বার ইডেনে উইকেট পুজো করেছিলেন রিঙ্কু সিংহ। গত বার আইপিএলও জিতেছিল কেকেআর। এ বারেও তাই উইকেট পুজো করে শুরু করল তারা। বুধবার থেকে অনুশীলন শুরু হলেও দলের সব ক্রিকেটারেরা উপস্থিত ছিলেন না। এখনও পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী দলের বরুণ চক্রবর্তী এবং হর্ষিত রানা দলে যোগ দেননি। চোট পুরোপুরি সারেনি বলে যোগ দেননি উমরান মালিকও। তবে ইতিমধ্যেই কোচ, অধিনায়ক ছাড়াও শহরে চলে এসেছেন কুইন্টন ডি'কক, এনরিখ নোখিয়ে, মণীশ পাণ্ডের মতো ক্রিকেটারেরা। বুধবারই শহরে ঢুকবেন আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারাইনেরাও। কিছু দিনের মধ্যেই পুরো দল অনুশীলন শুরু করে দেবে। বুধবার বিকেলে তিন ঘণ্টা অনুশীলন করে কেকেআর।

এ বারের প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে ২২ মার্চ। যে হেতু কেকেআর গত বারের চ্যাম্পিয়ন, তাই তাদের ম্যাচ দিয়েই প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে। ইডেনেই হবে আইপিএলের

উদ্বোধন। প্রথম ম্যাচে নাইটদের সামনে বিরাট কোহলিদের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। নিয়ম মেনে চ্যাম্পিয়ন দলের শহরেই হবে ফাইনাল। তাই এ বারের ফাইনালও হবে ইডেনে।

লিগে ১৪টি ম্যাচের মধ্যে সাতটি ম্যাচ হবে ইডেনে। ২২ মার্চ বেঙ্গালুরু, ৩ এপ্রিল হায়দরাবাদ, ৬ এপ্রিল লখনউ, ২১ এপ্রিল গুজরাত, ২৬ এপ্রিল পঞ্জাব, ৪ মে রাজস্থান, ৭ মে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে খেলবে কেকেআর। ২৬ মার্চ রাজস্থান, ৩১ মার্চ মুম্বই, ১১ এপ্রিল চেন্নাই, ১৫ এপ্রিল পঞ্জাব, ২৯ এপ্রিল দিল্লি, ১০ মে হায়দরাবাদ ও ১৭ মে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে তারা।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরে গেলেন মাহমুদুল্লা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক মাহমুদুল্লা রিয়াদ। ৩৯ বছরের ক্রিকেটার বুধবার সমাজমাধ্যমে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। কয়েক দিন আগেই এক দিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেন উইকেটরক্ষক-ব্যাটার মুশফিকুর রহিম। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বাংলাদেশের ভরাডুবির পর দুই সিনিয়র ক্রিকেটারের ব্যর্থতা নিয়ে প্রবল সমালোচনা হয়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আর দেখা যাবে না মাহমুদুল্লাকে। বাংলাদেশ ক্রিকেটের সোনালি প্রজন্মের পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম ছিলেন মাহমুদুল্লা। মাশরাফি মোর্তাজা, তামিম ইকবাল আগেই অবসর নিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে। শাকিব দেশের হয়ে খেলতে পারছেন না বাংলাদেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে পোস্ট করে গ্রেপ্তার ২ মহিলা সাংবাদিক

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ: যে অসহিষ্ণুতা নিয়ে এতদিন বিজেপিকে তোপ দাগত কংগ্রেস, এবার তারা নিজেরাই সেই অসহিষ্ণুতার অভিযোগে বিদ্ধ। তেলঙ্গানায় মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির বিরুদ্ধে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে গ্রেপ্তার দুই মহিলা সাংবাদিক। ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ বিরোধী শিবিরের।

তেলঙ্গানার স্থানীয় সংবাদমাধ্যম পালস নিউজের এমডি পোগাদাদন্দ রেবতি এবং ওই সংবাদমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিক থানভি যাদব সোশাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত সংক্রান্ত একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন। সেই ভিডিও-তে তেলঙ্গানার এক কৃষকের সাক্ষাতকার রেকর্ড করা ছিল। ওই কৃষক সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে 'কুকথা' বলেছেন বলে অভিযোগ। ভিডিওটি নিজের হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন সাংবাদিক থানভি যাদব। তারপরই সেটা নিয়ে পুলিশে অভিযোগ করেন তেলঙ্গানা কংগ্রেসের সোশাল মিডিয়া টিমের প্রধান। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই

পোগাদাদন্দ রেবতি, থানভি যাদব এবং একজন সোশাল মিডিয়া ইউজারকে আটক করা হয়। এর মধ্যে দুই সাংবাদিককে গ্রেপ্তারও করা হয়।

পুলিশের অভিযোগ, যে ভিডিওটি ওই সংবাদকর্মী পোস্ট করেছেন, সেটা হিংসায় ইন্ধন দেওয়ার মতো, উস্কানিমূলক, এবং পালস টিভির তরফে ইচ্ছাকৃত অপপ্রচার চালানোর চেষ্টা। ওই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, আপত্তিকর পোস্ট এবং সংগঠিত অপরাধের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

দুই সাংবাদিকের গ্রেপ্তারিতে স্বাভাবিকভাবেই আসরে নেমেছে বিরোধী শিবির। বিরোধী দল ভারত রাষ্ট্র সমিতির নেতা কেটি রামা রাও সোজা রাহুল গান্ধিকে কাঠগড়ায় তুলে প্রশ্ন করছেন, 'এই আপনার মহব্বত কি দুকান? দুই মহিলা সাংবাদিককে এভাবে ভোররাতে তুলে নিয়ে গিয়ে গ্রেপ্তার করা হল, তাঁদের অপরাধ কী? আপনি যে সংবিধানের বই সবাইকে দেখান, সেটাতেও সাংবাদিকদের স্বাধীনতার কথাই বলা আছে।'

পাকিস্তান ট্রেন হাইজ্যাক: উদ্ধার ১৫৫ জন পণবন্দি, খতম ৩০ জন বিদ্রোহী

ইসলামাবাদ, ১২ মার্চ: মহিলা এবং শিশুদের ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে নিজেদের রক্ষা করতে চাইছে বালোচ বিদ্রোহীরা। ফলে উদ্ধারকারী দল চেষ্টা করেও বিদ্রোহীদের নিকেশ করতে পারছেন না। সবমিলিয়ে বালোচিস্তানে ট্রেন হাইজ্যাক হওয়ার পর একদিন কেটে গেলেও পণবন্দিদের সকলকে উদ্ধার করা যায়নি। তবে ৩০ জন বিদ্রোহীকে খতম করা হয়েছে বলে পাক নিরাপত্তাবাহিনী সূত্রে খবর।

মঙ্গলবার বালোচিস্তান প্রদেশের কোয়েটা থেকে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের পেশোয়ারে যাচ্ছিল যাত্রীবাহী জাফার এক্সপ্রেস। পাক সেনাকর্মী থেকে শুরু করে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই ও নিরাপত্তা বাহিনীর অনেকেই ছিলেন ওই ট্রেনে। সকাল ৯টা নাগাদ কোয়েটা থেকে ছাড়ে ট্রেনটি। এরপর দুপুর নাগাদ প্রায় ৫০০ যাত্রী-সহ এই ট্রেনের দখল নেয় বালোচ বিদ্রোহীরা। গোটা ঘটনার যে ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, রুক্ষ পাহাড়ি অঞ্চল থেকে যাওয়ার সময় হঠাৎ ট্রেনের সামনে ব্যাপক বিস্ফোরণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় ট্রেনটি।

যাত্রীদের পণবন্দি করার পাশাপাশি ট্রেনে থাকা নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের খুন করে বিদ্রোহীরা। পণবন্দিদের উদ্ধার করার চেষ্টা করলে সকলকে গলা কেটে খুন করা হবে বলে হুমকিও দেয় তারা। তবে সেই হুমকি উপেক্ষা করেই উদ্ধারকাজ শুরু করেছে পাক সেনা-সহ অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী।

আপাতত ১৫৫ জন পণবন্দিকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন গুরুতর আহত। এয়ারলিফট করে তাঁদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু মহিলা এবং শিশুদের মানবঢাল হিসাবে ব্যবহার করছে বিদ্রোহীরা। ফলে সরাসরি বিদ্রোহীদের আক্রমণ করতে পারছে না উদ্ধারকারী দল। সূত্রের খবর, শরীরে বিস্ফোরক বেঁধে পণবন্দিদের কাছে বিদ্রোহীরা দাঁড়িয়ে থাকছে। ফলে উদ্ধারকারীরা তাদের আক্রমণ করতে পারছেন না। যদিও পাক সেনার মতে, প্রত্যেক বিদ্রোহীকে খতম করাই তাদের উদ্দেশ্য। যদিও শোনা যাচ্ছে, পণবন্দিদের ট্রেন থেকে নামিয়ে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিদ্রোহীরা। সেখান থেকে সকলকে উদ্ধার করাটা যথেষ্ট চ্যালেঞ্জ হবে বাহিনীর কাছে।

BHATPARA MUNICIPALITY

NIT No-M-10/WWW/BM/-TENDER/09/2024-2025
Ref No-M-10/WWW/DR-2/2405 Dated 04/03/25

NIT are invited by the Executive officer, Bhatpara Municipality for 17 nos different type of works at water works deptt, under 15th Finance Tied FundTotal Estimated Amount 14.47 lacs. Last date of Application received is **21.03.2025 at 16.00 PM**

Sd/- **Executive Officer, Bhatpara Municipality**

TENDER

Tender is invited from NKDA empanelled **Architects & Engineers** within **14 days** of advertisement, for sanction of (G + 4 storied) HIG Building Plan at Plot No. IIIA/2304, Premises No. 49-0754, Action Area IIIA, New Town from NKDA for **AAIKYA Co-operative Housing Society Ltd.** to the email: **manishmishrairs@gmail.com**

OFFICEOF THE BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O-BANNYESWAR DIST:- MURSHIDABAD UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK

e–Tender are invalid through online Bid System under following. **1) N IeT NO:- 16/BANNYESWAR GP/5th SFC/2024-25, (2nd Call) DATE:-12.03.2025**
The last date for online submission of all tenderis **17.03.2025 up to 1 4:00 hours**
For details please visit website **htpp://wbtenders.gov.in** as office notice.
Sd/- Pro dhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ নং - কেপিএ-ইআরএস- ওটি-৪২-২৪-২৫, তারিখ ঃ ১০.০৩.২০২৫, ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৪৫ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং. কেপিএ-ইআরএস-ওটি-৪২-২৪-২৫, কাজের বিবরণ ঃ** "ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভের জন্য অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ৫৪০০ কেভিএ ট্রান্সফরমার- এর পুনর্বাসন, পরিমাণ ১০টি।" **টেন্ডার মূল্য ঃ** জিএসটি এবং অন্যান্য সকল চার্জ সমেত ২,৫৫,০০,৯৫০.০০ টাকা মাত্র; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ৩১.০৩.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টেয়; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৪ মাস। টেন্ডার নথি সংক্রান্ত সম্পূর্ণ বিবরণ ও অন্যান্য বিশদ দেখা যাবে যে ওয়েবসাইট থেকে ঃ **www.ireps.gov.in** টেন্ডার দরপ্রস্তাব ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতে হাতে প্রস্তাব দাখিল করা হলেও গৃহীত হবে না এবং সরাসরি বাতিল করা হবে।
(MISC-377/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ডেপুটি চিফ মোকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৪৫ কর্তৃক ক্যারেজ ওয়ার্কশপ/পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়াতে ওপেন টেন্ডারের ভিত্তিতে ০২ বছরের মেয়াদের জন্য বৈদ্যুতিক ভাবে পরিচালিক ৮০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন, মাল্টি ট্র্যাক ট্র্যাভার্সার এবং প্ল্যান্ট নং ঃ ১৮/২৩২-এর সিএএমসি-র জন্য জিইএম সার্ভিস টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **বিড নং ঃ জিইএম/২০২৫/ বি/৬০২৩২৪১, তারিখ ঃ ০৫.০৩.২০২৫, দর প্রস্তাব দাখিলের শেষ তারিখ/সময় ঃ** ২৬.০৩.২০২৫ সকাল ১১ টায়; **দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ/সময় ঃ** ২৬.০৩.২০২৫ সকাল ১১ টা ৩০ মিনিটে; **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** দরপ্রস্তাবের অনুমিত মূল্যের ২ শতাংশ অর্থাৎ ৮৮৯১১.০০ টাকা; **ইপিবিজি ঃ** পি.ও. মূল্যের ৩ শতাংশ, **টেন্ডারের অনুমিত মূল্য ঃ** ৪৪,৪৫,৫৬৭.৪০ টাকা; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২ বছর; **এস্টিমেট নং ঃ** এমসিপি/এমঅ্যান্ডপি/সিএএমসি/আলফা ট্র্যাভার/৮০টন/১৮-২৩২/এস্টিমেট/২০২৪-২৫ তারিখ ১৭.০২.২০২৫। জিইএম সার্ভিস বিডের নথি জিইএম সাইট (সরকারি ই-মার্কেটপ্লেস অর্থাৎ জিইএম পোর্টাল **https://gem.gov.in** -এ পাওয়া যাবে এবং অনলাইনে দর দাখিল করতে হবে এবং জিইএম পোর্টাল অর্থাৎ **https://gem.gov.in** -এর মাধ্যমেই অনলাইনে দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে।
(MISC-381/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly

Notice Inviting e-Tender

The EO Kh-II PS, **NIeT No.- 7/E.O. Kh-II/20234-25 (2nd Call), Date: 12.03.2025. (Tender ID: 2025_ ZPHD_826563_1),** for C.C. road Pritam Maity. Last date of bids ends on **03.04.2025 up to 06:00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
EXecutive Officer
Khanakul-II Panchayat Samity

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites sealed tender vide memo no.05/Computer Peripherals **/C.M/2024-2025, Dt:12-03-2025 & 06/Interactive panel without OPS /C.M/2024-2025, Dt: 12-03-2025 & 07/ Video Conference Setup /C.M/2024-2025, Dt:12-03-2025** for various works under Chakdaha Municipal area. For further information, please visit **www.chakdahamunicipality.com**

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. ওডি-এফই-এএমসিআর২-এইচডব্লুএইচ-২৫ তারিখঃ ১১.০৩.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (ইএনএইচএমঅ্যান্ডএফআরটি)/হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** সমগ্র হাওড়া ডিভিসনে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশন ও তার ইউনিট সমূহ, হেড কোয়ার্টার বিল্ডিং সমূহ এবং স্টেশন ওয়ারি স্থানসমূহে ৫/৬ কেজি ডিসিএম কার্ট্রিজ প্রেশারাইজড ধরনের, ৬ কেজি স্টোরড প্রেশার ধরনের, ৯ লিটার ওয়াটার মিস্ট ধরনের এবং ৪.৫ কেজি কার্বন-ডাই অক্সাইড ধরনের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি; **দরপ্রস্তাবের ধরন ঃ** সাধারণ টেন্ডার; **টেন্ডারের ধরন ঃ** ওপেন; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০২.০৪.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে; **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৪৪,৯৩,৪৪৭.৩২ টাকা; **দরপ্রস্তাবের স্টাইলঃ** প্রত্যেক তালিকাভুক্ত দফার একক দর; **বায়না অর্থ (টাকা)ঃ** ৮৯,৯০০.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্য (টাকা)ঃ** ০.০০; **চুক্তির ধরন ঃ** ওয়ার্কস-জেনারেল; **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ১৯.০৩.২০২৫; **দরপ্রস্তাবের র‍্যাঙ্কিং অর্ডার ঃ** সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ; **দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম; **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ** ১১.০৩.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ২৮ মিনিটে; **টেন্ডার আহ্বানকারী দপ্তর ঃ** মেক সিএন ডব্লু; **প্রস্তাবের বৈধতা (দিন)ঃ** ৬০; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৪ মাস; **চুক্তির বিভাগ ঃ** এক্সপেন্ডিচার; **ব্যয়ের ধরন ঃ** রাজস্ব।
(HWH-669/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ
টেন্ডার নোটিশ নং
এন-২৩৫-৬২ টেলি টেন্ডার ০১-২০২৫

ডে. চিফ সিগনাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/টেলি/এইচকিউ, এন ই রেলওয়ে, গোরক্ষপুর ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত মতে উপযুক্ততার যোগ্যতাবলি অনুযায়ী যথেষ্ট অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **১. টেন্ডার নং : এন-২৩৫-৬২ টেলি টেন্ডার ০১-২০২৫, ২. কাজের নাম :** এন ই রেলওয়ে গোরক্ষপুর, সিনি. সেকেন্ডারি স্কুল টেলিকম সুবিধার জন্য সংস্থান নিমিত্ত বিভিন্ন টেলিকম সরঞ্জামের সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষা এবং চালুকরণ, **৩. টেন্ডার মূল্য :** ৯৪৩১৫৫.৬৫ (নয় লাখ তেতাল্লিশ হাজার একশো পঞ্চান্ন টাকা এবং পঁয়ষট্টি পয়সা) টাকা, **৪. টেন্ডার জামিন : ১৮,৯০০ টাকা, ৫. টেন্ডারের বৈধতা : ৬০ দিন, ৬. টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ এবং খোলার তারিখ এবং সময় এবং স্থান :-** এন ই রেলওয়ে ডিএসটিই/টেলি এর অফিস, গোরক্ষপুর ০৯.০৪.২০২৫ বিকেল ৩ টা, **৭. সম্পাদনের মেয়াদ :** ০৩ (তিন) মাস, **৮.** টেন্ডারের যেকোনও পরিবর্তন মূল টেন্ডার নোটিশের সংশোধনী ইন্টারনেট ওয়েবসাইটে দেখতে হবে। **৯.** বিস্তারিত টেন্ডার নোটিশ, নথি, উপযুক্ততার যোগ্যতাবলি, নিয়ম এবং শর্তাদি পাওয়া যাবে ওয়েবসাইট **http://www.ireps.gov.in.** থেকে। **দ্রষ্টব্য :** টেন্ডারদাতাদের /ডাকদাতাদের অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সকল সম্পর্কিত তথ্য/বয়ান/পরিশিষ্ট টেন্ডারের সঙ্গে দাখিল করতে হবে।
ডে. চিফ সিগনাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/ টেলি/এইচকিউ।
CPRO/Signal-103 গোরক্ষপুর
ট্রেনে ভ্রমণের সময় বিড়ি/সিগারেট এর ধূমপান করবেন না

NOTICE INVITING TENDER

NIT No. 01, of 2024-25 of the Assistant Engineer (A-I) Kalna-II (A-I) Sub Division, Purba Bardhaman

On behalf of the Governor of West Bengal, 01 (One) no. sealed tender as mentioned in Annexure-I in WB Form no. 2911(ii) is invited by the Assistant Engineer (A-I), Kalna-II (A-I) Sub- Division, Srirampur, Purba Bardhaman from the bonafied and resourceful agencies with sound technical and financial capabilities and having experience of similar type of works as mentioned in the said N.I.T. For details of said NIT may be available from this office on any working day from 11.00 A.M. to 2.00 P.M. Last date of application and availability tender paper 20.03.2025, up to 2.00 P.M. and 24.03.2025 up to 3.00 P.M. Respectively.
Sd/-
Assistant Engineer (A-I)
Kalna-II (A-I) Sub-Division
Srirampur, Purba Bardhaman

ITEN RATE TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work
WBMAD/ULB/ RSM/577/24-25 Dated 12.03.2025	Supply of Autocad LT 2024-25 commercial new single user ELD for 9 users for the duration of 3 years for Rajpur-Sonarpur Municipality.

Bid Submission end date: **21.03.2025 at 11-00 hrs.**
For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer,
Rajpur-Sonarpur Municipality

OFFICE OF THE BOLSIDDHI KALINAGAR GRAM PANCHAYAT

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender is hereby invited by the Pradhan Bolsiddhi Kalinagar Gram Panchayat D/H-I Dev. Block, South 24 Parganas from the eligible contractors for the following works
(i) **NIT(2)/2024-25, MEMO NO. 430/BKGP/2024-25 Date 07.03.2025**
(ii) **NIT(3)/2024-25 MEMO NO. 431/BKGP/2024-25 Date 07.03.2025**
Bid Submission Closing Date : 20.03.2025 upto 6.00 P.M. Further details are available in the website **www.wbtenders.gov.in**.
Sd/-
Prodhan,
Bolsiddhi Kalinagar Gram Panchayat

Nischinda Gram Panchayat
Bally, Howrah

Notice Inviting e-Tender

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **e-NIT No. 66/NGP/2024-25 & 67/NGP/24-25.** Published date: **12/03/2025 at 05 :00 PM.** Last date of Bid submission: **22/03/2025 up to 01:00 PM.** Date of opening: **24/03/2025 at 01:30 PM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Nischinda Gram Panchayat

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum

1) NOTICE INVITING e-QUOTATION NO: WBMAD/ULB/BM/PW/OWN FUND /N.I.Q- 18/2024-2025
Memo No.- 1308/PWD/BM/2024-2025, Dated. 12.03.2025
Name of the Work:- 1 (One) No. work- Sl. 1 Shifting of K-9 pipes for the risingment at RMC Market yard under Bolpur Municipality. (including all Taxes And GST)
1) NOTICE INVITING e –TENDER NO: WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance Scheme/NIT- 40/2024- 2025
Memo No:- 3907/PWD/BM/2024-2025, Dated.12.03.2025
Name of the Work:- 4 (Four) Nos. work- Sl. 1-4 Sl. No. 1, 3, 4- Installation of Submersible pump at Ward No. 3, 11 & Municipal Dumping Ground under Bolpur Municipality. Sl. No. 2- External electrification works for the purpose of SWM at Dumping Ground under Bolpur Municipality. Last Date of Submission 22.03.2025. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:- **www.bolpurmunicipality.org**., **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Ref. No. DMC/DRGSW/763 **Date : 12.03.2025**

CORRIGENDUM

The PF & ESI registration must be required to participate the Tender vide Notice No. WBDMC/DRGSW/NIT-115/24-25 and the bid opening date will be 01-04-2025 in lieu of 24-03-2025 & bid submission closing date will be read as 28-03-2025 in lieu of 21-03-2025 which has been published vide above notice. The other terms and conditions will remain unaltered.
Sd/- Executive Engineer, MEDte., Govt. Of W.B., Posted at DMC

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT-177(2nd Call), 221(2nd Call), 273(2nd Call) and NIeT-343 to 348/2024-2025

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civi & Electricall works at Bankura, Mursidabad, Birbhum and Burdwan District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **13-03-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **21-03-2025 and 03-04-2025 upto 3.00 pm**
Date: 12.03.2025 **Sd/- Executive Engineer**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন প্রতিদিন

বৃহস্পতিবার • ১৩ মার্চ ২০২৫ • পেজ ৮

নতুন ১০০ এবং ২০০ টাকার নোট আসছে বাজারে! বড় ঘোষণা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, পুরনো নোটের কী হবে?

শীঘ্রই বাজারে আসতে চলেছে নতুন ১০০ এবং ২০০ টাকার নোট। এই ঘোষণা করেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)। মঙ্গলবার দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, নতুন গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রার সইযুক্ত নতুন নোটগুলিকে শীঘ্রই বাজারে আনা হবে। নোটের ডিজাইন এবং আকারে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না।

সকলেই নিশ্চয়ই ভাবছেন যে নতুন নোট প্রকাশের পর কি পুরনো ১০০ এবং ২০০ টাকার নোট বন্ধ হয়ে যাবে? রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্পষ্ট জানিয়েছে, বাজারে যে নোটগুলি চালু রয়েছে সেগুলি আগের মতই বহাল থাকবে। নতুন ১০০ এবং ২০০ টাকার নোট আসায় পুরনো নোট কোনওভাবেই বাতিল বলে গণ্য হবে না। যে কোনও ব্যাঙ্ক বা এটিএম থেকেই নতুন নোটগুলি পাবেন গ্রাহকেরা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য অনুসারে, দেশে ২০১৭ সালের মার্চ মাসে নগদের চল ছিল ১৩.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা আর ২০২৪ সালের মার্চে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫.১৫ লক্ষ কোটি টাকা। এর সঙ্গে ইউপিআইয়ের মাধ্যমে ডিজিটাল লেনদেনও বাড়ছে দেশে। গত ১১ ডিসেম্বর আরবিআইয়ের গভর্নরের দায়িত্ব নিয়েছেন সঞ্জয় মালহোত্রা। প্রাক্তন গভর্নর শক্তিকান্ত দাসের কার্যকাল শেষ হওয়া পর দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্কে যখনও কোনও নতুন গভর্নর নিযুক্ত হন তখন তাঁর স্বাক্ষর-যুক্ত নোট ছাড়া হয় বাজারে। সেই নিয়ম মেনেই সঞ্জয় মালহোত্রার স্বাক্ষর-যুক্ত নতুন নোট আনছে আরবিআই।

সাবধান

প্যান কার্ড সম্পর্কিত এইসব ভুল করলেই মহা-বিপদ, জরিমানা ১০ হাজার টাকা!

প্যান কার্ড (পারমানেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর) একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি। আয়কর সম্পর্কিত কাজ, ব্যাঙ্কের লেনদেন এবং অন্যান্য কাজে প্যান ব্যবহার করা হয়। অনেকেই প্যান কার্ডের ব্যবহারকে লঘু করে দেখেন। কিন্তু যদি প্যানে কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য ভুল থাকে, তাহলে বড় ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। আয়কর বিভাগ প্যানের মাধ্যমে ভারতীয় কোনও নাগরিকের আয় এবং আর্থিক লেনদেনের উপর নজর রাখতে পারে। অতএব, প্যান কার্ড সম্পর্কিত সতর্কতাগুলি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।

১. প্যান কার্ড হারিয়ে গেলে অবিলম্বে এই কাজটি করুন

যদি আপনার প্যান কার্ড চুরি হয়ে যায় বা হারিয়ে যায়, তবে তা হালকাভাবে নেবেন না। অনেক সময় প্রতারকরা অবৈধ আর্থিক লেনদেনে চুরি করা প্যান ব্যবহার করে। এই ক্ষেত্রে, আসল প্যানধারীকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হতে পারে। যদি আপনার প্যান চুরি হয়ে যায়, তাহলে অবিলম্বে পুলিশে অভিযোগ জানান। এছাড়াও, আয়কর বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ককে তা জানান।

২. একাধিক প্যান কার্ড থাকা অবৈধ

অনেকে ভুল করে বা ইচ্ছাকৃতভাবে একাধিক প্যান কার্ড তৈরি করেন, তবে তা আইনত অপরাধ। আয়কর বিভাগ এই ধরনের ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপ করতে পারে। জরিমানার সর্বাধিক অঙ্ক ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে। যদি কোনও ব্যক্তির দু'টি প্যান কার্ড থাকে, তাহলে তাঁকে অবিলম্বে একটি কার্ড আয়কর বিভাগে ফেরত দিতে হবে। যদি তা না করা হয়, তাহলে ওই ব্যক্তি আর্থিক ও আইনি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন ।

৩. ভুল প্যান নম্বর দেওয়ার জন্য জরিমানা আরোপ

কোনও আর্থিক লেনদেন বা আয়কর রিটার্ন দাখিল করার সময় প্যান নম্বর পূরণ করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যদি ভুল করে ভুল প্যান নম্বর নথিভুক্ত করা হয়, তাহলে আয়কর বিভাগ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করতে পারে। আইটিআর দাখিল করার আগে প্যান নম্বরটি দু'বার পরীক্ষা করে নিন, যাতে যেকোনো ধরনের ভুল এড়ানো যায়।

৪. প্যান কার্ডে ভুল তথ্য ক্ষতিকর হতে পারে

যদি আপনার প্যান কার্ডে নাম, জন্ম তারিখ বা অন্যান্য তথ্য ভুল থাকে, তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা সংশোধন করা প্রয়োজন। যদি তথ্য ভুল হয়, তাহলে ব্যাঙ্ক আপনার অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করতে পারে। অনেক সময় এই ভুলের কারণে ঋণ নিতে বা বড় লেনদেন করতে সমস্যা হতে পারে।

এখন থেকে ৪ শতাংশ সুদে ৫ লক্ষ টাকা ঋণ পেতে পারেন আপনিও

বাজেটে কৃষকদের জন্য বড় উপহার দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের আওতায় প্রদত্ত ঋণের সীমা ৩ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

সরকারের এই সিদ্ধান্ত দেশের কোটি কোটি কৃষককে উপকৃত করবে। শুক্রবার সংসদে উপস্থাপিত ২০২৪-২৫ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত দেশে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের (কেসিসি) সংখ্যা ছিল ৭.৭৫ কোটি। কেসিসি-র আওতায় কৃষকদের ৯.৮১ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ দেওয়া হয়েছে।

কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (কেসিসি) প্রকল্পটি ১৯৯৮ সালে শুরু হয়েছিল। এই প্রকল্পটি নাবার্ড (ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট) এর সুপারিশে বাস্তবায়িত হয়েছিল। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড কৃষকদের জন্য ঋণ প্রক্রিয়াটিকে সহজ এবং সহজলভ্য করে তুলেছে, যার ফলে তারা সময়মত বীজ, সার, কীটনাশক এবং অন্যান্য কৃষি সরঞ্জাম কিনতে সক্ষম হয়েছে।

কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং কৃষিকাজ সংক্রান্ত খরচ সহজেই মেটাতে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ঋণ পরিষেবা ও কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের সুদ

কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের (কেসিসি) আওতায় বর্তমানে কৃষকদের ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়, যা এখন বাজেটে ৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। কেসিসির সুদের হার বার্ষিক ৭ শতাংশ। সরকার কৃষকদের সুবিধায় সুদের উপর ভর্তুকিও দিয়ে থাকে। কৃষকরা সময়মত ঋণ পরিশোধ করলে তারা ৩ শতাংশ সুদের ভর্তুকি পায়। অর্থাৎ কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের কার্যকর সুদের হার মাত্র ৪ শতাংশ।

কিষাণ ক্রেডিট কার্ডে ঋণের যোগ্য কারা?

কৃষি কাজের পাশাপাশি, মৎস্য, দুগ্ধ খামার, পশুপালন এবং উদ্যানপালনে নিযুক্ত চাষিরাও কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের সুবিধা পান। এর জন্য কিছু প্রয়োজনীয় যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন ভারতীয় নাগরিক হওয়া এবং কৃষকের বয়স ১৮ থেকে ৭৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

কিষাণ ক্রেডিট কার্ড কীভাবে পাবেন?

কিষাণ ক্রেডিট কার্ড পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ। কৃষকরা সরকারি ও বেসরকারি ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এবং সমবায় সমিতি থেকে এই কার্ড পেতে পারেন। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড অফলাইন এবং অনলাইন উভয়ভাবেই আবেদন করা যেতে পারে। কৃষক তাঁর নিকটতম ব্যাঙ্ক শাখায় গিয়ে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের জন্য আবেদনপত্র পূরণ করতে পারেন। আবেদনের সঙ্গে আধার কার্ড,

প্যান কার্ড, জমির কাগজপত্র এবং পাসপোর্ট সাইজের ছবি-সহ প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে হবে।

অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া

কৃষকরা প্রধানমন্ত্রী কিষাণ যোজনার ওয়েবসাইট অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে ঋণের আবেদন করতে পারবেন। এখানে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া থেকে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড পাওয়ার অনলাইন ফর্ম পূরণের প্রক্রিয়াটি ধাপে ধাপে হর্ণনা করা হল...

- এসবিআই এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট- https-//sbi.co.in/web/personal-banking/ home এ যান।
- তারপর কৃষি ও গ্রামীণ ট্যাবে যান।
- ফসল ঋণে যান এবং কিষাণ ক্রেডিট কার্ড বিকল্পটি নির্বাচন করুন।
- এখানে আপনি আবেদনপত্র পাবেন। সেটি ডাউনলোড করুন, পূরণ করুন এবং জমা দিন।
- ৩-৪ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্ক নিজেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে এবং কিষাণ ক্রেডিট কার্ড তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করবে।

কখন টাকা ফেরত দিতে হবে?

কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের অধীনে, কৃষক পাঁচ বছরের জন্য ঋণ পান। পাঁচ বছর পর তা নবীকরণ করা হয়। কৃষককে বছরে দু'বার কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের সুদ দিতে হয়। বছরে একবার, তাকে সুদের সঙ্গে পুরো ঋণের পরিমাণ জমা দিতে হয়। কৃষক পরের দিনই জমা করা মূলধন তুলতে পারেন। বছরে দু'বার সুদ পরিশোধ এবং একবার সম্পূর্ণ ঋণের পরিমাণ জমা দেওয়ার পরেই কৃষক সুদ ভর্তুকি পাওয়ার অধিকারী। যদি তা না করা হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট কৃষককে ৭ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে। যদি সুদ সময়মতো পরিশোধ না করা হয়, তাহলে অ্যাকাউন্টটি এনপিএ হতে পারে।

ভারতে 'ডিজিটাল গ্রেফতার' প্রতারণা একটি গুরুতর সাইবার অপরাধ

সাম্প্রতিক সময়ে ভারতে ডিজিটাল প্রতারণার নতুন একটি পদ্ধতি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। এটি হলো 'ডিজিটাল গ্রেফতার' প্রতারণা, যেখানে অপরাধীরা নিজেদের পুলিশ বা সরকারি আধিকারিক হিসেবে পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। এই প্রতারণার পদ্ধতি এবং এর ভয়াবহ প্রভাব নিয়ে বিশদ আলোচনা করাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

কীভাবে 'ডিজিটাল গ্রেফতার' প্রতারণা করা হয়?

প্রতারকরা সাধারণত হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্যান্য মেসেজিং অ্যাপ ব্যবহার করে ভুক্তভোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারা নিজেদের সাইবার ক্রাইম বিভাগের বা পুলিশ অফিসার হিসেবে পরিচয় দেয়। ভুক্তভোগীদের

জানানো হয় যে তাদের বিরুদ্ধে কোনও গুরুতর অপরাধের অভিযোগ রয়েছে এবং তৎক্ষণাৎ অর্থ প্রদান না করলে তাদের গ্রেফতার করা হবে। এই প্রক্রিয়ায় ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে তারা ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেয়। কিছু ক্ষেত্রে, প্রতারকরা ফেক ভিডিও কল বা ভুয়া গ্রেফতারি পরোয়ানাও দেখায়, যা ভুক্তভোগীদের বিভ্রান্ত করতে সাহায্য করে। এ ধরনের প্রতারণায় মূলত বয়স্ক ব্যক্তিরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

সাম্প্রতিক ঘটনার উদাহরণ

১. রাজস্থানের ঘটনা
রাজস্থানের অজমেরে এক প্রবীণ মহিলা এই প্রতারণার শিকার হয়ে ৮০ লক্ষ টাকা হারিয়েছেন। প্রতারকরা এক সপ্তাহ ধরে তাকে ভয় দেখিয়ে এই অর্থ আদায় করে।

২. কলকাতার ঘটনা
কলকাতায় এক প্রবীণা মহিলাকে 'ট্রাই' এবং 'দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ' অফিসার পরিচয় দিয়ে প্রায় ৬৬ লক্ষ টাকা প্রতারণা করা হয়েছে। এই ঘটনার তদন্তে পুলিশ মুম্বাই থেকে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

৩. মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য রাজ্য
সাইবার প্রতারণা ভারতে অনেক রাজ্যে বেড়েছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে শুধুমাত্র 'ডিজিটাল গ্রেফতার' প্রতারণার মাধ্যমেই প্রায় ১২০ কোটি টাকার জালিয়াতি হয়েছে।

এই প্রতারণার প্রভাব

১. আর্থিক ক্ষতি
সাধারণ মানুষ তাদের সঞ্চিত অর্থ হারাচ্ছে, যা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

২. মানসিক চাপ
ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রতারকরা ভুক্তভোগীদের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলছে।

৩. বিশ্বাসের অভাব
এই ধরনের প্রতারণা মানুষের ডিজিটাল পদ্ধতির প্রতি আস্থা কমিয়ে দিচ্ছে।

কীভাবে রক্ষা পাবেন?

১. অপরিচিত কল এড়িয়ে চলুন
অপরিচিত নম্বর থেকে কোনও কল বা মেসেজ পেলে সরাসরি তা যাচাই করুন।

২. ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত রাখুন
কোনও অবস্থাতেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড বা ওটিপি শেয়ার করবেন না।

৩. সরকারি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করুন
যদি কেউ নিজেকে সরকারি কর্মচারী হিসেবে পরিচয় দিয়ে টাকা দাবি করে, তবে সরাসরি সংশ্লিষ্ট দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

৪. সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ জানান
সন্দেহজনক কোনও কার্যকলাপের সম্মুখীন হলে ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টালে (www.cybercrime.gov.in) বা ১৯৩০ নম্বরে অভিযোগ জানান।

সরকারি উদ্যোগ ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

- সরকার এই ধরনের প্রতারণা দমন করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও উন্নত করার পাশাপাশি জনগণকে সচেতন করতে প্রচারাভিযান চালানো হচ্ছে।
- ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এনপিসিআই) সাধারণ মানুষকে ডিজিটাল লেনদেনে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে। একই সঙ্গে, সাইবার অপরাধ তদন্তে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দল গঠন করা হয়েছে।

উপসংহার

ডিজিটাল যুগের সুবিধার পাশাপাশি এর ঝুঁকিও বেড়েছে। 'ডিজিটাল গ্রেফতার' প্রতারণা এর একটি বড় উদাহরণ। তাই, আমাদের সচেতন হতে হবে এবং ডিজিটাল নিরাপত্তার বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। সঠিক তথ্য ও সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আমরা এই ধরনের প্রতারণার শিকার হওয়া থেকে নিজেকে এবং সমাজকে রক্ষা করতে পারি।